উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৬,৩৪৮.০৬ (+৮৯৯.০১)

নিফটি : ২৩,১৯০.৬৫ (+২৮৩.০৫)

নিহত ৩০ মাওবাদী
আবার ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে বড় সাফল্য পেল যৌথবাহিনী। বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। ৭

খামচালেও ধর্ষণ নয়!
একটি মেয়ের স্তন খামচে ধরা, তার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলাকে কোনওভাবেই ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা বলা যায় না। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ ঘিরে বিতর্ক। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৪°	১৮°
জলপাইগুড়ি	৩৩°	১৮°
কোচবিহার	৩৪°	১৯°
আলিপুরদুয়ার	৩৪°	১৮°

তিন ব্যাটে মহড়া শুরু কোহলির ১২

৭ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 21 March 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 300

উত্তরের খোঁজে

ভুল নামের মণিমুক্তোয় শিলিগুড়ির ধোঁয়া-ধোঁয়া

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এনজেপি স্টেশনের ফাঁকা পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক নামগোত্রহীন ট্রেন দাঁড়িয়ে। আসলে মিলিটারি ট্রেন। সেনারা বলেন, রোলিং স্টক।

বুধবার রোদ্দুরমাখা সকাল। ইঞ্জিন লাগোয়া গোটা পাঁচেক এসি কম্পার্টমেন্ট সবুজ-মেরুন-সাদা রংয়ের। তারপর অনেকগুলো কোচ দরজা-জানলাবিহীন, অন্য রং। গায়ে লেখা, হাই ক্যাপাসিটি পার্সেল ভ্যান।

শেষ কম্পার্টমেন্টটা আবার সেই সবুজ-সাদা-মেরুন। তবে এসি নয়। যাত্রীরা সবাই মিলিটারি কর্মী।

কোচের বাইরে প্ল্যাটফর্মে তরুণ জওয়ান দাঁড়িয়ে। হাতে স্টেনগান। অচেনা লোক দেখে এক চোখে সন্দেহ, অন্য চোখে মৃদু হাসি।

তাঁকেই প্রশ্ন করি, ট্রেনটা যাবে কোথায়? এক লাইনের উত্তর, 'আমরা যেখানে যাব।' কোথা থেকে আসছেন? এক লাইনের জবাব : 'অনেক দূর থেকে।' তিনি জানেন, বেশি কথা বলতে নেই। বেশি বললেই যত বিতর্ক। শুধু নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থাকলেই হল। আমাদের কাজ কথা বলা নয়।

আমাদের নেতারা জওয়ানদের নীতিতে বিশ্বাসী নন। অযথা বেশি বলতে গিয়ে নিজেরাই জড়িয়ে পড়েন নিজের জালে। সব গুলিয়ে একাকার। ভুল তথ্যের বন্যা ছেড়ে দিন, নামেই কত বিভ্রাট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সুনীতা উইলিয়ামসের প্রশংসা করতে গিয়ে সুনীতা চাওলা বলে ফেললেন। কল্পনা চাওলার সঙ্গে গুলিয়ে। শুভেন্দু অধিকারী আবার মমতাকে 'মূর্খমন্ত্রী' কটাক্ষ করতে গিয়ে প্রবল উত্তেজনায় সুনীতার পদবিই ভুল বলে দিলেন দু-দু'বার। পাশের সতীর্থ ভুল ধরিয়ে দিলে সুনীতা হয়ে গেলেন সনিয়া। উইলিয়ামস রাতারাতি উইলিয়াম।

ভুলের খেলায় এমন আত্মঘাতী গোল চলেই নেতাদের।

এরপর দশের পাতায়

যমুনার কলঙ্ক

দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে অন্যতম গন্তব্য আগ্রার তাজমহল। অথচ ঐতিহাসিক এই স্থাপত্যের পেছনেই যে আস্তাকুঁড়ে, তা জানেন ক'জন। নিয়মিত নর্দমার নোংরা জল ও আবর্জনা এসে মিশছে যমুনায়। -পিটিআই

এডিশন স্পেশাল

কার্যালয়ে ঢুকে সচিবকে মার
তিনের পাতায়

ধুন্ধুমার বিধানসভায়
পাঁচের পাতায়

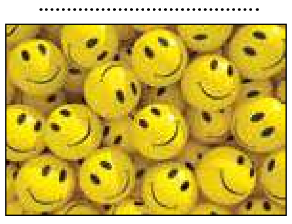

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড
সাতের পাতায়

দিনহাটা পুরসভাকে শোকজ
দশের পাতায়

নিখিলের গাড়িতে হামলা

হেনস্তা বিজেপি বিধায়ককে

শিবশংকর সূত্রধর ও অমৃতা দে

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২০ মার্চ : দিনহাটায় পুরোনো মামলার সাক্ষ্য দিতে যাওয়া বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে চরম হেনস্তার অভিযোগ উঠল। তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল। অভিযোগ, ঘাসফুল শিবিরের নেতা-কর্মীরা দিনহাটা শহরের মধ্যে বিধায়ককে কার্যত তাড়া করে বেড়ান। বিধায়কের গাড়ির কাচ ভাঙার পাশাপাশি চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম, ইট ছোড়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। কোচবিহার শহরের মরাপোড়া চৌপথিতে বিজেপির তরফে প্রায় আধ ঘণ্টা পথ অবরোধ করা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর মদতেই বিজেপি বিধায়কের উপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

নিখিলের বক্তব্য, 'এদিন যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে ও আমাকে হেনস্তা করেছে তারা উদয়ন গুহর ছায়াসঙ্গী। ওর প্ররোচনায় এই ঘটনা ঘটেছে। আদালত চত্বরে যেতে হলে তৃণমূলের অনুমতির প্রয়োজন হয় সেটা জানা ছিল না।' অন্যদিকে, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই বলে উদয়নের দাবি। তিনি বলেন, 'সকাল থেকে আমি দিনহাটার বাইরে রয়েছি। ওখানে কী হয়েছে জানা নেই। নিখিলবাবুদের কাজই হল আমার বিরুদ্ধে বলা। তাই উলটোপালটা কথা বলছেন।' যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনায় দলের কেউ যুক্ত নেই। এদিন আদালতে আসা তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের দাবি, 'সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এতে তৃণমূলের কোনও হাতই নেই।'

২০১৭ সালে দিনহাটার-১ ব্লকের ভেটাগুড়িতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা (তৎকালীন বিজেপি নেতা) জয়প্রকাশ মজুমদার, নিখিলরঞ্জন দে সহ প্রায় ৩৭ জনের নামে মামলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালতে সেই মামলার শুনানি ছিল। একই কাজে নিখিল ও জয়প্রকাশ সেখানে এসেছিলেন। বিজেপির নিখিল যখন হেনস্তার মুখে পড়েছেন তখন তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকা জয়প্রকাশ দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যানের ঘরে বসে আলাপ-আলোচনা করার পর আদালত চত্বরে প্রবেশ করেন।

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে আদালত চত্বরে যেতেই তাঁকে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি ও 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

ভাঙা হয়েছে গাড়ির কাচ। হতভম্ব বিজেপি বিধায়ক। ছবি : জয়দেব দাস

অভিযুক্ত তৃণমূল

- দিনহাটায় বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'কে চরম হেনস্তার অভিযোগ
- তাঁর গাড়িতে হামলার পাশাপাশি তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও ইট ছোড়া হয়
- একটি পুরোনো মামলায় সাক্ষ্য দিতে নিখিলরঞ্জন এদিন দিনহাটা আদালতে আসেন
- উদয়ন গুহর মদতেই হামলা চালানোর অভিযোগ, অভিযোগ মানতে চাননি মন্ত্রী

জেলে গিয়েও দাপট তৃণমূল নেতার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ মার্চ : দিনহাটা কাণ্ডে জেলে গিয়েও 'দাপট' কমেনি ধর্ষণে অভিযুক্ত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা আবদুল মান্নানের। ধর্ষণের অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবারকে মান্নানের শাগরেদরা একের পর এক হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। ধর্ষণের অভিযোগ তোলায় বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এলাকাছাড়া করা এমনকি খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগায় বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযোগকারী ওই তরুণী ও তাঁর পরিবার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন। পুলিশ সুপার অফিসে না থাকায় তাঁরা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে পুলিশি নিরাপত্তা চেয়েছেন। পুলিশের তরফে অবশ্য আগেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

দিনহাটার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'নিরাপত্তাহীনতার কোনও কারণ নেই। পর্যাপ্ত পুলিশের পাশাপাশি আমার ফোন নম্বরও ওই মহিলাকে দিয়েছি। কোনওরকম সমস্যা হলে জানাতে বলেছি।'

পুলিশের দাবি, শুরু থেকেই অভিযোগকারীর বাড়ির এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। যদিও অভিযোগকারীর বক্তব্য, 'শাগরেদদের দিয়ে আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বাড়িতে থাকতে দেবে না বলেছে। আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এলাকায় পুলিশের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে? যদিও দিনহাটা পুলিশের দাবি, হুমকি দেওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি নেই। তবুও এধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

এদিকে, হুমকির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই দিনহাটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে সিপিএমের তরফে। দলের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস বলেছেন, 'এধরনের ঘটনায় নির্যাতিতার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা পুলিশের প্রথম দায়িত্ব। তবু এই ঘটনায় নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারকে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। যদি তাঁদের উপর কোনওরকম আক্রমণ হয় তাহলে তার দায় পুলিশকেই নিতে হবে।'

এদিন ওই নির্যাতিতা তরুণীর বাবা পুলিশ সুপারের দপ্তরের বাইরে সাগরদিঘি চত্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'আমরা নিরাপত্তাহীনতা ও হুমকির বিষয়টি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন কোনও সমস্যা হবে না।

এরপর দশের পাতায়

পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ফিরছেন নির্যাতিতার পরিবারের এক সদস্য।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

ঘাড়ে কোপ, দেহ বাগানে

ফাঁসিদেওয়ায় সিনিয়ার সহকারী ম্যানেজার খুন

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২০ মার্চ : চা বাগানের কর্মকর্তা খুন। পদমর্যাদায় সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ঘাড়ে কোপ মেরে খুন করা হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে ছিল ফাঁসিদেওয়া ব্লকে জয়ন্তিকা চা বাগানের ভেতর কাঁচা রাস্তায়। তখনও বাঁ হাতে ধরা ছিল তাঁর মোবাইল। প্রায় ৮ ফুট দূরে পড়ে ছিল তাঁর মোটরবাইক। তাতেও ছিল রক্তের ফোঁটা। নিহতের নাম নীলাঞ্জন ভদ্র।

ঘটনাটি ফিরিয়ে আনল চা বাগানে কর্মকর্তা খুনের অতীত কিছু স্মৃতি। কার্সিয়াংয়ের কাছে অম্বুটিয়া চা বাগানেও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার খুন হয়েছিলেন ২০০৬-এ। তাঁকেও কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। অভিযুক্ত ছিল ওই বাগানেরই এক শ্রমিক। তারও আগে আটের দশকের গোড়ায় ডুয়ার্সের কৈলাসপুর চা বাগানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এক ম্যানেজারকে। বাগানের অফিস থেকে টেনে বের করে তাঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। অভিযুক্ত ছিল একদল শ্রমিক।

জয়ন্তিকা চা বাগানে সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে কে খুন করেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। পুলিশ ওই বাগানেরই সর্দার পদে কর্মরত এলথ্রিয়াস এক্কাকে আটক করেছে। তদন্ত চলাকালীন উপস্থিত জনতার ভিড় থেকে সে নিজেই খুন করেছে বলে দাবি করে। যদিও ঘটনাস্থলে বা আশপাশে কোনও ধারালো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। এলথ্রিয়াস নেশাগ্রস্ত ছিল বলেও অভিযোগ।

চা বাগানে বারবার ম্যানেজার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের খুনে হয় দলবদ্ধভাবে নাহয় ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকদের জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে চা শিল্প মহলে স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। মনে করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার কারণে এই হত্যাকাণ্ড। যদিও পুলিশের হাতে আটক এলথ্রিয়াসের সঙ্গে নিহত নীলাঞ্জনের আগে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কি না, কেউ নিশ্চিত করেনি। বরং চা বাগানটির গ্রুপ কমার্স ম্যানেজার অরবিন্দ মিশ্র বলেন, 'বাগানের শ্রমিক কিংবা কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা ছিল না নীলাঞ্জনের। ওঁর বিরুদ্ধে কারও কোনও অভিযোগও ছিল না। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, বুঝতে পারছি না।'

যে কোনও কারণেই হোক, চা বাগানের রাস্তায় মোটরবাইক দাঁড়

এরপর দশের পাতায়

জয়ন্তিকা চা বাগানের অকুস্থলে হাজির পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

ভুয়ো ভোটার তথ্য খারিজ করল প্রশাসন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ মার্চ : ভুয়ো ভোটারের ধুয়ো তুলে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য রাস্তায় নেমেছিল তৃণমূল। দলের নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে একেবারে ব্লক, অঞ্চল, বুথ স্তরের নেতারা ভোটার তালিকা হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভুয়ো ভোটার ধরতে নেমে পড়েছিলেন। বিজেপিকে চাপে ফেলতে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে এটাকে প্রধান ইস্যু করেই পথে নেমে পড়েছিল তৃণমূল। তাদের হিসেবে বলা হয়েছিল জেলায় 'ভুয়ো ভোটারের' সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৭৭ জন। সবমিলিয়ে ওই ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে বিজেপির উপর সাঁড়াশি চাপ দেওয়া শুরু করেছিল তারা। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার তাদের যাবতীয় পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা। প্রশাসনের ওই বৈঠকের পরই তৃণমূলকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে বিজেপি। যদিও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা না পাওয়া পর্যন্ত প্রশাসনের এসব ব্যাখ্যা মানছে না বলে দাবি করেছে তৃণমূল।

এদিন সর্বদলীয় রাজনৈতিক বৈঠকে জেলা শাসক পরিষ্কার জানিয়ে দেন, জেলাতে যে ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ উঠেছিল সেগুলো ভুয়ো ভোটার নয়। এটা নির্বাচন কমিশনের টেকনিকালি ভুল ছিল। তিনি বলেন, 'এই ভুল আমাদের রাজ্যের বা জেলার নয়। অন্য রাজ্যের। এপিক সংক্রান্ত আমাদের জেলায় ভুল রয়েছে মাত্র ১২টি। যেগুলির দু'একদিনের মধ্যে তাদের নতুন ভোটার কার্ড দেওয়া হবে।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, 'আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি নেই। ওরা পরিষ্কার বুঝে গিয়েছে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওদের পরাজয় নিশ্চিত। সেই কারণে মিথ্যা ভুয়ো ভোটার সৃষ্টি করে ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার

এরপর দশের পাতায়

ভোটারের খোঁজ

- তৃণমূলের নেতারা ভুয়ো ভোটার ধরতে নেমে পড়েছিলেন রাস্তায়
- তৃণমূলের হিসেবে বলা হয়েছিল জেলায় 'ভুয়ো ভোটারের' সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৭৭ জন
- জেলা শাসক জানিয়েছেন, জেলাতে যে ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ উঠেছিল সেগুলো ভুয়ো ভোটার নয়
- এপিক সংক্রান্ত জেলায় ভুল রয়েছে মাত্র ১২টি

এল সবুজ সংকেত, হাইড্রোজেনে ছুটবে টয়ট্রেন

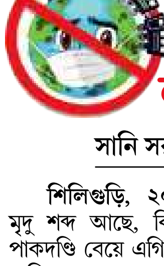

দূষণকে বাই বাই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : হর্নের মৃদু শব্দ আছে, কিন্তু ধোঁয়া নেই। পাকদণ্ডি বেয়ে এগিয়ে চলছে খেলনা গাড়ি, পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে। কল্পনায় ভাসে এমন ছবি। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়গাথায় এক সময়ের কল্পনা বর্তমানে বাস্তবের মাটি ছোঁয়ার প্রতীক্ষায়। পুজোর সময় যদি হাইড্রোজেন ইঞ্জিনে টয়ট্রেনের চাকা গড়ায় শৈলরানির পথে, অবাক হবেন না। রেলমন্ত্রকের সবুজ সংকেতে যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ডিএইচআর)-এ। রেললাইন থেকে শুরু করে স্টেশন, রিফুয়েলিং স্টেশন, পরিকাঠামোর উন্নতিতে কী কী করতে হবে তাও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। আগামী মাসে রেলমন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ একটি দলের দার্জিলিং পাহাড়ে আসার কথা। তারপরই শুরু হবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে, নির্দিষ্টভাবে কবে থেকে ট্রেন চলবে, সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। পরিকাঠামোগত উন্নতিতে আমরা জোর দিয়েছি।'

জলে ছুটবে ট্রেন। শুনতে অবাক লাগলেও চলতি বছর এটাই বাস্তবের পথ ধরবে। রেল যা পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে ট্রেন ছোটানোর জন্য আর প্রয়োজন নেই ডিজেল বা বিদ্যুতের। জল থেকে তৈরি হওয়া হাইড্রোজেন শক্তি টেনে নিয়ে যাবে আস্ত একটি ট্রেনকে। জল এবং বাষ্প থেকে তৈরি হবে হাইড্রোজেন। এই ট্রেন চলাচলের জন্য প্রথম পর্যায়ে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে, কালকা-সিমলা এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি যখন ভাবনার পর্যায়ে ছিল, তখনও প্রথম এই আভাস দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেটা বছরখানেক আগে।

গত মাসে এই সংক্রান্ত একটি বৈঠক হয়েছে রেলের সদর দপ্তরে। সেখানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তাদের পাশাপাশি ডিএইচআর-এর আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরে একটি বৈঠক হয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মালিগাঁওয়ের সদর কার্যালয়ে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কোথায় কী পরিবর্তন করতে হবে, কোথায় কোথায় রিফুয়েলিং স্টেশন তৈরি করতে হবে, ইঞ্জিন এবং কোচ রাখা হবে, এই সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে সেখানে।

রেল সূত্রে খবর, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ এবং দার্জিলিংয়ে ট্রেনটি রাখার জন্য বিশেষ পিটলাইন তৈরি করা হবে। যেহেতু প্রতি ঘণ্টায় ৪০ হাজার লিটার জলের প্রয়োজন, তাই এই তিনটি জায়গা ছাড়াও প্রাথমিকভাবে রংটং, কার্সিয়াংয়ে রিফুয়েলিং স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং কয়েকটি জায়গায় ট্র্যাক পরিবর্তন করা দরকার। ডিএইচআর সূত্রে খবর, রেলমন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ দলটির পরিদর্শনের পর তাদের পরামর্শমতো কাজে হাত দেওয়া হবে।

ভারতকে দূষণমুক্ত করতে ২০৭০ সালকে লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে রেলকে কার্বনমুক্ত করতে পরিকল্পনা নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। হাইড্রোজেন ট্রেন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরি না হওয়ায় প্রথম পর্যায়ে পাহাড়ি অঞ্চলকে বেছে নিয়েছে রেল। পাশাপাশি, ১২০০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন হলেও এই ট্রেনের নয়েজ বা শব্দ কম। ফলে বায়ু দূষণের পাশাপাশি শব্দ দূষণ হবে না বলে রেলকর্তাদের বক্তব্য।

চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে ট্রেনটি, যার সামান্য কাজ বাকি। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে আগামী ৩১ মার্চ হরিয়ানার জিন্দ ও সোনিপতের মধ্যে ট্রায়াল রান হবে। এই পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হলেই কালকা-সিমলায় ছুটবে হাইড্রোজেন ট্রেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন ও দার্জিলিংয়ে চাকা গড়াবে হাইড্রোজেন খেলনা গাড়ির।

মউ স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

২০ মার্চ : দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-স্কুল অফ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলকাতা ক্যাপেগমিনি'র সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করল। দুই প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতা শিল্প-শিক্ষার উন্নতিকরণ এবং পড়ুয়াদের জন্য আরও কর্মসংস্থান তৈরি করবে বলে আশাবাদী কর্তারা।

আইইএম-এর নিউটাউন ক্যাম্পাসে মউ স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইইএম-ইউইএম গ্রুপের প্রেসিডেন্ট বনানী চক্রবর্তী, গ্রুপের ডিরেক্টর ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী, ক্যাপেগমিনির এগজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট-ইন্ডিয়া অভীক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

টিফিনে বাড়ল বরাদ্দ

কোচবিহার, ২০ মার্চ : রক্তদাতাদের জন্য রাজ্য সরকার 'রিফ্রেশমেন্ট চার্জ'-এর বরাদ্দ বাড়াল। এতদিন রক্তদান শিবিরগুলিতে টিফিন বাবদ রক্তদাতা পিছু ৫০ টাকা করে দেওয়া হত। ১ এপ্রিল থেকে তা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য থেকে সেই নির্দেশিকা প্রতিটি জেলাতে পাঠানো হয়েছে। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বললেন, 'নির্দেশিকা পেয়েছি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করা হবে।' সরকারি উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজকরাও খুশি।

কেউ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য 'রিফ্রেশমেন্ট চার্জ' দেওয়া হয়। সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই টাকা দেওয়া হয়। ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের তরফে মাঝেমধ্যেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রাজা বৈদ্যের কথায়, 'একটি রক্তদান শিবির করতে হলে অন্তত্পক্ষে সাড়ে তিন-চার হাজার টাকা খরচ হয়। খরচের জন্য অনেকের ইচ্ছে থাকলেও শিবির করার প্রতি আগ্রহ দেখান না। রিফ্রেশমেন্ট চার্জ বাড়ানোর সুবিধা হল। এখন অনেকে রক্তদানের প্রতি আগ্রহ দেখাবেন। এতে সকলেরই সুবিধা হবে।'

এমজেএন মেডিকেলের ব্লাড সেন্টার গত এক বছরে রক্তদান শিবির থেকে সাড়ে তিন হাজার ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও প্রায় ৪৫০ জন সেন্টারে এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে রিফ্রেশমেন্ট চার্জ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কোচবিহারে চাহিদার তুলনায় রক্ত কম পাওয়া যায়। এই জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ারের রোগীদেরও রক্ত সরবরাহ করতে হয়। অবশ্য শুধু কোচবিহারই নয়, সর্বত্রই রক্তের সংকটের সমস্যা রয়েছে। শিবিরের সংখ্যাও তুলনামূলক কমছে বলে রক্তদানের আয়োজকরা জানাচ্ছেন। ফলে সেই সংখ্যা বাড়ানো হলে রক্তের সংকটও কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কোচবিহারের একটি ক্লাবের তরফে অভীক বর্মন বললেন, 'আমরা মাঝেমধ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। সরকারি সহযোগিতার পরিমাণ বাড়ানোয় স্বাভাবিকভাবেই সুবিধা হবে।'

খুশি উদ্যোক্তারা

- রক্তদান শিবিরগুলিতে টিফিন বাবদ রক্তদাতা পিছু ৫০ টাকা মেলে
- ১ এপ্রিল থেকে তা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে
- ইতিমধ্যেই রাজ্য থেকে নির্দেশিকা প্রতিটি জেলাতে পাঠানো হয়েছে

আজ টিভিতে

পুতুল টিটিপি সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সখী তুমি কার, ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.৩০ বাদশা-দ্য ডন, রাত ১০.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ১.০০ রোগা হওয়ার সহজ উপায়
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মায়ের অধিকার, বিকেল ৩.০০ পাপী, ৫.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, রাত ১.৩০ শেষ পাতা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ মজনু, সন্ধে ৬.৪০ হিরোগিরি, রাত ১০.০০ বিক্রান্ত রোমা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জীবন রহস্য
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বারুদ, রাত ৯.০০ তিতলি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কাদম্বরী
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৪ হম আপকে হ্যায় কওন! বিকেল ৪.৪৪ বীরা : দ্য পাওয়ার, রাত ১১.০০ অপারেশন জাভা
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৬ কালীবীরা, দুপুর ১.৪১ রোডসাইড রাউডি, বিকেল ৪.২৮ দিব্য শক্তি, সন্ধে ৭.৩০ রাবণাসুরা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৮ ফিতুর, দুপুর ১.৩৩ রুস্তম, বিকেল ৪.০৭ দোনো, সন্ধে ৬.৪৪ আর্টিকেল ১৫, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১১.২০ মুক্কাবাজ
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ চরিত্রহীন, বিকেল ৩.০০ স্টেয়িং অ্যালাইভ, বিকেল ৪.৩০ ম্যাডাম চিফমিনিস্টার, সন্ধে ৬.৪৫ সাত উচক্কে, রাত ৯.০০ বধাই হো, ১১.১৫ তেজ

মজনু বিকেল ৪.০০ জলসা মুভিজ

রুস্তম দুপুর ১.৩৩ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সাত উচক্কে সন্ধে ৬.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

ফ্রোজেন প্ল্যানেট টু সন্ধে ৬.১৫ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা

নিউজ ব্যুরো

২০ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর মঞ্চে রাইস এডুকেশনের তরফে পড়ুয়াদের নিয়ে একটি কর্মশালা করা হয়। স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে। রাইসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সমিত রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূপুর দাস এবং অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায় পড়ুয়াদের সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি, স্থায়ী কর্মসংস্থান ও দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য কৌশল নিয়ে পথ দেখিয়েছেন।

ওই কর্মশালায় ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। পড়ুয়ারা সব আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। কীভাবে ওই কর্মশালা তাঁদের নিজেদের লক্ষ্য পৌঁছাতে সাহায্য করল তা নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁরা।

বন্ধন ব্যাংকের সঙ্গে এল সেলসফোর্স

নিউজ ব্যুরো

২০ মার্চ : বন্ধন ব্যাংকের সঙ্গে এবার পার্টনারশিপ ঘোষণা করল সেলসফোর্স। ব্যাংকের লোন ওরিয়েন্টেশন সিস্টেমকে আরও উন্নত করতে ও গ্রাহকদের ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স মসৃণ করতে এই উদ্যোগ। সেলসফোর্সের হাউজিং ফিন্যান্স লোন ওরিয়েন্টেশন সিস্টেম এবং কমার্সিয়াল লোনের জন্য সেলস ক্লাউড বন্ধন ব্যাংকের গ্রাহকদের লোন লাইফসাইকেলটিকে আরও সহজ করে তুলেছে। সেলসফোর্সের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও অরুন্ধতী ভট্টাচার্য বলেন, 'ব্যাংকিং এখন অটোমেটেড, কাস্টমারসেন্ট্রিক এবং আরও উন্নত হয়ে উঠছে। ব্যাংকের লোন সিস্টেমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে জোর দিচ্ছি।' বন্ধন ব্যাংকের সিইও রতনকুমার কেশ বলেন, 'সেলসফোর্সের সঙ্গে পার্টনারশিপ আমাদের লোন পরিষেবাগুলোকে আরও সহজ করে দিয়েছে। দ্রুত লোন অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে ব্যাংকের অপারেশনাল এক্সিলেন্সে সেলসফোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়া আরও সহজ হয়ে উঠবে।'

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

ধীনা স্টেশনে ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি দানাপুর ডিভিশনের ধীনা স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী থামবে :—

ট্রেন নং ও নাম	স্টপেজের সময়সূচী (পৌঁ.)	স্টপেজের সময়সূচী (ছা.)	যে তারিখ থেকে থামবে
১৩০০৫ হাওড়া-অমৃতসর মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	০৬.২১	০৬.২৩	২৪.০৩.২০২৫
১৩০০৬ অমৃতসর-হাওড়া মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	১৮.২৪	১৮.২৬	২৩.০৩.২০২৫
১৫৭৩৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা জং. ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	০৮.১৫	০৮.১৭	২৫.০৩.২০২৫
১৫৭৩৪ ভাটিন্ডা জং.-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৩.২৫ থেকে কার্যকর)	১৮.৪০	১৮.৪২	২৩.০৩.২০২৫

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সি/৪৪২/এপি/এসটিবিএ/পিটি। তারিখ : ১৭-০৩-২০২৫
নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: (০৩) তিন বছর সময়সীমার জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের "ই" ক্যাটাগরির এনএসজি-৬ স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্য স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের কাজ। [illegible] www.nfr.indianrailways.gov.in [illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখ: ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১০

টেন্ডার নং. সিইসিওএন/এলটিডিইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১০ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেলনেট/ইন্টারনেট সংযোগ এবং টেলিকম সুবিধার ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসএন্ডটি_সিওএন_২০২৫_০৪, তারিখ: ১৮-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং. : [illegible] কাজের নাম: ডেপুটি সিই/সিওএন-১/কাটিহার, ডেপুটি সিই/সিওএন-২/কাটিহার ও ডেপুটি সিই/সিওএন-৩/কাটিহার -এর অফিসগুলিতে সিসিটিভি সিস্টেমের ব্যবস্থা সহ নতুন ভবনে (অফিস কাম রেস্ট হাউস), রেলনেট/ইন্টারনেট সংযোগ ও টেলিকম সুবিধার ব্যবস্থা [illegible] টেন্ডার মূল্য: ৪০,২৮,৯৫৬.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৮০,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
ডেপুটি সিএসটিই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা

সামগ্রীর লোডিং/আনলোডিং এবং ট্রাক/ট্রেইলার ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

যোগানের কাজ

[illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখা : [illegible] কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নিকট, শিলিগুড়ি
পরিশিষ্ট-IV-A* (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

যোগাযোগের ব্যক্তি : কুমার কৌশিক কাশ্যপ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯৫০৮৮৬১২০০

পূর্ব রেলওয়ে
মালদা ডিভিশনে মডুলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা

[illegible] করা হবে। ৭. এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরণের কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। ৮. যোগাযোগের ঠিকানা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২, জেলা- মালদা (প.ব.)।
MLD-255/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1266/KCK-IIIP SI No-01 to 14, Dated-20.03.2025, invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 27.03.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda

e-Tender Notice

DDP/N-45/2024-25
e-Tenders for 7 (Seven) no. of works under SBM (G) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-45/2024-25 is 28.03.2025 at 12.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

Siliguri-তে Courier Service-এ Delivery man চাই। 10th pass. Cont - 9832061242. (C/113444)

•

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত নার্সিংহোমে কম্পিউটার অনলাইনে কাজ জানা ম্যানেজার/ক্যাশিয়ার চাই। বায়োডাটা পাঠান। pfvp.cob@gmail.com। M : 9434028924. (11 A.M.- 8 P.M.) (C/114659)

VACANCY FOR TEACHERS

Applications are invited for the Post of TGT (Eng), PRT & Yoga Teacher purely as contractual basis. Honorarium Negotiable, apply within 7 days to the Principal, Caesar School, P.O.- Mal, Dist- Jalpaiguri, 735221. Apply through Email- caesar1_school@rediffmail.com (C/115669)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং WB/02/009/396778 এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 2001 0939757 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 04-03-25, Tufanganj, Cooch Behar, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Uttam Kumar Debnath, S/o. Khagendra Ch. Debnath এবং Uttam Kumar Debnath, S/O. Khagendra Chandra Debnath এবং Uttam Debnath, S/o. K. Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ভানুকুমারী-III, ভানুকুমারী, বক্সিরহাট, কোচবিহার। (C/114658)

•

আমি এম. ডি. আব্দুল লতিফ আহমেদ পিতা- মজিরুদ্দিন আহমেদ। গ্রাম - দক্ষিণ নুনখাওয়াডাঙ্গা, পোঃ লক্ষ্মীকান্তপাড়া থানা- বানারহাট, জেলা- জলপাইগুড়ি, Executive Magistrate (Sadar) জলপাইগুড়ি W.B, এর Affidavit দ্বারা আব্দুল লতিফ আহমেদ নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 2615 Dt. 07/02/2025. এম. ডি. আব্দুল লতিফ আহমেদ এবং আব্দুল লতিফ আহমেদ একই ব্যক্তি। (A/B)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
BAIDA
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.
from 30th March 2025
SIKANDAR

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। **বৃষ :** অজান্তে প্রতারকের পাল্লায় পড়ে প্রচুর টাকা ক্ষতি হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। **মিথুন :** ভোগবিলাসে অহেতুক অর্থব্যয় করে আর্থিক সমস্যা। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কর্কট :** অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। নতুন সম্পদ কিনে লাভবান। **সিংহ :** সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। **কন্যা :** নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ। তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি। **তুলা :** সারাদিন অহেতুক শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা। বিদেশে পাঠরত সন্তানের কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি। কোনও মহৎ ব্যক্তির কাছ থেকে সঠিক উপদেশ পেয়ে উপকৃত। **ধনু :** মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বাবার সহায়তায় ব্যবসার অগ্রগতি। **মকর :** ব্যবসায় মন্দাভাব চলবে। অনৈতিক কাছ থেকে দূরে থাকুন। প্রেমে শুভ। **কুম্ভ :** হঠাৎ নতুন কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা পড়তে পারেন। কাজে বিভ্রান্তি। **মীন :** ভাইয়ের সঙ্গে অহেতুক মনোমালিন্য। মায়ের হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ৩০ ফাল্গুন, ২১ মার্চ, ২০২৫, ৭ চ'ত, সংবৎ ৭ চৈত্র বদি, ২০ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৫।৪৪। শুক্রবার, সপ্তমী রাত্রি ১২।১। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৯। অসৃকযোগ দিবা ৩।৩০। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।২৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।১ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৯।৫৯ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১২।১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১২।১ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৪৫ গতে ১১।৪৫ মধ্যে। শুভকর্ম-বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।৪৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমি দখল নিয়ে জটলা। রয়েছেন প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। - রাকেশ শা

আটপুকুরি বাজারে জমি দখলের অভিযোগ

কাজ বন্ধ করলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটপুকুরি বাজারে জমি, রাস্তা দখল করে চলছিল নির্মাণকাজ। বৃহস্পতিবার বিজেপি পরিচালিত রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশ্বিনী দেবসিংহ তৃণমূল ও বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি স্থানীয় তৃণমূল নেতা সেরাজুল মিয়াঁর দাবি, আটপুকুরি বাজারে তাঁদের জমি রয়েছে। এর বৈধ সরকারি নথিপত্রও তাঁদের কাছে রয়েছে। সেখানেই তাঁরা নির্মাণকাজ করাচ্ছিলেন। গত ১৫ মার্চ আটপুকুরি ব্যবসায়ী সমিতি বাজার বন্ধ রেখে এর প্রতিবাদ জানান। এ নিয়ে বৈঠকও হয়। বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রধান বলেন, 'আটপুকুরি বাজার রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণকেন্দ্র। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, সাব-সেন্টার, হাইস্কুল রয়েছে। বাজারে জমি রয়েছে বলে সেরাজুল মিয়াঁর দাবি। তিনি বাজারের রাস্তা বন্ধ করে নির্মাণ করছিলেন। তাঁর জমি থাকলে তিনি অবশ্যই ফেরত পাবেন। কিন্তু রাস্তা ও স্কুলের দেওয়াল ঘেঁষে জানলা বন্ধ করে নির্মাণ চলছিল। তাই এদিন সব পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে স্থানীয় মানুষের স্বার্থে কাজ বন্ধ করা হয়েছে। এ নিয়ে আলোচনায় বসা হবে।'

স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য মণিরুল হকের কথায়, 'মানুষের কথা ভেবেই প্রতিবাদ করেছি। সেরাজুল মিয়াঁর যদি বাজারে জমি থাকে তাহলে গত ৪৮ বছর কেন দাবি করেননি?' সেরাজুল ও তাঁর পরিবার জানায়, ওটি তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি। সরকারি আমিন এনে মাপজোখ করে ও ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ শুরু করা হয়েছিল। তাঁর আরও দাবি, 'রাস্তার জন্য আমরা প্রায় সাত ফুট জমি ছেড়ে দিয়ে তার পরই ঘর নির্মাণ করছি। বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনায় বসতে রাজি আছি।' এদিন এনিয়ে বেশকিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রসঙ্গত, আটপুকুরি হাইস্কুল ঘেঁষে মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়ক থেকে একটি রাস্তা বাজারের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। ওই রাস্তা ধরেই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় বা বিদ্যালয়ে সবাই যাতায়াত করেন। কিন্তু সেই রাস্তা দখল করে পাকা পিলার দিয়ে ঘর তৈরি চলছিল। বাজারে ঢোকার রাস্তা আটকে এমন নির্মাণের বিরুদ্ধে সরব হন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। ওই বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ভবেন দাস কিছুদিন আগে জানিয়ে ছিলেন, জমি যদি মাপা থাকে তাহলে তিনি ফিরে পাবেনই। সমিতির সঙ্গে আলোচনা ও জরিপ করে তিনি নিজের জমি বুঝে নিন। কিন্তু বাজারে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করা ঠিক নয়।

শাসক শিবিরের দিকে অভিযোগের আঙুল পদ্মের

কার্যালয়ে ঢুকে সচিবকে মার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২০ মার্চ : তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকে সচিবকে মারধরের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। একে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোটা ঘটনাটি জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এদিন তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকে তৃণমূল নেতার দাদাগিরির সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিজেপির নাটাবাড়ি বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি চিরঞ্জিত দাস ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।

চিরঞ্জিত বলেন, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকে শাসক নেতার দাদাগিরি চলছে। সরকারি কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। পাশাপাশি, দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিও জানাচ্ছি।' তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি প্রদীপকুমার দাসের দিকেই মূলত অভিযোগের আঙুল উঠলেও তাঁর অবশ্য প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের অন্ধকারে রেখে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে সমস্ত কাজকর্ম করা হয়। এই ব্যাপারে জানতেই আমাদের নেতারা এদিন ওই কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। এর বাইরে আমার কিছু জানা নেই। তবে কাউকে মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে ঢুকে দাদাগিরি শাসক নেতার। -সংবাদচিত্র

প্রদীপ এদিন দলবল নিয়ে নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যান বলে অভিযোগ। কথোপকথন চলাকালীন আচমকাই প্রদীপ ও তাঁর সহযোগীরা ওই কার্যালয়ের সচিব অরুণকুমার চক্রবর্তীকে মারধর করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই সময় গণ্ডগোল থামাতে কার্যালয়ের দুই কর্মী এগিয়ে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয়। অফিসের কম্পিউটার সহ সরকারি কাগজপত্র তছনছ করা হয়। বেশ কিছু সামগ্রী লুটপাট করা হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিজেপি পরিচালিত নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি মণ্ডল অধিকারী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'প্রয়োজনীয় কাজে আমি শ্মশানঘাট পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেসময় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি প্রদীপকুমার দাস সহ দুষ্কৃতীরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ঢুকে সচিব সহ আরও দুজন সরকারি কর্মীকে মারধর করেন। অফিসের কম্পিউটার সহ যাবতীয় তথ্য তছনছ করা হয়। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বিজেপির তরফে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ট্র্যাক্টর উলটে মৃত্যু খালাসির

তুফানগঞ্জ, ২০ মার্চ : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্র্যাক্টর উলটে মৃত্যু হল খালাসির। বৃহস্পতিবার সকালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দীপরপাড় বটতলা এলাকার ঘটনা।

মৃতের নাম জয় বর্মন (১৮)। তাঁর বাড়ি নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুঠিবাড়িতে। মাটি পরিবহণের জন্য ট্রলি সহ ট্র্যাক্টর নিয়ে চালক সহ আরও দুজন খালাসি দীপরপাড় থেকে বালাভূতের দিকে যাচ্ছিলেন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের ডোবায় উলটে যায় ট্র্যাক্টরটি।

ট্রলির চাপে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক খালাসির। চালক ও আরেক খালাসি গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন। পুলিশ ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গাঁজা সমেত গ্রেপ্তার ৪

ফালাকাটা, ২০ মার্চ : এই প্রথম গাঁজা পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল চারজন মহিলা। তাদের সঙ্গে ১২ বছরের এক কিশোরী ও ১৪ বছরের এক কিশোরও ছিল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা শহরের দুলালদোকান এলাকায়। ধৃত চার মহিলা নাজিমা বেওয়া (৬০), মামন সরকার (৩৭), আমিরুল বেওয়া (৩৫) এবং সায়রা বিবি (৪০)। প্রথমজনের বাড়ি বীরভূম জেলায়। বাকি তিনজনের বাড়ি মুর্শিদাবাদে। কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বেসরকারি বাস থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের থেকে কয়েক লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার করেছে ফালাকাটা থানার পুলিশ।

ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা দুলালদোকানের দিকে আসা বাসগুলিতে তল্লাশি চালাই। কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বেসরকারি বাসে তল্লাশির সময় চার মহিলার কাছেই ব্যাগ দেখে আমাদের সন্দেহ হয়। ব্যাগ খুলেই দেখি তাতে গাঁজা। চার মহিলাকেই বাস থেকে নামিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মোট ৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।' এদিন আদালতে তুললে বিচারক তাদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার দিনভর দুলালদোকানের দিকে নজর ছিল ফালাকাটা পুলিশের। সন্ধ্যার পর তারা কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গার দিক থেকে আসা বাসগুলিতে নজরদারি বাড়ান। রাতের দিকে কোচবিহার থেকে একটি বেসরকারি বাস এলে দুলালদোকান মোড়ে সেটিকে দাঁড় করিয়ে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। ওই সময় পুলিশকর্মীরা লক্ষ করেন বাসের পিছনদিকে বসা চার মহিলার কাছে একই ধরনের আটটি বড় ব্যাগ রয়েছে। মহিলারা ভয়ে ভয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। পুলিশকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে চার মহিলার ব্যাগ তল্লাশি শুরু করেন। ব্যাগ খুলতেই দেখা যায় থরে থরে সাজানো গাঁজার বান্ডিল। ঘটনাস্থলেই উদ্ধার হওয়া গাঁজা ওজন করে দেখা যায় তার পরিমাণ ৪২ কেজি ৩০০ গ্রাম। আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা। গাঁজা ২২টি প্যাকেটে ভরা ছিল। রাতেই পুলিশ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে ওই মহিলাদের সঙ্গে থাকা দুই নাবালককে তুলে দেয়। চার মহিলাকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার বিশেষ আদালতে তুলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের অনুমতি দেন।

নিশিগঞ্জ পুরান বাজারের এই দোকানগুলো ভেঙেই হবে মার্কেট কমপ্লেক্স।

কাজ শুরু হয়নি মার্কেট কমপ্লেক্সের

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২০ মার্চ : কাজের শিলান্যাস হয়েছে বেশ কয়েকমাস হল। তবে এখনও কোচবিহার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি নিশিগঞ্জ পুরান বাজারে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ শুরু করেনি। এদিকে বর্ষা শুরু হলে আবার কাজ থমকে যাবে। তখন পুজোর মুখে কাজ শেষ করে ১০৮টি স্টল বণ্টন আদৌ সম্ভব কি না তা নিয়ে আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা। অনেকেই দোকান ভাঙার আগে ব্যবসার জন্য ভাড়া নিয়েছেন। এতে তাঁদের এখন বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এরই মধ্যে আবার নিশিগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুশান্ত মালাকার সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সুশান্তর কথায়, 'ব্যবসায়ী ও বাইরের চাপে সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছি।'

এই পরিস্থিতিতে গত রবিবার ১০৮টি দোকান ভাঙার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যায়। সবমিলিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি নিয়ে জটিলতা চরমে।

মাথাভাঙ্গা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'স্টল তৈরির বিষয়টি আমাদের না জানানোয় জটিলতা তৈরি হয়েছে। বেশ কিছু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রধানকে বলেছি বিষয়টি নিয়ে বৈঠক ডাকতে।' সমস্যা মেটাতে রবিবার ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করা হবে বলে জানিয়েছেন নিশিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রজনী বড়ুয়া। তাঁর কথায়, স্টলের আয়তন নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকায় কাজ শুরু করা যায়নি। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির অধীনে বড় বাজার নিশিগঞ্জ। ২০১৮ সালে পুরান বাজারে অর্ধেক মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। লকডাউনের ফলে বাকি কাজ আটকে যায়। সম্প্রতি নিশিগঞ্জ হাটের শেড নির্মাণ ও পুরান বাজারে ১০৮ স্টল নির্মাণের জন্য সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকারের আরআইডিএফ। এরপরই কাজের শিলান্যাস করা হয়। তবে কাজ আর শুরু হল না। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা না করে স্টলের নকশা তৈরি করা হয়েছে। আয়তনে ছোট স্টল তৈরি করা হচ্ছে। বিষয়টি বারবার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিকে জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী কৃষ্ণ সাহার কথায়, 'আমার স্টলের আয়তন কম হলেও মেনে নিয়েছি। কিন্তু ওষুধ ব্যবসায়ীদের দোকান করতে হলে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থাকতে হয়। তা না হলে লাইসেন্স টিকিয়ে রাখাই মুশকিল।'

মার্কেট কমপ্লেক্সটি কয়েকটি ব্লকে ভাগ করায় স্টলের আয়তন কমে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া, ২০১৮ সালে মার্কেট কমপ্লেক্সের জন্য জমি ছেড়েও অনেকে এখনও স্টল পাননি বলে অভিযোগ। ফলে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা।

যদিও নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার তাপস সিনহা বলেন, 'নিয়ম মেনেই স্টল তৈরি করা হবে। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেই কাজটি করা হবে।'

পাইপ ফুটো হয়ে নষ্ট হচ্ছে জল। অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে।

প্রশাসনের উদাসীনতায় বাড়ছে ক্ষোভ

পাইপ ফেটে জলের অপচয়

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২০ মার্চ : কয়েক সপ্তাহ আগে পানীয় জলের পাইপ ফেটে গিয়েছে। এর ফলে জলের যথেচ্ছ অপচয় হচ্ছে। প্রশাসনকে এব্যাপারে জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর অন্দরান ফুলবাড়ি হিমঘর সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ননীবালা বর্মন বলেন, 'মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

গরম পড়তেই চারিদিকে পরিস্রুত পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়েছে। কোথাও পাইপলাইন থাকলেও জল পৌঁছাচ্ছে না। আবার কোথাও স্থানীয় বাসিন্দারা এভাবে জলের অপচয় মেনে নিতে পারছেন না। এলাকাবাসী বুদ্ধদেব সাহার কথায়, 'হিমঘর সংলগ্ন এলাকায় দুই জায়গায় পাইপলাইন ফেটে যাওয়ায় দিনে দু'বার পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে। আমার বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। ফুটো দিয়ে আবর্জনা ও পোকামাকড় ঢুকে যেতে পারে। এর জেরে পেটের সমস্যা হতে পারে। প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই এলাকায় প্রায়ই পাইপ ফেটে জলের অপচয় হয়। পরে ঠিক করা হলেও আবার একই ঘটনা ঘটে। নিম্নমানের কাজের ফলে এই সমস্যা বলে অনেকে মনে করছেন। স্থানীয় বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী দ্রুত সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়েছেন।

তাঁর অভিযোগ, 'সঠিকভাবে পানীয় জল পরিষেবা পাওয়া যায় না। তার উপর এভাবে পাইপ ফেটে গেলে জল পৌঁছোনোর আগে শেষ হয়ে যায়। জলের গতিবেগ খুব কম। বিষয়গুলি প্রশাসনের দেখা উচিত।

সাধনায় মগ্ন।। শান্তিনিকেতনে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির অর্ঘ্য চক্রবর্তী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

টুকরো খবর

বধূর অপমৃত্যু

পুণ্ডিবাড়ি, ২০ মার্চ : শোয়ার ঘর থেকে উদ্ধার হল এক বধূর ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত পাতলাখাওয়া গ্রামের পুঁটিমারি বক্সিরবস এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম দেবী বিশ্বাস সরকার (২০)। পরিবারের সদস্যরা ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

মন্দিরে ভোগ

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ মার্চ : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধায় শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হরি মন্দির সেবা সমিতির বাৎসরিক কীর্তন ও মহাপ্রভুর ভোগের এবার ৪৫তম বর্ষ। মঙ্গলবার ভাগবত পাঠ ও অধিবাসের পর বুধবার সারাদিন তারকব্রহ্ম মহানাম সংকীর্তন হয়। বৃহস্পতিবার মহাপ্রভুর ভোগ ও মহন্ত বিদায় হয়।

নয়া সভাপতি

কোচবিহার, ২০ মার্চ : বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নতুন সভাপতি হলেন এসসি-এসটি সেলের জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র বর্মন। এতদিন তিনি ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। বুধবার রাতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে কলেজের অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে নতুন সভাপতির বিষয়ে চিঠি আসে।

গোরু চুরি

দিনহাটা, ২০ মার্চ : দিনহাটা-২ ব্লকে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও ফের গোরু চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ওই ব্লকের টিয়াদহে মনোজ বর্মনের বাড়ি থেকে দুটি গোরু চুরি হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত মনোজ এবিষয়ে থানায় অভিযোগ করেননি।

নির্মাণকাজ

পুণ্ডিবাড়ি, ২০ মার্চ : কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের কাজ বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গায়ত্রী সরকার। পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ১২০ মিটার কংক্রিটের রাস্তার নির্মাণকাজ চলছে।

পরিদর্শন

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ মার্চ : চ্যাংরাবান্ধার বিভিন্ন সীমান্ত লাগোয়া এলাকা পরিদর্শন করল ভারত-বাংলা বর্ডার ডিমার্কেশন সার্ভের একটি দল। বৃহস্পতিবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে খুঁটি বসাতে, সীমান্ত নির্ধারণ করতে ও আগের খুঁটির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন দলের প্রতিনিধিরা।

খড়ে আগুন

ফেশ্যাবাড়ি, ২০ মার্চ : ফের খড়ের গাদায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গা বাজারের পাশের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরে নিশিগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়।

রজত জয়ন্তী

দেওয়ানহাট, ২০ মার্চ : কোচবিহার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া মোক্তারউদ্দিন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা হল বৃহস্পতিবার।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের অফিসের বাইরে বিক্ষুব্ধ ঘাসফুল ও পদ্ম শিবিরের নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার।

পরস্পরের ওপর চড়াও দুই ফুল

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২০ মার্চ : বিজেপির স্মারকলিপি কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। আবাস যোজনার নামের তালিকা তৈরিতে স্বজনপোষণের অভিযোগে এদিন প্রধানের কাছে বিজেপি স্মারকলিপি দেওয়ার ডাক দেয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা নিজেদের দলীয় কার্যালয়ে জমায়েত করতে থাকে। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বিজেপি কর্মীরা বিশাল মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে আসেন। সেখানে তৃণমূলের প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বরা বচসায় জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শাসকদলের দলীয় কার্যালয়ে থাকা কর্মী-সমর্থকরা লাঠিসোঁটা নিয়ে এগিয়ে আসেন। এদিকে, বিজেপির কর্মীরাও লাঠি হাতে পালটা তেড়ে যায়। উভয়পক্ষের কর্মীরা একে অপরের বিরুদ্ধে পালটা স্লোগান দিতে থাকেন। ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশবাহিনী কোনও রকমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

বিজেপির অভিযোগ, গত ১৭ মার্চ পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে গেরুয়া শিবিরের একটি প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি নিতে যায়। কিন্তু অনুমতি দেওয়ার পরেও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপি নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেফালি রায়ের পালটা দাবি, 'স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি নিতে এসে বিজেপি নেতৃত্বরা দুর্ব্যবহার করেছে। অনুমতি ছাড়া ভিডিও করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

এই ঘটনায় একে অপরের বিরুদ্ধে বিজেপি-তৃণমূল নেতৃত্বরা পালটা তোপ দেগেছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সম্পদ তালুকদারের কথায়, 'আবাস যোজনার নামের তালিকা তৈরিতে স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে স্মারককলিপি দিতে এসেছিলাম। কিন্তু প্রধান যা করলেন তা দুর্ভাগ্যজনক। ন্যূনতম সৌজন্যবোধ তিনি দেখাননি।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক শুভঙ্কর দে পালটা জানান, বিজেপি নেতৃত্বরা স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি নিতে এসে প্রধানের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছেন। আমাদের আশঙ্কা ছিল স্মারকলিপি দেওয়ার দিন পদ্ম শিবির বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তাই এদিন আমাদের কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে জমায়েত করে। শুভঙ্করের সংযোজন, 'বিজেপি নেতৃত্বরা প্রধানের কাছে স্মারকলিপি দিতে এসেছিল। সেখানে প্রধানও গেরুয়া শিবিরের প্রতিনিধিদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে পালটা একটি দাবিপত্র তুলে দিয়েছেন।'

আবাসে ক্ষোভ

- এদিন বিজেপির কর্মীরা বিশাল মিছিল বের করে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে আসেন
- তাঁদের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি প্রধানের অফিস ঘরে প্রবেশ করেন
- সেখানে তৃণমূলের প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বরা বচসায় জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ

কৃষিজমি খুঁড়ে মাটি চুরি, ধৃত ৬

বক্সিরহাট, ২০ মার্চ : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে মেচকোকা এলাকায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। অবৈধভাবে কৃষিজমি খনন করে মাটি পাচারের অভিযোগ উঠল তাদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি ছয়টি ডাম্পারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অনেকদিন থেকে অভিযোগ উঠছে ব্লকজুড়ে মাটি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত চলছে। এতে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠছে। গোটা ঘটনায় শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার সংযোজক বিমল পালের বক্তব্য, 'স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে মাটি খনন করে অবাধে পাচার চলছে। তাই সবকিছু জেনেও নীরব ভূমিকায় প্রশাসন। এতে সমস্যা পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এ নিয়ে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সহ সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বিজেপি। ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলব।'

ওই এলাকায় দিনের পর দিন মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। অবৈধভাবে কৃষিজমি থেকে মাটি খনন করে তা ডাম্পারে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে অন্যত্র। প্রকাশ্যেই গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলছে একের পর এক মাটিবোঝাই ডাম্পার। এতে লাঙলগ্রাম-মানসাই রাজ্য সড়কের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ছে। এছাড়াও ধুলোর দাপটে অতিষ্ঠ স্থানীয়রা। প্রতিবাদ করলে মাটি মাফিয়াদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। ওই গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'মাটিবোঝাই ডাম্পারগুলি গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলাচল করায় রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে। এত পরিমাণে ধুলো উড়ছে যে নাজেহাল সকলেই। আমরা একাধিকবার ভূমি সংস্কার দপ্তরে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বললেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।' ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক স্বপনকুমার হাঁসদার বক্তব্য, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজস্ব কর দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। তবে আমরা আরও বেশি করে নজরদারি চালাব।'

কারাদণ্ড

দিনহাটা, ২০ মার্চ : নাবালিকা নির্যাতনের মামলায় দিনহাটা আদালত এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল। প্রায় চার বছর ধরে আদালতে এই মামলা চলছিল। বৃহস্পতিবার এডিজে রমেশকুমার প্রধানের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। আদালত বছর ৪০-এর অশোকচন্দ্র সরকারকে দোষী চিহ্নিত করে সাজা ঘোষণা করে। দোষীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তার ২০ হাজার টাকার জরিমানা ধার্য হয়েছে। অনাদায়ে বিচারক আরও তিন মাসের জেলের নির্দেশ দেন।

সমাধানে শুধুই আশ্বাস

ক্ষতিপূরণ থেকে পানীয় জল। রাস্তা থেকে নদীভাঙন। সবক্ষেত্রেই মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলেন শুধুই আশ্বাস। শুনলেন জাকির হোসেন।

জনতার চার্জশিট

জনতা : কয়েক বছর আগে বিধ্বংসী ঝড়ে মোয়ামারির বিস্তীর্ণ এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। অথচ সেই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের টাকা আজও অধরা। তাঁদের মধ্যে অনেকের আবাসের তালিকাতেও ঠাঁই হয়নি। তাঁরা কি আদৌ ঘর পাবেন?

প্রধান : ক্ষতিগ্রস্তরা এখনও আর্থিক সহায়তা পাননি। তাঁরা যাতে ঘর পান সেজন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে দরবার করব।

জনতা : মোয়ামারির সর্বত্র এখনও পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছোয়নি। কল থাকলেও জল মেলে না বলে অভিযোগ। কবে জল পাবেন এখানকার নাগরিকরা?

প্রধান : পিএইচই জলাধার তৈরি করেছে। এখনও পানীয় জলের সংযোগ দেয়নি। দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে জানানো হয়েছে। আশাকরি কিছুদিনের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে।

জনতা : এলাকার একাধিক পাকা ও গ্রাভেল রাস্তার বেহাল দশা। প্রতিনিয়ত চলাচলের সময় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নাগরিকদের। রাস্তা কবে সারাই করা হবে?

প্রধান : কিছু পাকা রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে সংস্কারের জন্য আবদার করেছি। এছাড়াও পথশ্রী প্রকল্পে কিছু কাঁচা রাস্তা পাকা করার প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হয়েছে। পাকা হলে সমস্যা থাকবে না।

জনতা : তোর্ষা তীরবর্তী এলাকায় নদীভাঙনের সমস্যা রয়েছে। যেজন্য আবাদি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। কবে বাঁধ পাবেন স্থানীয়রা?

প্রধান : এলাকায় নদীভাঙনের মতো সমস্যা রয়েছে। সেচ দপ্তর একটি বাঁধ নির্মাণ করেছে। আরও বাঁধ নির্মাণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদ্বির করব।

জনতা : গ্রামীণ কৃষি নির্ভরশীল এলাকায় ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প গড়ে ওঠেনি। প্রান্তিক চাষিরা কবে এই সুবিধা পাবেন?

প্রধান : চাষিদের জমিতে সৌর-সেচ হলে তাঁরা উপকৃত হবেন। এব্যাপারে নিশ্চয়ই উদ্যোগী হব।

জনতা : তোর্ষা তীরবর্তী প্রত্যন্ত আঠারোকোটার গাড্ডারপাড়ে মরাতোর্ষার উপর জয়েন্ট ব্রিজ নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। কবে সেটি নির্মাণ করা হবে?

প্রধান : সেতু নির্মাণের জন্য বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের নজরে নিয়ে আসব।

জনতা : সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে থাকে। জনবহুল এলাকায় পথবাতির সমস্যা রয়েছে। কবে এই সমস্যা মেটানো হবে?

প্রধান : অধিকাংশ জনবহুল এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ বাতি বসানো হয়েছে। আরও কিছু জায়গায় লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

জনতা : এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের একাধিক রাস্তার পিচের চাদর উঠে বেহাল দশা। কবে সংস্কার হবে?

প্রধান : রাস্তাগুলি সারাই করা প্রয়োজন। এনিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জেলা পরিষদে কথা বলব।

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স। পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কবে সারাই করা হবে?

প্রধান : অ্যাম্বুল্যান্সটি সারাই করতে অর্থের প্রয়োজন। এব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রিনা দাস
প্রধান, মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েত

একনজরে

ব্লক : কোচবিহার-১
মোট সংসদ : ১৬ জন
মোট বুথ সংখ্যা : ১৫
জনসংখ্যা : ২৪ হাজার ৪০০ জন (২০১১ *সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন : ৩৬ বর্গকিলোমিটার

কালভার্ট সম্প্রসারণের দাবিতে অবরোধ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২০ মার্চ : রাস্তার মাঝে সংকীর্ণ কালভার্ট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় রয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু কালভার্ট সম্প্রসারণ না করে রাস্তা সংস্কারে হাত দেয় প্রশাসন। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে এবার পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য কাশিয়াবাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে সাময়িকভাবে কাশিয়াবাড়ি-বড়েরডাঙ্গার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মেলায় কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য অবরোধ উঠে যায়। তবে দাবি পূরণ না হলে রাস্তা সংস্কারের কাজ বন্ধ করে আন্দোলন শুরু করার হুঁশিয়ারি দেন বাসিন্দারা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, রাস্তার সংকীর্ণ কালভার্টের জন্য এলাকার জমা জল বের হতে পারে না। ফলে প্রতিবছর বর্ষায় গ্রামের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি প্লাবিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আব্দুল হামিদের বক্তব্য, আমাদের গ্রামের ঠিক পূর্ব দিকে রেলের একটি সেতু তৈরি করা হয়েছে। তার জেরে রেললাইনের পূর্ব প্রান্তের বিস্তীর্ণ এলাকার জমা জল নতুন ওই সেতু দিয়ে গ্রামে ঢুকে যায়। এতেই সমস্যার সূত্রপাত। সেই জল বের হওয়ার জন্য কাশিয়াবাড়ি-বড়েরডাঙ্গা সড়কের রেলগুমটি সংলগ্ন এলাকায় একটি কালভার্ট রয়েছে। কিন্তু রেলের সেতুর তুলনায় কালভার্টটি অনেক সংকীর্ণ। সেই কালভার্ট দিয়ে এলাকার জমা জল বের হওয়া সম্ভব হয় না।

বিক্ষোভে শামিল বিকাশ রায়ও একই কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, এই কালভার্ট দিয়ে জমা জল বের হওয়া সম্ভব নয়। ফলে বর্ষাকালে গ্রামের প্রায় দেড়শো বাড়ি ও কৃষিজমি প্লাবিত হয়। বাড়ির উঠোনে হাঁটুসমান জল জমে যায়। গত তিন বছর ধরে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। অথচ রেলের ওই সেতু তৈরির আগে কোনওদিন এলাকা প্লাবিত হয়নি। একই অভিযোগ মোহাম্মদ ইসলাম, ফুলেন রায়দের।

ক্ষুব্ধ মহম্মদ সফিকুল বলেন, জমা জল অনেক সময়ে রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে যায়। এতে রাস্তার পিচের চাদর উঠে পাথর বেরিয়ে যায়। বিভিন্ন অংশে ধস নেমে রাস্তাটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এলাকার জমা জল বের করার ব্যবস্থা না করে রাস্তাটি সংস্কার করা হলে বর্ষায় ফের রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এলাকার বাসিন্দা দীপু রায় বলেন, ইতিমধ্যে বিষয়টি বিডিও, জেলা পরিষদ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের নজরে আনা হয়েছে।

উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনখুশি সরকার মণ্ডলের বক্তব্য, বিষয়টি ইতিমধ্যে জেলা পরিষদের নজরে আনা হয়েছে। এলাকার সমস্যার বিষয়ে খোঁজখবর নিতে ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিডিও রেনজি লামো শেরপা।

পোস্টার হাতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।

গ্রামবাসীদের ক্ষোভ

রাস্তার সংকীর্ণ কালভার্টের জন্য এলাকার জমা জল বের হতে পারে না। ফলে প্রতিবছর বর্ষায় গ্রামের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি প্লাবিত হয়।

প্রধানের দাবি

বিষয়টি ইতিমধ্যে জেলা পরিষদের নজরে আনা হয়েছে।

কুনকিদের ঘেরাটোপে পিলখানায় ফিরল রামি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ মার্চ : চারদিন পর গরুমারার নিখোঁজ হাতি রামিকে পিলখানায় ফেরাতে সক্ষম হল বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার গরুমারার অন্তত ১০টি কুনকি হাতি দিয়ে ঘিরে রামিকে ফেরানো হয় পিলখানায়। গর্ভবতী রামিকে সুস্থ অবস্থায় ফেরাতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বনকর্তারা।

গরুমারার মাদি কুনকি হাতি রামির বয়স ২২। ছোটবেলায় মেদিনীপুর জঙ্গলে সে দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তাকে উদ্ধার করে আনা হয় জলদাপাড়ায়। কয়েকদিন সেখানে রাখার পর তাকে নিয়ে আসা হয় গরুমারায়। ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে কুনকি হাতি তৈরি করে বন দপ্তর। জঙ্গল পাহারা থেকে লোকালয়ে কোনও বন্যপ্রাণী বেরিয়ে এলে তাকে ফেরত পাঠানোর মতো কাজ একাধিকবার দক্ষতার সঙ্গে করেছে রামি। তবে এর আগেও নিজের পিলখানা ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে থাকার রেকর্ড রয়েছে তার।

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেন, 'যতই প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কুনকি হাতিদের আটকে রাখা হোক না কেন, সুযোগ পেলেই জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এদের মধ্যে দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গায় থাকা কুনকি হাতিদের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে বারবার। রামির ক্ষেত্রে চিন্তার বিষয় ছিল সে গর্ভবতী। জঙ্গলে যখন কোনও বুনো হাতি প্রসব করে তখন তাকে দলের অন্যান্য হাতিরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। তবে রামি যেহেতু কুনকি হাতি সেক্ষেত্রে তার বিপদ ছিল বেশি। কোনও কারণে জঙ্গলে রামি সন্তান প্রসব করলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারত।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, রামিকে আগে থেকেই সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা হয়েছিল। প্রতিদিনের মতো রবিবারও তাকে মূর্তি নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিল তার মাহুত। ফেরার সময় হঠাৎই মেজাজ বিগড়ে যায় রামির। মাহুত কোনওকিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে রেখে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায় রামি। তারপর থেকেই শুরু হয় রামিকে খোঁজার পালা। গত কয়েকদিন ধরেই দিনরাত এক করে রামিকে জঙ্গল থেকে পিলখানায় ফেরত আনার চেষ্টা করে যাচ্ছিল বন দপ্তর। কিন্তু তার কাছেপিঠে বনকর্মী, মাহুত অন্য কুনকি হাতিরা গেলেই সে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাই গত কয়েকদিন ধরে তাকে দূর থেকে অন্য কুনকি হাতি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল।

তবে বৃহস্পতিবার রামশাইয়ের মেদলা ক্যাম্প থেকে জলঢাকা নদী পেরিয়ে নাথুয়ার জঙ্গলের কাছাকাছি এলাকায় অপারেশন শুরু করে বন দপ্তর। ১০টি কুনকি হাতি নিয়ে রামির চারপাশের বৃত্ত ক্রমশ ছোট করে আনা হয়। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় এদিন দুপুরে তাকে ফিরিয়ে আনা হয় পিলখানায়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, তাকে ফিরিয়ে আনার পর পশু চিকিৎসক দিয়ে তাকে পরীক্ষাও করা হয়েছে। দিনকয়েক তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'রামির পিলখানা ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর আগেও সে এভাবে চলে গিয়েছিল। বর্তমানে রামিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ফিরে আসার পর এখন কবে রামি সুস্থভাবে প্রসব করে সেদিকেই নজর রাখা হচ্ছে।'

স্পিভাকের চিঠি

আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর তরফে পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তার জবাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি দিলেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক সাহিত্যিক ও দার্শনিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক।

ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু

বুধবার নিউটাউনে বহুতল থেকে ঝাঁপ দেওয়া তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর বৃহস্পতিবার মৃত্যু হল। তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তিনি মারা যান।

মামলা

ওবিসি চিহ্নিত করতে নতুন করে সমীক্ষা শুরুর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন এক আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন।

দিলীপের আর্জি

৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেনে আইপিএল ম্যাচ রয়েছে। ওই ম্যাচের দিন পরিবর্তনের জন্য সিএবিকে চিঠি দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রামনবমীর শোভাযাত্রার জন্য দিন পরিবর্তনের আর্জি।

বিরোধীদের ‘গণশত্রু’ বলে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ২০ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ নিয়ে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচুর ট্রোলও হয়েছিল। লন্ডন সফরে যাওয়ার আগের দিন বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে এই নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের গণশত্রুর সঙ্গে তুলনা করে মমতা বলেন, ‘প্রয়োজনে আমাকে অসম্মান করুন। কিন্তু বাংলার মাকে অসম্মান করবেন না। মনে রাখবেন, আমি যখন দেশের বাইরে যাই, তখন আমি ভারতবাসী হিসেবে যাই। আমাকে অপমান করা মানে দেশমাতৃকাকে অপমান করা।’

বিদেশের মাটিতে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এতে তো আমিই বেশি প্রচার পাব। মনে রাখবেন ঈর্ষার কোনও ওষুধ নেই। এদের জবাব মানুষ দেবে।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরোধীদের এই ‘কুৎসা’র জবাব দিতে গিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, ‘আমাদের দেশের কোনও নেতা যখন বাইরে যান, তখন আমরা কোনও কুৎসা করি না। কিন্তু এটা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই যে, বিরোধী শিবির থেকে ই-মেল করে আমার নামে বদনাম করা হয়েছে। আমার হাতে সেইসব ইমেল এসেছে। যাঁরা এসব করছেন, তাঁরা জেনে রাখুন, আমাদেরও অনেকে বিদেশে থাকেন। আমরাও অনেক কুৎসা করতে পারি। কিন্তু আমরা সেসব করি না। বিদেশের মাটিতে দেশের সম্মান সবার আগে।’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পাননি বলে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি কলেজে তিনি ভাষণ দিতে যাচ্ছেন বলেও দাবি করেছিল বিরোধীরা। কিন্তু এদিন মমতা বিরোধীদের পালটা নিশানা করে বলেন, ‘গণশত্রুরা কী ভাবেন? বিদেশের মাটিতে আমাদের কেউ পরিচিত নেই? চাইলে আমরাও এমন পন্থা নিতে পারি। কিন্তু তাতে বাংলারই অসম্মান হবে।’ বিরোধীদের এই কুৎসার জবাব বাংলার মানুষ দেবে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৫ সালে আমি যখন সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম, তখনও এই ধরনের অপপ্রচার করা হয়েছিল। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। আবার ২০২৫ সালে এই অপপ্রচার করা হচ্ছে। বাম, উগ্র বাম ও সাম্প্রদায়িক শক্তি এসব করছে। ২০২৬ সালে মানুষ এর জবাব দেবে। গণশত্রুদের বলব, আমাদের এই সফরকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়পত্র দিয়েছে। আমি যতবার বাইরে গিয়েছি, কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র নিয়েই গিয়েছি।’

বিদেশের মাটিতে মুখ্যমন্ত্রীকে বিক্ষোভ দেখানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিদেশের মাটিতে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এতে তো আমিই বেশি প্রচার পাব। মনে রাখবেন ঈর্ষার কোনও ওষুধ নেই। এদের জবাব মানুষ দেবে।’

বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্যও টেনে আনেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নীতি আয়োগের একটি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বিদেশ সফর প্রয়োজন রয়েছে। তাতে দেশের লগ্নি টানা যায়। আমি প্রধানমন্ত্রীর সেই কথা সম্মান জানিয়েই যাচ্ছি।’

বারুইপুরে বিরোধী দলনেতার সভায় বিক্ষোভের জের

অধিবেশন শুরু হতেই ধুন্ধুমার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : বুধবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্র বারুইপুরে সভা করতে গিয়ে তৃণমূলকর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্র বারুইপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিবৃতি দাবি করে প্রস্তাব রাখেন বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। কিন্তু অধ্যক্ষ সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় ফের তুমুল ধুন্ধুমার হল বিধানসভায়। পকেট থেকে কালো রুমাল বের করে পতাকা হিসেবে ব্যবহার করে ‘বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই’ স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার কার্যক্রমের কাগজ ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পালটা স্লোগান দিতে শুরু করেন শাসকদলের বিধায়করা। দু-পক্ষের মধ্যে প্রায় ৩৫ মিনিট তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিধানসভার বাইরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পোড়ানো হয় অধ্যক্ষের কুশপুতুল।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অধ্যক্ষ বলেন, ‘বিধানসভার গরিমাকে নষ্ট করছেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার বাইরে ঘটে যাওয়া কোনও বিষয় আলোচনায় আনা যায় না।’ পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিধানসভায় অধ্যক্ষের নাম করে তাঁর ইস্তফা চাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার।’ বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেছেন, ‘বারুইপুরে বিরোধী দলনেতার প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। এর আগে আমাকে মার্শাল দিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিনও আমরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিনি। কিন্তু বিরোধী দলনেতার ওপর যেভাবে প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে, তার প্রতিবাদেই আমরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।’

কালো পতাকা দেখিয়ে পদ্ম বিধায়কদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার।

এদিন অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্রই উত্তপ্ত হতে শুরু করে বিধানসভা। বিজেপি বিধায়করা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল পেশ করছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিজেপি বিধায়কদের চিৎকারে বারবার ভাষণ থামিয়ে দিতে বাধ্য হন চন্দ্রিমা। বিজেপি বিধায়কদের রণংদেহি মূর্তি দেখে বিধানসভার কর্মীরা অধ্যক্ষের চেয়ার ঘিরে রেখে দেন। চন্দ্রিমার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন শংকর ঘোষ। চন্দ্রিমা বলেন, ‘এইভাবে বিধানসভার কাজকে আপনারা বিঘ্ন করতে পারেন না।’ শংকর তখন বলেন, ‘বারুইপুরে বিরোধী দলনেতার সভায় যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিরোধী দলনেতা সহ ৫০ জন বিধায়কের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল।’ জবাবে চন্দ্রিমা বলেন, ‘এইভাবে আপনারা গণতন্ত্রের চেয়ারে বসতে পারবেন না। আপনারা গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করুন।’ অধ্যক্ষ তখন তাঁর আসনে বসে বলেন, ‘ওঁরা আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। এখনই ক্ষমতার স্বাদ চাইছেন।’ বিধানসভার অধিবেশন থেকে বেরিয়ে বাইরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। তাঁরা অধ্যক্ষের কুশপুতুল পোড়ানোর পাশাপাশি কাগজ ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখান। এরপর এদিন আর অধিবেশন কক্ষে তাঁরা যাননি। এবারের প্রস্তাবিত বাজেট ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল (১) ও (২) এদিন ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়। বিরোধী একমাত্র বিধায়ক আইএসএফ-এর নৌশাদ সিদ্দিকী অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেও বাজেট ও অপ্রোপ্রিয়েশন বিলের বিরোধিতা তিনি করেননি। তবে ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েননি নৌশাদ। তিনি বলেন, ‘প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যেভাবে গোটা বাজেট অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকল, তা অনভিপ্রেত। বিরোধী দল বিরোধিতা করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনায় অংশ নেওয়া উচিত ছিল।’

শুভেন্দুর আশা ১৮০

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ মার্চ : ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে ১৮০ আসন জেতার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তমলুকে প্রতিবাদ মিছিলের শেষে শুভেন্দু বলেন, ‘লোকসভা ভোটে এই জেলার ২টি লোকসভা আসনই নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দিতে পেরেছি। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে অন্তত ১৮০টি আসনে বিজেপি জিতবে।’ বারুইপুর কাণ্ডের জেরে এদিন রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে বিজেপি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে তমলুকে মিছিল করেন শুভেন্দু।

বিধানসভার অধিবেশন থেকে বিজেপি বিধায়কদের অনৈতিকভাবে সাসপেন্ড করে রাখার অভিযোগ তুলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্র বারুইপুরে বুধবার মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়েই বিরোধী দলনেতাকে তৃণমূলি হামলার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। বুধবারের সেই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন রাজ্যজুড়ে ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। তমলুক জেলা বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত সেই মিছিলে এদিন নেতৃত্ব দেন শুভেন্দু নিজেই।

সেখানে শুভেন্দু বলেন, ‘রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায় তৃণমূল। একদলীয় শাসন কায়েম করতে চায় রাজ্যে। সেই কারণেই বিধানসভা ও বিধানসভার বাইরে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই এই হামলা। রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফেরাতে হলে এই সরকারকে উচ্ছেদ করতে হবে। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি রাজ্যে অন্তত ১৮০ আসন জিতে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়বে।’

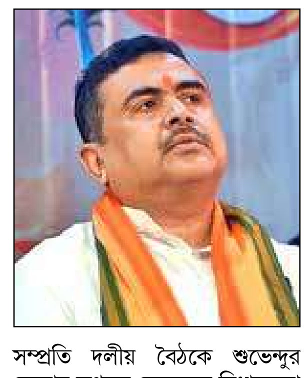

সম্প্রতি দলীয় বৈঠকে শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল নেতৃত্বকে বিধানসভা ভোটে অন্তত ১২টি আসন জেতার লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে এদিন শুভেন্দুর এই দাবি।

’২৬-এর ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণের কৌশলে রাজ্যে ক্ষমতা দখলই লক্ষ্য পদ্মের। সেক্ষেত্রে একশো শতাংশ হিন্দু ও সংখ্যালঘু ভোটের বিভাজন না হলে এই লক্ষ্য কার্যত অসম্ভব। তবে ধর্মের ভিত্তিতে ভোটের বিভাজনের লক্ষ্যেই যে এগোতে চান শুভেন্দু, এদিনের মিছিল থেকে তা আবারও স্পষ্ট হয়েছে। বিজেপি বিধায়কদের সাসপেন্ডের প্রতিবাদ মিছিলে আরও বেশি বেশি করে নজরে পড়েছে ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই ’২৬-এ বিজেপি চাই’ লেখা প্ল্যাকার্ড।

এদিন শুধু তমলুকই নয়, বিরোধী দলনেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা মিছিল হয়েছে সর্বত্র। কলকাতার বরানগরে সজল ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সামনে পৌঁছোলে বারুইপুরের মতোই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপির মিছিলের জেরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। হুগলির চুঁচুড়াতেও আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিজেপি।

ওয়াকআউট নিয়ে বেসুরো বিজেপির বঙ্কিম

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বয়কট করা নিয়ে বিজেপি পরিষদীয় দলের মধ্যেই এবার প্রশ্ন উঠল। চলতি অধিবেশনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ মোট প্রায় ৮টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বাজেট বিতর্কে গরহাজির থেকে বিধানসভার বাইরে ধর্না-বিক্ষোভের মতো প্রতিবাদে শামিল হয়েছে বিজেপি। পরিষদীয় দলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের বিধায়কদের মধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার তারই প্রমাণ মিলল চাকদার বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষের কথায়। তিনি বলেন, ‘আমি বলব, এটা আমাদের ভুল হয়েছে। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজেট বিতর্কে অংশ না নেওয়া সঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। অধিবেশন বয়কট না করে অন্য কোনও ভাবে আমাদের প্রতিবাদ জানালে ভালো হত।’ সংবাদমাধ্যমে বঙ্কিমের এই বার্তা যাওয়ার পরই অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। ‘বেফাঁস’ মন্তব্যের জন্য সতর্ক হয়ে যান বঙ্কিম নিজেও।

দ্বিতীয় দফার বাজেট অধিবেশনে বিভাগীয় দপ্তরের বাজেট অনুমোদনকে ঘিরে বিতর্কের শুরুতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির ৪ বিধায়ককে সাসপেন্ড করেছিলেন অধ্যক্ষ। শুভেন্দু অধিকারীর সাসপেনশনের মেয়াদ ছিল ১৭ মার্চ পর্যন্ত। বিরোধী দলনেতা সহ দলীয় বিধায়কদের বিরুদ্ধে এই শাস্তির প্রতিবাদে বাজেট অধিবেশন বিতর্কে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি পরিষদীয় দল। ফলে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত, পুর ও নগরোন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বাজেট বিতর্কে অংশই নেয়নি দল। দলীয় বিধায়কদের একাংশের মতে, ‘সরকারের প্রস্তাবিত নীতির সমালোচনা ও ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়ার জন্যই বাজেট বিতর্কে অংশ নেওয়া দরকার ছিল। বিধানসভার বাইরে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনা বিধানসভায় নথিভুক্ত করা বিরোধীদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন না করে অধিবেশন বয়কট চালিয়ে যাওয়ায় আমরা সুযোগ হারালাম।’ এদিন চাকদার বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, ‘মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন তাঁদের কথা বলার জন্য। অধিবেশনের পুরো সময়টা বিধানসভায় না থেকে আমরা যদি বাইরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করি তাহলে বোধহয় সঠিক ভূমিকা আমরা পালন করতে পারব না। আমি বলব এটা আমাদের ভুলই হয়েছে। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো দপ্তরের বাজেটে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিধানসভায় আমাদের যে ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল তা আমরা করতে পারিনি। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পরিষদীয় দলনেতার সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হবে।’ যদিও এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই চাপে পড়ে মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হন বঙ্কিম। পরিষদীয় দলের কাছে এই মন্তব্যকে ‘ব্যক্তিগত’ বলে দাবি করলেও তা ধোপে টেকেনি। তবে বিজেপি পরিষদীয় দলের একাংশের মতে, চাকদার বিধায়ক প্রকাশ্যে যা বলেছেন, তা দলের অনেক বিধায়কেরই মনের কথা। বঙ্কিম শুধু বিধায়ক নন, তিনি বাম জমানায় প্রাক্তন মন্ত্রীও ছিলেন। তাই হয়তো পরিষদীয় রাজনীতিতে ধারাবাহিকভাবে এই বয়কটের রাজনীতিকে সমর্থন করতে পারেননি।

সরকার চালাবে মন্ত্রী ও অফিসারদের টাস্কফোর্স

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিদেশ সফরে গেলে প্রতিবারই কয়েকজন মন্ত্রী ও অফিসারকে ভার দিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবারই আটদিনের সফরে লন্ডন যাচ্ছেন মমতা। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও যাচ্ছেন। এই সময়কালে রাজ্যের যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ মন্ত্রী ও পাঁচ অফিসারকে নিয়ে ওই কমিটির ১০ জন সদস্য রোজ নবান্নে বসবেন।

এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মুখ্যসচিবের ফোন রোমিং করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ করা যাবে। তা সত্ত্বেও ১০ জনকে আমি দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। কোনও সমস্যা হলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।’

ওই কমিটিতে রয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিবেক কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত মিশ্র, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম। তবে শুধু প্রশাসনিক ভার নয়, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে দলের সমস্ত দিক দেখার দায়িত্ব দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ‘নীতিগত বা বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমি দেশে না থাকলেও লন্ডন থেকেই প্রতি মুহূর্তে রাজ্যের খবর রাখব।’

বিশ্ব চড়ুই দিবসে। বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

শোভনদেব ও নির্মলকে সতর্কবার্তা

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিধানসভায় বিধায়ক ও মন্ত্রীদের উপস্থিতির হার নিয়ে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও বিধানসভায় বিধায়ক ও মন্ত্রীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়। বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণে অধ্যক্ষ এই নিয়ে ফের রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে কড়া ভাষায় সতর্ক করলেন।

অধ্যক্ষ উপস্থিতির হার নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করে বলেন, ‘অধিবেশনের প্রথমার্ধে উপস্থিতির হার এতই কম থাকে যে, দেখে লজ্জা লাগে। কোনও কোনও দিন ভাবি, মার্শালকে ডেকে মাথা গুনিয়ে দেখি কতজন আছেন। মাথায় রাখতে হবে, নির্দিষ্ট সংখ্যক বিধায়ক ও মন্ত্রী উপস্থিত না থাকলে কোরাম হবে না। সেক্ষেত্রে বিধানসভা চলতেও পারে না।’

ক্ষোভের সঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, ‘আমি এর আগে এই নিয়ে বারবার সতর্ক করেছি। কিন্তু দেখেছি, প্রথমার্ধে খুব কম সংখ্যক বিধায়ক ও মন্ত্রী আছেন। ৩০ জন বিধায়ক ও সাতজন মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতেই হয় বিধানসভায়। তা না হলে কোরাম হয় না। আমি আশা করব, পরবর্তী অধিবেশনে এই ব্যাপারে পরিষদীয় মন্ত্রী ও মুখ্যসচেতক আরও বেশি সতর্ক হবেন।’

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে ও বাজেট অধিবেশনে পরিষদীয় দলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও বিধানসভায় উপস্থিতি নিয়ে বিধায়কদের বারবার সতর্ক করেছিলেন। বিধায়ক বা মন্ত্রীরা অনুপস্থিত হলে আগে থেকে তার কারণ মুখ্যসচেতককে জানানো বাধ্যতামূলক বলেও

বিধানসভায় অনুপস্থিত

জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরও অধিবেশনে শাসকদলের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের উপস্থিতির নিয়মানুবর্তিতা সঠিক নেই। এবারের অধিবেশনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁদের ধন্যবাদও জানান অধ্যক্ষ। মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে আমরা ফের সতর্ক করে দেব।’

অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ

কলকাতা, ২০ মার্চ : বিজেপি বিধায়ক ও রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পলের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করার অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠানো হল। সম্প্রতি মেদিনীপুরের বাসিন্দা জনৈক শ্যামল রায় এই চিঠি দিয়েছেন। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর আসন থেকেই বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন অগ্নিমিত্রা। চিঠিতে শ্যামলের অভিযোগ, লোকসভা ভোটের সময় প্রার্থী হতে কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় প্রকৃত সম্পত্তি চেপে গিয়েছিলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর দাবি, অন্তত সাড়ে ৩ কোটি টাকার সম্পত্তির কথা উল্লেখ করেননি অগ্নিমিত্রা তাঁর হলফনামায়।

অভিযোগ, অগ্নিমিত্রার দেওয়া নথিতে তাঁর বালিগঞ্জে ১৩০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাটবাড়ি যা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রয়েছে, তার কোনও উল্লেখ করেননি অগ্নিমিত্রা। এব্যাপারে অগ্নিমিত্রা জানিয়েছেন, এবিষয়ে তাঁকে কমিশন বা কোনও তরফ থেকেই কোনও কিছু জানানো হয়নি। জানতে পারলে তার জবাব দেব। বিজেপির মতে, রাজনৈতিক কারণেই বেনামে তৃণমূল এই অভিযোগ করেছে।

অনিশ্চিত নিগম

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ মার্চ : বছর খানেকের বেশি আগে রাজ্য মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই নিগম তুলে দেওয়ার। কিন্তু কাজ ছাড়াই এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। নতুন কোনও কাজই নেই নিগমের হাতে। পুরোনো দুটি প্রকল্পের কাজ নিয়েই চলছে কর্পোরেশন। অথচ রাজ্যের পূর্ত ও সড়ক দপ্তরের চাপ কমাতে এক দশকের বেশি আগে রাজ্যজুড়ে সড়ক উন্নয়নের কাজে গড়া হয়েছিল এই নিগম। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ প্রায় জনা পঞ্চাশেক অফিসার ও কর্মচারী নিয়ে পরিকাঠামোও গড়া হয়েছিল। কাজের উপযোগী পরিকাঠামো থাকলেও সড়ক নির্মাণ, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ সহ উন্নয়নের কাজ দিনে দিনে কমতে থাকায় এক বছর আগে রাজ্য মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নেয়, হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন তুলে দেওয়া হবে। পূর্ত ও পূর্ত সড়ক দপ্তরই আবার সব কাজের সামাল দেবে।

বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে খবর, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত থাকলেও নিগমের অবলুপ্তি এখনও হয়নি। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার ও কর্মচারীদের কাজের চাপও নেই। অথচ নতুন সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের চাহিদা রয়েছে। বহু জায়গায় স্থানীয় মানুষের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। অনেকেই মনে করছেন, সরকারের গড়া এই নিগমকে কাজে লাগানো হলে একাধিক সমস্যার সুরাহা সম্ভব হত। নবান্ন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে রাজ্য হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের হাতে মাত্র দুটি প্রকল্পের কাজ রয়েছে। কল্যাণীর কাছে গঙ্গার ওপর সেতু নির্মাণ ও বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ। নতুন কোনও প্রকল্পের কাজই আসেনি তাদের হাতে। রাজ্যের পূর্ত ও সড়ক দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে এদিন জানালেন, অন্তত ১০ থেকে ১২টি প্রকল্পের কাজ একসঙ্গে হাতে নেওয়ার পরিকাঠামো রয়েছে কর্পোরেশনের।

পার্থর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন জামাইয়ের মামা

কলকাতা, ২০ মার্চ : প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে চিঠি দিয়েছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। কোনও কিছুর সাহায্য ছাড়া তিনি দাঁড়াতে পারছেন না। কী কারণে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা, তা জানতে মেডিকেল বোর্ড গঠন করতে বলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এসএসকেএম ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে আবার সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। পার্থর বিরুদ্ধে তাঁর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের মামা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর বয়ান রেকর্ড করেছেন ইডি আধিকারিকরা। এদিকে, জামাই যে অভিযুক্ত নন এদিন আদালত তা গ্রাহ্য করেছে।

ক্রিকেটে দিলীপের সঙ্গী তন্ময়

কলকাতা, ২০ মার্চ : ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে আবার একমঞ্চে বাম-বিজেপি। বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের দাসপুরে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে একইসঙ্গে অংশ নিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও সিপিএমের সাসপেন্ড হয়ে থাকা নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। বিধানসভা ভোটের আগে বাম ও বিজেপির দুই নেতার একমঞ্চে আসার ঘটনায় নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

এদিন দিলীপের কর্মসূচিতে ছিল একটি ফুটবল ও একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দাসপুরের হরিরামপুরের একটি ক্লাবের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এদিন কখনও দিলীপ ব্যাট করছেন তো উইকেটকিপিং করেছেন তন্ময়। আবার কখনও উইকেটকিপার দিলীপ, ব্যাট করেছেন তন্ময়। যা দেখে রাজনীতির কারবারিরা ভ্রূ-কুঁচকে তাকাচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন, তাহলে কি এবার বাম থেকে রামে যোগ দিতে চলেছেন তন্ময়? লোকসভা ভোটের সময় এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে গর্হিত আচরণ করার অভিযোগ ওঠে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। এরই মধ্যে তন্ময়কে সাসপেন্ড করেছে তাঁর দল সিপিএম। এই আবহে সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় গেরুয়া শিবিরের বুক স্টলে তন্ময়ের দেখা মিলেছিল। তার জেরেই তন্ময়ের বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল। যদিও সেইসময় সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন তন্ময়। তারপর এদিন আবার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দিলীপের পার্টনার হয়ে নতুন করে জল্পনা উসকে দিলেন তিনি। যদিও উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের এই টুর্নামেন্টে শুধু সিপিএম - বিজেপি নয়, তৃণমূলকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘আমিও জানতাম না তন্ময় ওখানে খেলতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে তন্ময়কে দেখি। ভালোই হল পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখাও হল, খেলাও হল। এরমধ্যে রাজনীতি বা দলবদলের কোনও সম্ভাবনা নেই।’ দিলীপের মতে, আমাদের রাজ্যে এই রাজনৈতিক শুচিবাইয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছিল বামেরাই। এখন তৃণমূল তার উত্তরসূরি।

দিলীপ বলেন, ‘আমার কাছে রাজনীতি রাজনীতির জায়গায়। সিপিএম বা তৃণমূল বলে তাঁর সঙ্গে চা খাওয়া যাবে না, ক্রিকেট খেলা যাবে না, এটা হতে পারে না।’ তন্ময়ের সঙ্গে অবশ্য যোগাযোগ করা যায়নি।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০০ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ চৈত্র ১৪৩১

অনগ্রসরতা ও রাজনীতি

ওবিসি (আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস) মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। মামলাটি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত। রাজ্য সরকারের দেওয়া লক্ষাধিক ওবিসি শংসাপত্র হাইকোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। এতে ওবিসি হিসাবে নানা সুযোগসুবিধার অধিকারীরা হঠাৎ আতান্তরে পড়েছেন। সরকারেরও বিড়ম্বনার শেষ নেই। এক বছর পরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সমস্যাটির হিল্লে না হলে ওবিসিভুক্তরা বেঁকে বসতে পারেন। অর্থাৎ ওবিসি'দের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ছাপিয়ে রাজ্য সরকারের তাগিদটা রাজনৈতিক।

তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অন্য রাজনৈতিক দল, এমনকি ধর্মীয় সংগঠনগুলিরও হেলদোল নেই। লক্ষাধিক শংসাপত্র বাতিল মানে ওই সম্প্রদায়গুলির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও অনিশ্চয়তা। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সংরক্ষণে জটিলতার আশঙ্কা। সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে দেশজুড়ে হইচই চলছে। বিরোধীরা প্রতিবাদী। যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠালেও কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি পাশ করাতে মরিয়া। ধর্মীয় সংগঠনগুলিও সভা-মিছিল করে বিলটির বিরোধিতায় সরব।

ওবিসি শংসাপত্র বাতিল নিয়ে কিন্তু সেই তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। হাইকোর্টের ওই শংসাপত্র বাতিলের রায়ে আসলে ক্ষতি বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের। কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলিও এ নিয়ে প্রতিবাদে তেমনভাবে এগিয়ে আসছে না। অথচ এটা তো ঘটনা যে সাচার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ওবিসি সংরক্ষণের কারণে পশ্চাৎপদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে কিছুটা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তাতে এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছোট হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠছিল।

আলোকপ্রাপ্ত এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে হিন্দুর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মুসলমান ছিল। শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বেনিয়মের অভিযোগ ছিল বলেই হাইকোর্ট বাতিল করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় সংগঠনগুলি রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কোনও আন্দোলন করছে না। বরং মনে হচ্ছে, সরকারি দলের মতো অন্যরাও চায় যেভাবে হোক, হাইকোর্টের রায় বাতিল হোক। শংসাপত্রধারীরা নিয়মানুযায়ী সুযোগসুবিধা পেতে থাকুক।

বাস্তবে ওয়াকফের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িত। এই বিষয়টি সামনে রেখে একপক্ষ মেরুকরণের পথে হাঁটতে পারে। অন্যপক্ষ সেই আবেগ ব্যবহার করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনরোষ উসকে দিতে পারে। দুই পক্ষেরই লক্ষ্য ভোট। এই আবেগকে হাতিয়ার করে নিজেদের ভোটব্যাংক গুছিয়ে নেওয়া। ওবিসি সংরক্ষণ বা শংসাপত্রের সঙ্গে আবেগের চেয়ে বেশি জড়িত অনগ্রসর শ্রেণিগুলির রুটিরুজির সংস্থান ও সামাজিক ন্যায়ের অংশীদারিত্ব।

ভোটের তাগিদের কাছে এই আর্থিক, সামাজিক দিকটি লঘু হয়ে যাচ্ছে। শংসাপত্র বাতিল নিয়ে অনগ্রসর শ্রেণিগুলির মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রচণ্ড রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠনের সেদিকে নজর নেই। সমস্যাটি বেশি করে মুসলমান সম্প্রদায়গুলির। কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলিতে তেমন আলোচনা নেই এ নিয়ে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে অনেকগুলি স্তর আছে। সেটাও একধরনের বিভাজন। ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে হইচই করলে সেই বিষয়টি সামনে এসে যেতে পারে। সম্ভবত সেই কারণে এমন পাশ কাটিয়ে চলা।

ভারতীয় রাজনীতিতে অনেকদিন ধরে তোষণ শব্দটি প্রচলিত। যা আসলে মুসলিম ভোটব্যাংকের ধারণাকে পুষ্ট করে। একইরকমভাবে আদিবাসী, দলিত, তপশিলি ইত্যাদি ভোটব্যাংক তৈরির মরিয়া চেষ্টা চারদিকে। এই ব্যাংকে মুসলিমদের পাশাপাশি অনগ্রসর হিন্দুরাও আছে। রাজনৈতিক দলগুলি সেই ব্যাংক সংরক্ষণে যত না আগ্রহী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীগুলির আর্থিক, সামাজিক বিকাশে ততটা নয়।

নিঃশর্ত আনুগত্যের মানসিকতা এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংক্রামিত করার কৌশল এখন প্রকট। অন্যদিকে, রাজনৈতিক পেশিশক্তির আস্ফালনে নিম্নবর্গের একাংশকে লেঠেল বাহিনী হিসাবে ব্যবহার ভারতে অপরিচিত ছবি নয়। এতে সামাজিক ন্যায়ের মূল প্রশ্নটি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। প্রশ্নটি যাতে তেমনভাবে আলোচিত না হয়, তার প্রয়াসও ভয়ংকরভাবে আছে। শংসাপত্র বাতিল নিয়ে তাই হইচই তেমন নেই। অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলি নিজেরা উদ্যোগ না নিলে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকারের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে

বড় টান হে। সাহিত্যিকের চোখে বিজ্ঞানের আরেক অবিশ্বাস্য ঘটনা। মহাকাশ রূপকথায় সুনীতা উইলিয়ামস।

বিপুল দাস

হ্যাঁ, নামটা সুনীতা বলেই হয়তো মনে হচ্ছে স্বর্গভ্রষ্ট এক দিগবালিকা ফিরে এসেছে ধরার ধুলায়। সুনীতা, অনীতা, বিনীতা, নমিতা– এরা তো চিরকাল আমাদের ঘরের মেয়ে। সে যতকাল এই শ্যামল সবুজ ঘরের টান এড়িয়ে মহাশূন্যে ভেসে ছিল, আমাদের ভাবনা হয়েছে। ওঁর জন্য দুশ্চিন্তা হয়েছে। ঘরের মেয়ে দূর প্রবাসে গেলে যেমন হয় বাপমায়ের। আহা, মেয়েটা কবে ফিরবে। কেমন আছে অনি।

ন'মাস পৃথিবীর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে আশ্চর্য এক শারীরিক, মানসিক অবস্থায় কাটাল সুনীতা। চিরকালের চেনাজানা সংসারের বাইরে, ধুলো ও ধোঁয়ার বাইরে, ট্রেন-ট্রাম-বাস নেই, নেই আশপাশে পরিচয়জ্ঞাপক কোনও চিহ্ন, হলুদ বিল্ডিং নেই, স্কুল-কলেজ-থানা-পোস্টাপিস-হাসপাতাল নেই, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে যাপন, সঙ্গে নিজের পরিচিত ভুবনে ফিরে যাওয়ার অনিশ্চয়তা, এমন কথা ভাবলে আমাদেরই বুকের ভেতরে 'হারিয়ে গেছি আমি' এমন সতর্কবার্তা লাগু হয়। শীতল ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে বুকের ভেতরে। কোথাও কোনও পরিচিত চিহ্ন খুঁজে না পেলে এই মহাবিশ্বে হারিয়ে যাওয়ার ভয় বিপজ্জনক কেরোসিন তেলের মতো ছড়িয়ে পড়ে অস্তিত্বজুড়ে। তখন কূলহারা, কম্পাসহীন নাখোদা একটা লাইটহাউসের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আমাদের মেয়ে সুনীতারও কি তেমন মনে হয়েছিল। সুনীতাকে আমরা কখন যেন অবচেতনেই আমাদের মেয়ে করে নিয়েছি। অথচ ঘরে ফিরেছে কিন্তু চারজন।

আমরা টলতে টলতে হাঁটতে শিখি। মাটির টানের সঙ্গে এই শরীরের ভারসাম্য রাখা শিখি। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাই কাঁটা ও কাচ ছড়ানো পৃথিবীর ধুলোপথে। বড় মায়ায় ভরা এই ভুবন। আমাদের সবুজ গ্রহ। নদী, ঝরনা, পাহাড়, পাখির গান, উজ্জ্বল ফুল, প্রিয়জনের ভালোবাসা, নক্ষত্রময় আকাশ– এসবের মাঝে বিস্ময়ে প্রাণ জেগে ওঠে। ধুলোমাটির এই পথ, এই অরণ্য, এই পলাশ বড় সুন্দর। ভালোবাসার পৃথিবীর মাটি শরীরে মাখতে ইচ্ছে করে। যেন স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ। এসব ছেড়ে কতদিন মহাশূন্যে থাকা যায়। দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে কিছুদিন বাদেই ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। চেনা জগতের বাইরে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর ক্লান্তিকর একঘেয়েমি গ্রাস করে আমাদের। তবুও আমরা নতুন জায়গাতেও হেঁটেচলে বেড়াই, দোকানে বসে চা খাই, নতুন লোকজনের সঙ্গে আলাপচারিতা হয়। কিন্তু যদি আমাদের থাকতে হয় পৃথিবী থেকে বহুদূরে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায়, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, সেখানে ভুঁইয়ের টান নেই, পরিচয়ের কোনও চিহ্ন নেই, আর কোনওদিন ঘরে ফেরা হবে কি না– তার নিশ্চয়তা নেই, তবে কেমন লাগবে আমাদের। আমাদের তো সেই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অনুশীলন করা নেই। সুনীতার ছিল, তাই সে পেরেছে। আমরা যা পারি না, অন্য কেউ সে কাজ পারলে আমাদের বীরপুজোর প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। তার ওপর যদি সে হয় ভারতীয় বা বাঙালি নামের কোনও মেয়ে, মুহূর্তেই তাকে আপন করে নিই আমরা। যেন এই দমদম, বাঁকুড়া বা শিলিগুড়ির কোনও মেয়ে। তার নিরাপদ ঘরে ফেরার জন্য ভেতরে ভেতরে অবচেতনেই আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। সুনীতা উইলিয়ামসের জন্য এই কারণেই সমস্ত ভারতবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল। শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে নয়, তাকে কখনও ভারতীয়ই মনে করেছি হয়তো।

কতদিন পর সুনীতাকে পৃথিবী আবার তার কেন্দ্রের দিকে টানবে। দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে গিয়ে আবার সে হাঁটা শিখবে। চেনা জগতে ফিরে আবার সে দেখবে ওই তো তার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ওই যে চেনা গাছের সারি, মাথার ওপরে চিরকালের চেনা নীল আকাশ, বড় মায়ার টান মাটির। স্বাগতম সুনীতা। তুমি তো আমাদেরই মেয়ে।

২০১২

২০২৫

আজ

১৯১৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সানাইবাদক উস্তাদ বিসমিল্লা খান।

১৯৭৮

অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

দিল্লিতে বইমেলা শুরু হয়েছে। এই বইমেলায় আমি ব্রাত্য। যে কেউ কবিতা পাঠ করতে পারবে, শুধু আমি ছাড়া। কারণ এই বইমেলা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে হচ্ছে। বেসরকারি বইমেলায় আমি প্রায় অংশগ্রহণ করি, কিন্তু সরকারি অনুষ্ঠানে আমার অংশগ্রহণ নৈব নৈব চ।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

পাকিস্তানের ৬ বছরের সোনিয়া খানের ব্যাটিংয়ে মজে নেট দুনিয়া। একজন বল ছুড়ছেন মেয়েটিকে, আর সে স্ট্রেট ড্রাইভ, কভার ড্রাইভ করে বাউন্ডারিতে পাঠাচ্ছে। রোহিত শর্মার স্টাইলে মারল পুল শটও। একজনের মন্তব্য, পাকিস্তান দলের থেকে সে ভালো খেলছে।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ের মাহিম স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে। যাত্রীরা দৌড়োদৌড়ি করে উঠলেও ট্রেন ছাড়ার সময় এক মাতাল সামনের বাফারে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুতেই নামে না। পাইলট লাঠি নিয়ে ভয় দেখালে নামে। কিন্তু লাইনে আবার বসে পড়ে। মাতালের কীর্তিতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

সুনীতার সেই উজ্জ্বল হাসিটা

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'হোম সুইট হোম'। বাড়ি থেকে দু'দিন দূরে গিয়ে অনেকে বাড়ি ফেরার জন্য হাঁফিয়ে ওঠেন। দু'তিন মাস নিজের বাড়ি, নিজের ঘর ছেড়ে থাকলে বাড়ির জন্য মন কাঁদে অনেকের। কর্মসূত্রে যাঁরা বিদেশে চলে যান, বছরে অন্তত একবার দেশে ফিরতে চান প্রিয়জন বা প্রিয় জায়গার টানে। নিজের বাড়ি, নিজের জায়গা আসলে এমনই প্রিয় হয় মানুষের। সেখানে ঘরবাড়ি, দেশ নয়, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে সুদীর্ঘ নয় মাস কাটিয়ে ফিরলেন সুনীতা উইলিয়ামস।

মহাকাশে এক-একটা দিন কাটানো অসম্ভব চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার। মানসিক বা শারীরিক চ্যালেঞ্জের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, প্রতিনিয়ত জীবন নিয়ে যে একটা অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠার দোলাচল চলে, সেটা সামলানোই তো অসম্ভব ব্যাপার। মহাকাশে কখন কী হবে কেউ বলতে পারে না, মহাকাশ থেকে ফেরার সময়েও যে কোনও সেকেন্ডের ভুলে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক পরিণতি। কল্পনা চাওলা ফিরতে পারেননি, সেই ক্ষত আজও বর্তমান।

মাত্র কয়েকদিনের জন্য গিয়ে সুনীতা আটকে গিয়েছিলেন মহাকাশে। কবে ফিরবেন দীর্ঘদিন এর কোনও উত্তর ছিল না। তাই যেদিন জানা গেল সুনীতা ফিরছেন, সুনীতার ফেরা দেখতে মধ্যরাতে না ঘুমিয়ে জেগে বসেছিলেন অনেকে। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। সুনীতার ফেরার পর তাঁর মুখের হাসিটা দেখে স্বস্তি পেয়েছি।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

নীল গ্রহে স্বাগতম

দীর্ঘ নয় মাস মহাকাশে কাটিয়ে নীল গ্রহ পৃথিবীতে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন করলেন সুনীতা উইলিয়ামস সহ অন্য মহাকাশচারীরা। মহাকাশবিজ্ঞান গবেষণায় এক অভূতপূর্ব সাফল্যের সাক্ষী থাকল সারা বিশ্ব। সকল মহাকাশচারী সুস্থ হয়ে অবিলম্বে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন এই কামনা করি। এই গবেষণার সঙ্গে জড়িত সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামসকে ভারতরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করার প্রস্তাব রাখা যেতে পারে।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

০.৩৭ শতাংশ জল নিয়েই যত লড়াই

বিশ্ব জল দিবসের আগে একসূত্রে বাঁধা পড়ছে কেপ টাউন, বেঙ্গালুরু এবং শিলিগুড়ি। চিন্তার বিষয় পানীয় জলের ঘাটতি।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়

হতে পারে লুটপাট। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ আর আধাসেনা।

সোনাদানা-হিরেমোতি নয়, জলের লুটপাট ঠেকাতে এত আয়োজন!

ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে কেপ টাউন আমাদের পরিচিত নাম। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ টিভিতে অনেক দেখেছি কেপ টাউনে। সেই কেপ টাউন এখন জলহীন শহর! শহরের মানুষ জলের অভাবে ধুঁকছেন। ট্যাপগুলি রয়েছে কিন্তু জলধারা প্রায় শূন্য। শুকিয়ে যাচ্ছে জলের সকল উৎসমুখ। হাঁসফাঁস করছে মহানগর কেপ টাউন।

কেপ টাউনের তিনদিকে সমুদ্র। কিন্তু তাতে কী? ব্যবহারযোগ্য মিষ্টি জলের চাহিদা তো তাতে মেটে না। মনে পড়ে কোলরিজের বিখ্যাত কবিতা। Water, water, everywhere/And all the board's did shrink;/Water, water, everywhere/Nor any drop to drink.

কেপ টাউনে এখন স্নানে পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারির আশঙ্কা। যেভাবে পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল কিনতে হয়, কেপ টাউনে লাইন দিয়ে জল কিনতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের বেশি বরাদ্দ করা হবে না। জলের লুটপাট ঠেকাতে রয়েছে পুলিশ আর আধাসেনা।

তবে দূরের কেপ টাউন নয়, ভারতের সিলিকন ভ্যালি বেঙ্গালুরুও তীব্র সমস্যায় পানীয় জলের জন্য। কোনও সফটওয়্যার নেই, যা বেঙ্গালুরুকে এই সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে। এমনটা নয় যে ওখানে বৃষ্টির অভাব। বরং পশ্চিমঘাট পর্বতের ফাঁক গলে ধেয়ে আসা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভালোভাবেই বৃষ্টিস্নাত করে ভারতের উদ্যান শহরকে। তবুও গরম পড়লে তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের। ব্যর্থমনোরথে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ট্যাংকার। শুষ্ক হ্রদগুলো তাদের আশ্বস্ত করতে পারছে না। অনেকে বৃষ্টির জল ধরার চেষ্টায়।

আসলে মোট সঞ্চিত জলরাশির মধ্যে মাত্র ২.৭% পানযোগ্য স্বাদু জল- এই সত্যটা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। তার মধ্যে আমাদের ব্যবহারযোগ্য মাত্র ০.৩৭%! বাকি হিমবাহ, মেরু, দুর্গম ঝরনা বা এমন কিছু, যা ব্যবহারযোগ্য নয়!

ওই ০.৩৭% নিয়েই যাবতীয় লড়াই...সচেতন না হলে এই বিপদ আমাদের সবার! শিলিগুড়িতেও দেখি পানীয় জলের সমস্যা মেটে না।

মানুষ যত আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছে, গড়েছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। আর রাস্তার ধারে অনবরত ঝরে যাওয়া মুখ খোলা ট্যাপের জলে মিশেছে মানুষের সত্তা, তত সরে গেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দ থেকে।

পুরাতন জীবনে মানুষ নদী, পুকুর, দিঘি, ঝরনার জলে স্নান করত। চাষাবাদ হত বৃষ্টি, বাঁধ, নদী, খাল, বিলের জলে। মাটির তলার জলের ভাণ্ডার ছিল অক্ষত। কিন্তু এখন বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে জলকষ্ট। আগামীতে তা আরও বাড়বে।

আপনার-আমার পাড়ায়, শহরে যে কোনও দিন নেমে আসতে পারে কেপ টাউন বা বেঙ্গালুরু।

কাল বিশ্ব জল দিবসে নতুন করে জলের জন্য চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিবছর বাইশে মার্চ গুরুত্ব সহকারে পালন করে। এর মূল উদ্দেশ্য স্বাদু জলের সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। ১৯৯৩ থেকে প্রতিবছর এই বিশ্ব জল দিবস পালিত হয়। স্থিতিশীল উন্নয়নের ষষ্ঠ লক্ষ্য হল পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতাই রক্ষা করতে পারে বিশ্বের জলসম্পদ।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৪

পাশাপাশি : ১। চাঁদের আলো ৩। স্বয়ং, নিজে, খাস ৫। হাট-বাজার, গোলা, বাণিজ্য স্থান ৬। সুন্দর, নিপুণ, পেশিবহুল,বলিষ্ঠ ৮। সংক্রামক রোগে বহু মানুষ কিংবা পশুপাখির মৃত্যু ১০। যাচাই ও পরীক্ষা, দোষগুণ বিচার ১২। যে উনুনের তিনটি ঝিঁক ১৪। চামড়ায় ছাওয়া বড় বাদ্যযন্ত্র, পটহ ১৫। ভাগ্যবান,পয়মন্ত ১৬। নিরুপায়, অক্ষম ।

উপর-নীচ : ১। নির্বিচারে আদেশ মেনে চলে এমন ২। কল্পিত পাতাল ৪। ডাঁশ, বন্য মশা ৭। অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটানা, সংস্রব ৯। মুক্তো ১০। কাচ, আরশি ১১। কর্কশতার ভাব প্রকাশ ১৩। ভেলা,ডোঙা, নৌকা।

সমাধান ■ ৪০৯৩

পাশাপাশি : ১। চারুতা ৩। আরক্তিম ৪। মদিরা ৫। ত্রিভুবন ৭। তরু ১০। কটু ১২। করসেবা ১৪। গোলাম ১৫। জনসেবা ১৬। কণ্টক।

উপর-নীচ : ১। চালিয়াত ২। তামস ৩। আরাত্রিক ৬। বণিক ৮। রুধির ৯। হাবাগোবা ১১। টুকটাক ১৩। গমক।

বিন্দুবিসর্গ

শিক্ষিত স্ত্রীর খোরপোশের দাবি মেনে নেওয়া যায় না

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : চাকরির পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। চাইলে আবার উপার্জন করতে পারেন। এরকম একজন শিক্ষিত মহিলার কেবলমাত্র স্বামীর থেকে খোরপোশের টাকা পাওয়ার জন্য বেকার হয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ভরণপোষণের আইনটা সহায়সম্বলহীন বিবাহবিচ্ছিন্নাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়েছে। কাউকে অলসভাবে অন্যের ঘাড়ে বসে খাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য এই আইন নয়। সম্প্রতি এক দাম্পত্য কলহের মামলায় এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

ওই দম্পতির ২০১৯ সালে বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরই তাঁরা সিঙ্গাপুরে চলে যান। কিন্তু সেখানে মহিলা নিষ্ঠুরতার শিকার হন বলে অভিযোগ। তাই ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে ফিরে আসেন ওই মহিলা। পরে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। স্বামীর থেকে মাসে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার করে ভরণপোষণের আর্জি জানান। কিন্তু সেখানে মহিলার অন্তর্বর্তী খোরপোশের আর্জি খারিজ হয়ে যায়। পারিবারিক আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মহিলা। হাইকোর্টেও মহিলার আর্জি প্রত্যাখ্যাত হয়। এই রায় দেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রধারী সিং।

এই মামলায় অভিযোগকারী মহিলা যথেষ্ট শিক্ষিত। ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর পাশ করেন তিনি। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দুবাইয়ে কাজ করতেন তিনি। তবে এরপর থেকে তিনি আর কোনও কাজ করেননি। মহিলার দাবি, তাঁর ডিগ্রি, শেষ চাকরি এবং বিয়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় তিনি চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও মহিলার স্বামীর পালটা যুক্তি, স্ত্রী উচ্চশিক্ষিত এবং নিজে উপার্জন করার ক্ষমতা রাখেন। তাই বেকারত্বের কারণ দেখিয়ে তিনি খোরপোশ চাইতে পারেন না।

দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত জানিয়েছে, স্ত্রী যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত এবং শারীরিকভাবে সক্ষম। এই ঘটনার ক্ষেত্রে মহিলা যেভাবে নিজেকে পেশ করেছেন, তাতে মনে হয়েছে আদালতকে বোঝাতে চাইছেন যে, তিনি উপার্জনে অক্ষম। এই মামলায় মহিলা অন্তর্বর্তী ভরণপোষণ পাওয়ার যোগ্য নন বলেই মনে করছে আদালত। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং চাকরির পূর্ব অভিজ্ঞতা দেখে এমন কিছু ভাবার কারণ নেই যে, তিনি ভবিষ্যতে নিজের খরচ বহন করতে পারবেন না।

দিল্লি হাইকোর্ট

ভরণ-পোষণের আইনটা সহায়সম্বলহীন বিবাহবিচ্ছিন্নাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়েছে। কাউকে অলসভাবে অন্যের ঘাড়ে বসে খাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য এই আইন নয়।

খামচানো, পাজামা ছিঁড়ে টানাটানি ধর্ষণ নয়

এলাহাবাদ, ২০ মার্চ : এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি পর্যবেক্ষণ ঘিরে ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে আইন বিশারদদের মধ্যে। সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্রের বেঞ্চ বলেছে, একটি মেয়ের স্তন খামচে ধরা, তার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলা এবং তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাকে কোনওভাবেই ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা বলা যায় না।

হাইকোর্টের মতে, প্রাথমিকভাবে এই ধরনের কার্যকলাপকে গুরুতর যৌন হয়রানি বলা যেতে পারে। এই মর্মে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ) এবং পকসো আইনের ১৮ নম্বর ধারায় (কোনও অপরাধ সংঘটিত করার চেষ্টা) পবন ও আকাশ নামে দুই অভিযুক্তকে নিম্ন আদালত যে সমন পাঠিয়েছিল, তা বদলে দিয়েছে হাইকোর্ট। উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪-বি (নগ্ন করার উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ বা আক্রমণ) এবং পকসো আইনের ৯ ও ১০ নম্বর ধারায় (গুরুতর যৌন হয়রানি) অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে।

জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে ১১-১২ বছর বয়সি এক নাবালিকার স্তন খামচে ধরেছিল ওই দুই অভিযুক্ত। এরপর আকাশ নামে এক অভিযুক্ত ওই নাবালিকার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে এবং একটি কালভার্টের নীচে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নাবালিকার চিৎকার শুনে পথচলতি মানুষজন এগিয়ে এলে দুই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের কাসগঞ্জের। সেখানকার নিম্ন আদালতের নির্দেশে ওই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও পকসোর ১৮ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়। কিন্তু তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা যুক্তি সাজান, এই মামলাটি কোনওভাবেই ধর্ষণের চেষ্টা অভিযোগে করা যায় না। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৫৪-বি এবং পকসোর কিছু ধারায় বড়জোর এই মামলা করা যায়।

হাইকোর্ট বলেছে, আকাশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি নির্যাতিতাকে কালভার্টের নীচে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। সাক্ষীরাও একথা বলেনি যে অভিযুক্ত নির্যাতিতাকে নগ্ন করেছিল। হাইকোর্ট এও জানিয়েছে, তথ্যপ্রমাণ এবং সাক্ষীদের বয়ান থেকে এই অভিযুক্ত যে ধর্ষণ ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ ছিল, এমনটা কোনও তথ্যপ্রমাণ বা সাক্ষীদের বয়ান থেকে পাওয়া যায়নি।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট

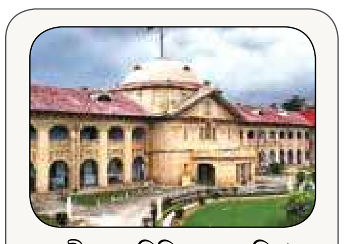

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪-বি (নগ্ন করার উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ বা আক্রমণ) এবং পকসো আইনের ৯ ও ১০ নম্বর ধারায় (গুরুতর যৌন হয়রানি) অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে।

নিভৃতবাসে সুনীতারা

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ : সুনীতা উইলিয়ামস, তাঁর সঙ্গী নভশ্চর বুচ উইলমোর এবং আরও দুই মহাকাশচারী আপাতত নিভৃতবাসে রয়েছেন। সুনীতা এবং বুচ ৪৫ দিনের নিভৃতবাসে থাকবেন। দীর্ঘ দিন মাধ্যাকর্ষণবিহীন মহাকাশে থাকার পর তাঁরা পৃথিবীর জল-হাওয়ার সঙ্গে আর পাঁচটা মানুষের মতোই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন কি না, সেদিকে নজর রাখবেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে, সুনীতাদের মহাকাশ থেকে ফেরাতে কত টাকা খরচ হয়েছে, তা প্রকাশ্যে এসেছে।

এলন মাস্কের মালিকানাধীন সংস্থা স্পেসএক্স-এর ফ্যালকন ৯ রকেট মহাকাশযান ড্রাগন ক্যাপসুলকে পৌঁছে দিয়েছিল নির্দিষ্ট কক্ষপথে। ২০২৪ সালে কেবল এই রকেট উৎক্ষেপণের খরচ ছিল ৬৯ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৯৫ কোটি টাকা। তবে সুনীতারা যে যানে সওয়ার হয়ে পৃথিবীতে নেমেছেন, সেই ড্রাগন ক্যাপসুলের খরচ ধরলে মোট খরচের পরিমাণ হয় প্রায় ১,৪০০ কোটি মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মজার ব্যাপার, আগামী অর্থবর্ষে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত দপ্তরের বার্ষিক বাজেট ১২,৪১৬ কোটি টাকা।

গাজাকে সমর্থন, আটক ভারতীয়

নিউ ইয়র্ক, ২০ মার্চ : প্যালেস্তাইনের সমর্থনে কথা বলার অভিযোগে আরও এক ভারতীয় গবেষককে আটক করা হল আমেরিকায়। পাশাপাশি তাঁর ভিসাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মার্কিন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তর (ডিএইচএস) জানিয়েছে, ভারতীয় ওই গবেষকের নাম বদর খান সুরি। 'ইহুদি-বিদ্বেষ ছড়ানো' এবং প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে 'সম্পর্ক' রাখার অভিযোগে চলতি সপ্তাহের সোমবার তাঁকে ভার্জিনিয়ায় বাড়ির সামনে থেকে আটক করেন মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের মুখোশধারী এজেন্টরা।

তারও কয়েকদিন আগে হামাসকে সমর্থন করার অভিযোগে আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য করা হয় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রী রঞ্জিনী শ্রীনিবাসনকে।

আমেরিকা

ডিএইচএসের দাবি, রঞ্জিনী 'জঙ্গিগোষ্ঠী' হামাসের সমর্থনে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তারপরই একই অভিযোগে গবেষক-অধ্যাপক সুরিকে ধরা হল। ভারতের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুরি বেশ কয়েক বছর ধরে মার্কিন মুলুকের বাসিন্দা। বিয়ে করেছিলেন মার্কিন এক মহিলাকে।

সুরির আইনজীবী জানিয়েছেন, আপাতত অভিবাসন আদালতে শুনানির তারিখের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁর মক্কেল। সুরির বিরুদ্ধে মার্কিন অভিবাসন আইনের একটি খুব কম ব্যবহৃত ধারা ব্যবহার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই ধারা অনুযায়ী, যে সব অভিবাসী আমেরিকার জন্য 'ক্ষতিকর', তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারে বিদেশ দপ্তর।

'ভারতে গেলে মরে যাব'

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ : ২৬/১১-র মুম্বই সন্ত্রাসে অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে ভারতে বিচারের জন্য ফেরত পাঠানোর মামলায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়। তাতে সিলমোহর দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তা যাতে রূপায়িত না হয় সেজন্য সর্বোচ্চ আদালতে প্রত্যর্পণ স্থগিতের আবেদন করেন রানা। আর্জি বাতিল হয়। বিচারপতি এলিনা কাগন তা নাকচ করে দেন। তারপর ফের ভারতে প্রত্যর্পণ স্থগিত করার জন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন রানা। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের এজলাসে আবেদন করা হয়েছে। আবেদনপত্রে রানা লিখেছিলেন, 'আমি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এবং মুসলিম। তাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমার ওপর অত্যাচার চালাবেন বলে আশঙ্কা করছি।' আবেদনের কপি বিচারকদের দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কনফারেন্সের নির্ধারিত তারিখ হল ৪ এপ্রিল। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, তাহাউর রানা প্রত্যর্পণ স্থগিত চেয়ে আবেদন পুনর্নবীকরণ করেছেন। রানা তাঁকে ভারতে প্রত্যর্পণ না করার জন্য শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

৭৬ হাজারে উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২০ মার্চ : টানা চার দিনের উত্থানে সেনসেক্স ফের উঠে এল ৭৬ হাজারের ঘরে। দিনের শেষে সেনসেক্স ৮৯৯.০১ পয়েন্ট উঠে ৭৬৩৪৮.০৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। নিফটি ২৮৩.০৫ পয়েন্ট উঠে ২৩১৯০.৬৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন সূচকের এই উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে বিদেশি লগ্নিকারীদের শেয়ার বিক্রির হার কমে যাওয়া, কম দামে শেয়ার কেনার হিড়িক, মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যাওয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চলতি বছরে আরও দু-দফায় সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত, ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধিও সূচকের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সূচক উঠলেও লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকারই পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিন যে সংস্থাগুলির শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম ভারতী এয়ারটেল, টাইটান, ব্রিটানিয়া, বিপিসিএল, বাজাজ অটো, আইশার মোটরস, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স, হিন্দ ইউনিলিভার, টিসিএস, ইনফোসিস ইত্যাদি।

গাজায় হত ৯৫

জেরুজালেম, ২০ মার্চ : প্যালেস্তাইনের গাজা উপত্যকায় বৃহস্পতিবার হামলা অব্যাহত রাখল ইজরায়েলের আইডিএফ। গাজাজুড়ে ইজরায়েলি হানায় অন্ততপক্ষে ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার থেকে আক্রমণ জারি রেখেছে নেতানিয়াহু সরকার। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত ১৮ মার্চ থেকে হামলায় এখনও পর্যন্ত ৭১০ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ও শিশু। আহতের সংখ্যা ৯০০। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেছেন গাজায়। তিনি জানিয়েছেন, অধিকৃত গাজা ভূখণ্ডে আক্রমণ তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। গতকাল গাজায় স্থল অভিযান শুরুর ঘোষণা করেছিল ইজরায়েল বাহিনী।

প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিন... তাপপ্রবাহে জেরবার বেঙ্গালুরু। ছাতাই সম্বল পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার।

পঞ্জাব সীমানা থেকে উৎখাত কৃষকরা

চণ্ডীগড়, ২০ মার্চ : এতদিন দেশের অন্নদাতাদের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, জল কামান ছোড়ার মতো একাধিক বলপ্রয়োগের পথে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল হরিয়ানার বিজেপি সরকারের পুলিশকে। এবার সেই পথে পা বাড়াল পঞ্জাবের আপ সরকারও। একবছরেরও বেশি সময় ধরে পঞ্জাব এবং হরিয়ানার মধ্যে শাম্ভু ও খানাউরি সীমানায় অবস্থানরত কৃষকদের বুধবার সন্ধ্যায় রীতিমতো মেরেধরে উৎখাত করল ভগবন্ত মান সরকারের পুলিশ। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় কৃষকদের অস্থায়ী আস্তানাগুলি। আটক করা হয় সারওয়ান সিং পান্ধের, জগজিৎ সিং ডাল্লেওয়ালের মতো প্রায় ২ শতাধিক কৃষক নেতাকে। মধ্যরাতেও চলে পুলিশি অভিযান।

মান সরকারের এহেন ভূমিকাকে কৃষকবিরোধী বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস। সংযুক্ত কিষান মোর্চা (অরাজনৈতিক) এবং কিষান মজদুর মোর্চা বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে ডেপুটি কমিশনারদের দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভের ডাক দেয়। পঞ্জাবে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে কৃষক সংগঠনগুলি। ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সামাজিক মাধ্যমে ডাল্লেওয়ালকে আটকের একটি ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'পঞ্জাবে আপ সরকার কৃষকদের বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' হরিয়ানা সরকার আগেই কৃষকদের দিল্লি অভিমুখে যাত্রা ঠেকাতে বলপ্রয়োগের রাস্তায় হেঁটেছিল।

মার সৌরভের স্ত্রী-প্রেমিককে

লখনউ, ২০ মার্চ : মিরাটের মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতের খুন হয়ে যাওয়া ও তাঁর দেহকে ১৫টি খণ্ড করার ঘটনায় ফুঁসছে গোটা মিরাট। বুধবার বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের আদালতে তার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ ঘটল। আইনজীবীদের হাতে ব্যাপক ধোলাই খেলেন অফিসারের স্ত্রী ধৃত মুশকান রাস্তোগি ও তাঁর প্রেমিক সাহিল শুক্লা। ঘটনাটি ঘটেছে আচমকা। সাহিলের জামা ছিঁড়ে দিয়েছেন আইনজীবীরা। চলে কিল, চড়। কোনও রকমে সাহিল ও মুশকানকে নিয়ে পুলিশ আদালত চত্বর থেকে বেরিয়েছে। এদিন শুনানির জন্য তাদের আদালতে নিয়ে আসা হয়। মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দু'জনকেই ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজত দিয়েছেন। মৃত সৌরভের মা জানিয়েছেন, তাঁর নাতনি পড়শিদের বার বার বলেছে, বাবাকে তো ড্রামের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাঁর ধারণা, ছ'বছরের মেয়েটি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিল। রেণুদেবী বলেন, 'পড়শিরাই আমাকে একথা জানিয়েছেন।' তিনি এও জানান, যে বাড়িতে তাঁর বউমা মুশকান ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়ির মালিক সংস্কারের জন্য বাড়ি খালি করতে বলেন।

খুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাগ্নে

পাটনা, ২০ মার্চ : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে লাগাতার খুন-জখমের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিশানা করছে বিরোধী দল আরজেডি এবং কংগ্রেস। এবার খুনের ঘটনা ঘটল দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের বাড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে ভাগলপুরের নগাছিয়ার জগৎপুর গ্রামে নিজেদের বাড়িতে ট্যাপকলের জল নিয়ে অশান্তি শুরু হয় নিত্যানন্দ রাইয়ের দুই ভাগ্নে বিশ্বজিৎ ও জয়জিৎ যাদবের পরিবারের মধ্যে। দুই ভাইয়ের স্ত্রীদের মধ্যে কলতলার ঝগড়া চলাকালীন বিশ্বজিৎ এবং জয়জিৎ মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। রাগের বশে হঠাৎই একে অন্যের দিকে বন্দুক তাক করেন তাঁরা। দুজনেই পরস্পরকে লক্ষ করে গুলি চালান। দুজনকে থামাতে ঘটনাস্থলে হাজির হন তাঁদের মা হিনা দেবী। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনজনকে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। জয়জিতের অবস্থা সংকটজনক। তাঁর অতীত অপরাধের খতিয়ান খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বনিবনা নেই।

মণিপুর এখনও থমথমে

ইম্ফল, ২০ মার্চ : দু-দিন ধরে হমার ও জোমি সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তির জেরে এখনও থমথমে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা। সেখানে কার্ফিউ জারি থাকায় নতুন করে সংঘর্ষের কোনও ঘটনা ঘটেনি ঠিকই। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি সেখানে। স্কুল, কলেজ বন্ধ রয়েছে। ঝাঁপ খোলেনি কোনও দোকানেরও। চার্চের ধর্মগুরু এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও শান্তি ফেরাতে লাগাতার বৈঠক করছেন। বুধবার রাতে ফ্ল্যাগ মার্চ করে নিরাপত্তা বাহিনীও। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসার জেরে একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন অনেকে। চূড়াচাঁদপুর শহরে মূলত জোমি সম্প্রদায়েরই বাস। তবে কিছু এলাকায় হমার এবং কুকিরাও থাকেন। মণিপুরে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। কুকি বনাম মেইতেই সংঘর্ষে প্রায় দু-বছর ধরে অশান্ত মণিপুর।

ছত্তিশগড়ে নিহত ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২০ মার্চ : আবার ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে বড় সাফল্য পেল যৌথবাহিনী। বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুটি অভিযানে এই সংঘর্ষ হয়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরও। আরও অন্তত দু'জন জখম।

বুধবার রাতে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়ার সংযোগস্থলে গভীর জঙ্গলে মাওবাদী গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে অন্তত ২৬ মাওবাদী নিহত হয়। উলটোদিকে প্রাণ হারান বিজাপুর জেলা রিজার্ভ গার্ডের এক জওয়ান।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। তিনি বলেন, 'এটি বড় সাফল্য। আমাদের বাহিনী ২৬ জন মাওবাদীকে হত্যা করেছে এবং তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সংঘর্ষে আমাদের এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন।'

উত্তর বস্তারের কাঁকেড় জেলায় আরেকটি সংঘর্ষে বিএসএফ এবং ডিআরজি'র যৌথ অভিযানে চার মাওবাদী নিহত হয়। সেখানে অবশ্য কোনও নিরাপত্তা কর্মী হতাহত হননি। এদিনের অভিযানের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'নিরাপত্তা বাহিনী নকশালমুক্ত ভারত অভিযানে আরেকটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে।'

চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ১০৩ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। গত বছর বস্তারে ২১৯ জন মাওবাদী নিহত হয়। ১৯ জানুয়ারি থেকে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা আন্তঃরাজ্য অভিযান চালাচ্ছে যৌথবাহিনী। ইতিমধ্যে সংঘর্ষে দুশোর বেশি মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে তিন রাজ্যে।

কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস নিয়ে উত্তপ্ত সংসদ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ : তামিলনাড়ুতে কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা নিয়ে বিতর্কের জেরে বৃহস্পতিবার পণ্ড হল সংসদের উভয় কক্ষের কাজকর্ম। 'ফেয়ার ডিলিমিটেশন', 'তামিলনাড়ু উইল ফাইট', 'তামিলনাড়ু উইল উইন'-এর মতো একাধিক স্লোগান লেখা টি শার্ট পরে এদিন লোকসভায় এসেছিলেন ডিএমকে সাংসদরা। কেন্দ্রের সমালোচনা করে এভাবে টি শার্ট পরায় বিরোধী সাংসদদের তিরস্কার করেন স্পিকার ওম বিড়লা। সভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেই জন্য তাঁদের ওই টি শার্ট খুলে ফেলতেও বলেন তিনি। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি ডিএমকে সাংসদরা। স্পিকার বলেন, 'কিছু সদস্য সভার মর্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষা করছেন না। টি শার্ট পরে সংসদে আসা সংসদীয় মর্যাদার পরিপন্থী।'

রুল ৩৪৯-এর উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, 'আপনারা যদি টি শার্ট পরে সভায় আসেন এবং তাতে যদি কোনও স্লোগান লেখা থাকে, তাহলে সভা পরিচালিত হতে পারে না। আপনারা যদি টি শার্ট খুলে আসেন, তবেই একমাত্র সভা চলতে পারে।' ডিএমকে সাংসদরা স্পিকারের কথায় কর্ণপাত না করে ডিলিমিটেশন নিয়ে সরব হন। কিন্তু তিনি তা শুনতে না চাইলে প্রথমে বেলা ১২টা পর্যন্ত লোকসভার কাজ মুলতুবি হয়ে যায়। পরে সভার কাজ ফের চালু হলেও হট্টগোলের জেরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা। একই ছবি দেখা যায় রাজ্যসভাতেও। টি শার্ট পরা ডিএমকে নেতাদের হইচইয়ের জেরে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের উচ্চকক্ষ। সংসদের বাইরেও কানিমোঝি, তিরুচি শিবার মতো ডিএমকে নেতারা ডিলিমিটেশন বিতর্কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এদিন।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা এক্স-এর

বেঙ্গালুরু, ২০ মার্চ : এলন মাস্কের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুসম্পর্কের কথা গোপন নয়। অথচ মাস্কের সংস্থা এক্স (পূর্বতন টুইটার) এবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎই আইনি যুদ্ধে নেমে পড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ (৩)(বি) ধারাকে কেন্দ্র যেভাবে ব্যবহার করছে, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টে একটি মামলা করেছে মাস্কের সংস্থা।

এক্সের বক্তব্য, ওই আইনের মাধ্যমে অনলাইনে বিষয়বস্তুর ওপর অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রণ চাপানো হচ্ছে যা আগামীদিনে সেন্সরশিপের দিকে এগোতে পারে। সরকারের এমন অবস্থানে ভারতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও জানিয়েছে এক্স। তারা জানিয়েছে, ভারতে তাদের ব্যবসা নির্ভর করছে এক্স ব্যবহারকারীরা ওই মাধ্যমে আইনগত তথ্য শেয়ার করতে পারছেন কি না তার ওপর। কিন্তু একতরফাভাবে যদি ব্লক করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে এক্সের প্ল্যাটফর্ম তো বটেই, ব্যবহারকারীদের আস্থাও হারাবে তারা। হাইকোর্ট বলেছে, সরকার যদি সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর পদক্ষেপ করে তাহলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক কীভাবে বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য এবং পুলিশ সংস্থাগুলিকে কনটেন্ট ব্লক করার সমান্তরাল ব্যবস্থা করতে উৎসাহ দিচ্ছে সেই কথাও জানিয়েছে এক্স। এই ব্যাপারে গত বছর ফেব্রুয়ারিতে রেলমন্ত্রকের একটি নির্দেশ উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছে তারা।

মাস্কের সংস্থার অভিযোগ, কেন্দ্রের আচরণে অনলাইনে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকারও খর্ব হচ্ছে। এক্স দাবি করেছে, আইনি প্রক্রিয়া এড়িয়ে বেআইনিভাবে অনলাইন বিষয়বস্তু আটকে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি এজেন্সিগুলি যেমনটা চাইবে তেমনটা যদি কনটেন্ট ব্লক করা না হয়, তাহলে এক্স আইনি সুরক্ষাকবচ খোয়াবে। কীভাবে অনলাইন কনটেন্ট ব্লক করতে হবে তা সুপ্রিম কোর্ট বিস্তারিতভাবে ২০১৫ সালে শ্রেয়া সিংঘল মামলায় বলে দিয়েছিল।

ফিনল্যান্ড সবচেয়ে সুখী, ভারত ১১৮

লন্ডন, ২০ মার্চ : ফিনল্যান্ডকে দেখে বলতে ইচ্ছা করে 'তোমার মতন সুখী কে আছে... আয় সখী, আয় আমার কাছে!' তবে তাদের কাছে আসা ভারতের পক্ষে তো খুব সহজ নয়। কারণ, বৃহস্পতিবার 'বিশ্ব সুখ সূচক'-এর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ফের এক নম্বরে স্থান হয়েছে ফিনল্যান্ডের। আর ১৪৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ১১৮ নম্বরে।

গত বছর ভারতের স্থান ছিল ১২৬-এ। ফলে সুখের সন্ধানে গত এক বছরে ভারতও কিছুটা সফল বলা যায়! অন্যদিকে এই নিয়ে পরপর আটবার ফিনল্যান্ড শীর্ষস্থান দখল করেছে। তালিকার প্রথম কুড়িটি দেশের বেশিরভাগই ইউরোপের। আমেরিকা (২৪) এবং ব্রিটেন (২৩) আগের তুলনায় যে অসুখী হয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে সমীক্ষায়। তবে এবারই প্রথম সেরা দশে স্থান করে নিয়ে কোস্টারিকা (৬) এবং মেক্সিকো সকলকে চমকে দিয়েছে।

পড়শি দেশগুলির মধ্যে ভারতের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে চিন (৬৮), নেপাল (৯২) এবং পাকিস্তান (১০৯)। ভারতের চেয়ে বেশ খানিকটা নীচে রয়েছে শ্রীলঙ্কা (১৩৩) এবং বাংলাদেশ (১৩৪)। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২৫'-এ ১৪৭টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ১১৮তম স্থানে।

তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। আফগান মহিলাদের বক্তব্য অনুযায়ী, কাবুলিওয়ালার দেশে জীবনযাত্রা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। আফগানিস্তানের পরেই রয়েছে সিয়েরা লিওন ও লেবানন।

সামাজিক সহায়তা, প্রতি ব্যক্তির জিডিপি, গড় আয়ু, স্বাধীনতা, উদারতা এবং দুর্নীতি—এই ছয়টি বিষয় বিবেচনা করে বিশ্ব সুখ সূচকে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান তৈরি করা হয়। এবার ভারত 'সামাজিক সহায়তা' সূচকে অন্যান্য বারের চেয়ে তুলনামূলক ভালো স্কোর করেছে। সমীক্ষকদের বক্তব্য, ভারতের বৃহৎ জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবনযাত্রা ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থার কারণে এই সূচকে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে 'স্বাধীনতা' সূচকে ভারতের অবস্থান খুবই দুর্বল। ভারতীয়দের একটি বড় অংশ মনে করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ও পছন্দ প্রকাশের সুযোগ কম এবং সামাজিক কাঠামোগত বৈষম্য অসন্তোষ বাড়ায়।

বিশ্ব সুখ সূচক ২০২৫

সেরা ১০	
১.	ফিনল্যান্ড
২.	ডেনমার্ক
৩.	আইসল্যান্ড
৪.	সুইডেন
৫.	নেদারল্যান্ডস
৬.	কোস্টারিকা
৭.	নরওয়ে
৮.	ইজরায়েল
৯.	লুক্সেমবার্গ
১০.	মেক্সিকো

স্কুল শিক্ষার বেহালহকিকত

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক মানচিত্রে সবচাইতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পাহাড় ও চা বাগান এলাকা। সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো আর পঠনপাঠনের মান নিয়ে অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। সেই সুযোগ নিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলোর রমরমা। সমতলে সরকারি স্কুলে যতটুকু নজর দেওয়া হয়, ওই দুই এলাকায় আলো পড়ে তার চেয়ে কম। পাহাড় ও চা বাগানের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার কী অবস্থা, জানার চেষ্টা করলেন দুই সাংবাদিক।

শিক্ষক-পড়ুয়ার দূরত্বে বিপন্নতা বাগানে

শুভজিৎ দত্ত

ডুয়ার্সের চা শিল্পের বয়স দেড়শো। তরাইয়ে তার চেয়ে বেশি। প্রয়োজনের তাগিদে চা বলয়ে একের পর এক স্কুল গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলেই। পরে সেসব সরকার কিংবা সরকারপোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সেইসব স্কুলের কয়েকটি শতবর্ষ পেরিয়েছে, কোনওটা বা দোরগোড়ায়। প্রাচীন সেই প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যা ছাত্র ও স্কুল, দু'পক্ষেরই।

স্কুলগুলির এই অবস্থার খোঁজখবরে বেশকিছু কারণ উঠে এসেছে। চা বলয়ের অলিগলিতে ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুল গড়িয়ে ওঠা একটা কারণ বটে। তবে আগের মতো আর চা বাগান মালিকদের সরকারি স্কুলের যত্ন না নেওয়া সংকটের আরেকটি দিক। সেইসঙ্গে শিক্ষকদের স্কুলের এলাকায় না থাকা, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সান্নিধ্যের অভাব, সন্তানের প্রতি অভিভাবকের নজরে ঘাটতি পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক না থাকা, পড়ুয়াদের মাতৃভাষা আর পড়ানোর ভাষার পার্থক্য ইত্যাদি দুর্বল করেছে চা বাগানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে।

এক-এক করে কারণগুলি আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, কিন্ডার গার্টেন, নার্সারি থেকে শুরু করে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম হাইস্কুলের সংখ্যাধিক্য। যে স্কুলগুলি এজেন্ট নিয়োগ করে ছেলেমেয়ে জোগাড় করে। শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার বহু আগে শুরু হয়ে যায় ওই এজেন্টদের তৎপরতা। অভিভাবকরা ধারদেনা করে হলেও ঝাঁ চকচকে স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করতে মরিয়া হন। স্টাইপেন্ড বা অন্য সুযোগসুবিধার জন্য আবার কেউ কেউ নাম লিখিয়ে রাখেন সরকারি স্কুলে। লুকসানের একটি স্কুলে বছর তিনেক আগেও একাদশ শ্রেণিতে আড়াইশোর বেশি ছাত্র ছিল। চলতি বছরে সেই সংখ্যা পঞ্চাশের ঘর ছোঁয়নি।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষকের এমন অভাব যে, এক বিষয়ের শিক্ষককে অন্য বিষয়ের ক্লাস নিতে হচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একসময় বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও অনেক স্কুলে বন্ধ করে দিতে হয়েছে শিক্ষক ও পড়ুয়া- দুইয়ের অভাবে। চা বাগানে বাঙালির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় বাংলামাধ্যমের স্কুলগুলোতে পড়ুয়া সংখ্যায় এমনিতেই ভাটার টান। এই জনবিন্যাসগত পরিবর্তন এবং বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের প্রতি অমোঘ আকর্ষণে বাগানের সরকারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কমছে।

তৃতীয়ত, আগের মতো পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও তাঁদের সহকর্মীদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকছে না। আগে বাগান মালিকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা টিআইসিদের কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দিতেন। সেই সুবাদে ২৪ ঘণ্টা বাগানে তাঁদের উপস্থিতিতে এবং চেষ্টায় পড়ুয়ারা লেখাপড়ায় আগ্রহী হত। পড়াশোনার পরিবেশ থাকত বাগানে। এখন বহু শিক্ষক বাইরে থেকে বাগানে যাতায়াত করেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পর তাঁদের সান্নিধ্য আর পায় না বাগানের পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। এই সান্নিধ্য বাধ্যতামূলক নয়, এর মূল্য অনেক।

চতুর্থত, ভাষার সমস্যা। বাগানের বিদ্যালয়গুলোর পড়াশোনার মাধ্যম যে ভাষা, হাতেগোনা কিছু পড়ুয়া বাদ দিয়ে বাকিদের মাতৃভাষা তার চেয়ে আলাদা। ৭৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বানারহাট হাইস্কুলে বাংলায় পড়াশোনা হলেও চা বাগান থেকে যে পড়ুয়ারা আসে, তাদের কারও মাতৃভাষা কুরুখ, কারও মুন্ডারি বা সাঁওতালি। আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়াদের সংযোগকারী ভাষা আবার সাদরি। একই কথা বলা যেতে পারে তরাইয়ের মোহরগাঁও-গুলমার ইলা পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হাইস্কুলকে নিয়ে। মাধ্যম হিন্দি। পড়ুয়াদের সিংহভাগের মাতৃভাষা আলাদা। ফলে বাড়িতে এক ভাষার চর্চা, বিদ্যালয়ে আরেক ভাষায় পড়াশোনা।

এই সমস্যা অবশ্য অনেক আগে থেকেই। কিন্তু সেই সময় শিক্ষকদের অনেকে বাগানে থাকতেন বলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতেন। ফলে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথোপকথন সহজ হত। এখন দুই পক্ষের মধ্যে দূরত্ব অনেক। পঞ্চম সমস্যাটিও পুরোনো। ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ তেমন নেই। অভিভাবকদের মধ্যে নজরদারির অভাব আছে। তাছাড়া বহু শ্রমিক পরিবারের কর্তা বাড়তি রোজগার করতে ভিনরাজ্যে থাকেন। স্ত্রী বাগানের কাজ করেন। সন্তানদের দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই।

ষষ্ঠ সমস্যাটি বরাবরের। বহুক্ষেত্রে বাড়ি থেকে স্কুলের যা দূরত্ব, তাতে পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। যেমন, নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের ছেলেমেয়েরা দুই থেকে তিন শিফটে স্কুলগাড়িতে যাতায়াত করে। ২০ কিলোমিটার দূরের নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছুটির পর শেষ শিফটে যারা বাড়ি ফেরে, তারা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে বইপত্র নিয়ে বসার ইচ্ছেটা থাকে না।

সমস্যা আরও বহু। চা বাগানের স্কুলগুলোতে প্রশস্ত সবুজ মাঠের হয়তো অভাব নেই। তবে নিয়মিত খেলাধুলোর চর্চা তেমন নেই। বছরে একবার শুধু ঘটা করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। খোখো থেকে কাবাডি ও হকি, এমনকি আমআদমির খেলা ফুটবলের অনুশীলনও একেবারে কম। পরিকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক অনুদান, নিখরচায় বিদ্যুৎ সংযোগ, আলো-পাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি বাগান মালিকরা আর করে না। অথচ চা মালিকদের বৃহত্তম সংগঠন ডিবিআইটিএ একসময় স্কুলে স্কুলে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে দিত। সেসব এখন অতীত।

বেসরকারি শিক্ষার ইঁদুর দৌড়ে সর্বনাশ পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে নয়, বিদেশ থেকেও প্রচুর ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার গন্তব্য দার্জিলিং বা কালিম্পং। যদিও সেইসব ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতেগোনা। এর বাইরে যে সামগ্রিক সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, তার ছবিটা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলের ভবনের দশা বেহাল, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার তাগিদ নেই প্রশাসনের।

বেকারত্ব বড় সমস্যা পাহাড়ে। অন্যের জমিতে মজুরি খেটে বা পিঠে মাল বয়ে রোজগার যেখানে অধিকাংশের ভবিতব্য, সেখানে সন্তানের শিক্ষার জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাকে বাধ্য হয়ে আঁকড়ে ধরতে হয় অনেক অভিভাবককে। যা তাঁদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। অথচ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে একটু নজর দিলেই দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিনা বা স্বল্প খরচে উন্নত শিক্ষা পেতে পারে।

দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে ৭৮৪টি প্রাথমিক এবং ৩৯৯টি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কোথাও একজন স্থায়ী শিক্ষক থাকলে আরও চারজন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক নিয়ে স্কুল চালাতে হচ্ছে। এই স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকদের নিয়োগ করেছিল দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি)। বহু আন্দোলনের পরেও তাঁদের স্থায়ী শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

এর মধ্যে অনেকে বয়সজনিত কারণে কাজটি ছেড়েছেন। কেউ কেউ এখনও আশায় বুক বেঁধে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে পাহাড়ে প্রায় ১১০০ শিক্ষকপদ শূন্য। কবে পূরণ হবে, জানে না জিটিএ। স্কুল ভবনগুলির অবস্থা খুব খারাপ। ডিজিএইচসি'র আমলে অর্থাৎ ৩০-৩৫ বছর আগে তৈরি বেশিরভাগ বিল্ডিংয়ের ছাদ চুইয়ে বর্ষায় জল পড়ে। কোথাও দেওয়াল হেলে গিয়েছে, কোথাও স্কুল ভবনের দেওয়াল ভাঙা। দরজা, জানলা ভাঙাচোরা। নথিপত্র সামলে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ।

২০০৭ সাল থেকে পাহাড়ের সরকারি স্কুলের দিকে তেমন নজর পড়েনি ডিজিএইচসি বা জিটিএ'র। ২০১২ সালে জিটিএ তৈরি হওয়ার পরেও স্কুলগুলোর জন্য কোনও বরাদ্দ হয়নি। হাল ফেরাতে উদাসীন পার্বত্য প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার। যার জেরে সব স্কুলে পড়ুয়া কমেছে। সবথেকে খারাপ অবস্থা প্রাথমিক স্কুলগুলোর। কোনও বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা ৪০-৫০, কোনওটিতে ৯০-১০০। চালিশধুরা, ছয় মাইল বাজার, গ্লেনবার্ন টি এস্টেট, ভাইসাতের, লাবধা ও রামজু ভ্যালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা ১০০-র গণ্ডিতে আটকে।

কয়েকটির অবস্থা অবশ্য তুলনামূলক ভালো। পড়ুয়া সংখ্যা ১৫০-২০০। প্রায় প্রতি শিক্ষাবর্ষে অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েকে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন বাধ্য হয়ে। সেখানে পড়াশোনায় প্রচুর খরচ। কিন্তু কিছু করার নেই অভিভাবকদের।

সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। সেদিকে নজর না দিয়ে বেসরকারি স্কুলকে নানাভাবে সুবিধা পাইয়ে দিতে তৎপর প্রশাসন। তাই পাহাড়ের অভিভাবকদের দিন-রাতের পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগ যাচ্ছে সন্তানের লেখাপড়ায়।

সম্প্রতি সমতলের মতো স্কুল ইউনিফর্মের বদলে পাহাড়ের সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ব্লেজার দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। লালকুঠিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ব্লেজার বানানোর খরচের হিসাব চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য। সম্ভবত আগামী শিক্ষাবর্ষ বা তার আগে পড়ুয়ারা ব্লেজার পাবে।

কিন্তু যেখানে উন্নতির পরিকল্পনা এবং আর্থিক বরাদ্দই নেই, সেখানে শুধু ব্লেজার দিয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ুয়াদের ধরে রাখা যাবে তো?

উৎসব দিল দায়িত্ববোধের বার্তা

দামিনী সাহা

নান্দনিক পরিবেশে চিন্তন ও সংস্কৃতি মিলেমিশে কীভাবে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে সেটাই 'নর্থ-ইস্ট ইউথ ফেস্টিভাল' দারুণভাবে দেখিয়ে দিল। সম্প্রতি গ্যাংটকের পিলোর স্টেডিয়ামে এই উৎসব আয়োজিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করতে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে একটি দল ১৬ মার্চ সিকিমে পৌঁছায়। ওই দলে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক জয়দেব সিং, আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রী অঙ্কিতা আইচ ও অস্মিতা বণিক, আলিপুরদুয়ার কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের পড়ুয়া অরূপ সেনগুপ্ত ও পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় মহাবিদ্যালয়ের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্র অরিজিৎ বর্মন উপস্থিত ছিলেন। এই পড়ুয়ারা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেখানে তাঁদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি, বহু নতুন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে পরবর্তী দিন থেকে চিন্তন ভবনে লাইফ স্কিল প্রোগ্রাম, কুইজ কম্পিটিশন এবং অন্যান্য সৃজনশীল কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক ও সেমিনারের সদস্যরা তরুণদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। অধ্যাপক জয়দীপ সিং বললেন, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস) টিমের জন্য মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ ও পড়ুয়াদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচি তরুণদের চিন্তাশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব সর্ম্পকে ভালোভাবে অবগত করল।' চিন্তন ভবনের লাইভ স্কিল প্রোগ্রামে যুবসমাজকে আত্ম-উন্নয়ন, দলবদ্ধ কাজ ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বলে তিনি জানান। ঠিক কী শিখলেন তাঁরা? অরূপ, অরিজিৎদের কথায়, 'বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতির বিষয়ে আগে মোটামুটি একটি ধারণা থাকলেও সে সব যে আমাদের জীবনের সঙ্গে এতটা গভীরভাবে জড়িয়ে সে বিষয়ে এতটা জানতাম না। গ্যাংটকের এই উৎসব আমাদের সেই ধারণা দিল।' কীভাবে ভালো একটি ভবিষ্যৎ গঠন সম্ভব সে বিষয়ে মোটিভেশনাল স্পিচ এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তাঁরা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন বলে অরূপরা জানালেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পিলোর স্টেডিয়ামকে খুব ভালোভাবে সাজানো হয়েছিল। একদিকে, এনএসএস টিম নিয়ে মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ ও অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। তা প্রত্যক্ষ বহু দূরদূরান্তের অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অরিজিতের কথায়, 'সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের দেশের বুনিয়াদ লুকিয়ে। এখানে না হলে হয়তো সেটা কোনওদিনই ভালোভাবে উপলব্ধি করা হয়ে উঠত না। এই উৎসব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটাই বদলে দিল।' উৎসবে খেলাধুলোকেও আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র চাকরি নয়, সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করেও যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এই উৎসব থেকে সেই বার্তাও দেওয়া হয়। অরূপরা সেটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলেন।

এসবই তাঁরা ভবিষ্যতের কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন বলে জানালেন। অন্যান্য জায়গা থেকে যাঁরা এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য অরূপদের কথার প্রতিধ্বনি।

বর্জ্য ফেলবে কোথায়, পড়ুয়াদের সচেতনতার পাঠ

সুভাষ বর্মন

এক ভদ্রলোক রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন। চকোলেট খেলেন। কিন্তু যে প্লাস্টিক দিয়ে চকোলেটটি মোড়ানো ছিল সেটি রাস্তায় ফেললেন না। এদিকে আশপাশে তখন কোনও ডাস্টবিনও নেই। তিনি সেই প্লাস্টিকটা নিজের পকেটে নিয়ে নিলেন। পাঁচ কিলোমিটার হাঁটার পর চোখে পড়ল ডাস্টবিন। শেষমেশ সেখানেই প্লাস্টিক ফেললেন। জাপান ও দুবাইয়ের এরকমই একাধিক ভিডিও দেখিয়ে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করল ফালাকাটা কলেজের এডুকেশন বিভাগ। ফালাকাটা শহরের হাটখোলার সুমিষ্ঠা দে তো সব দেখেশুনে যাকে বলে অভিভূত। তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন এখন থেকে নিজেও সেই চেষ্টা করবেন। তবে শুধু সুমিষ্ঠা একাই নন। শহর ও গ্রামের বাকি পড়ুয়ারাও বিষয়টি ভিডিওগুলো দেখে বুঝতে পারেন।

গত ১৭ মার্চ এভাবেই এডুকেশন বিভাগের অ্যাড-অন কোর্স শুরু হয়। যা চলবে ২৫ তারিখ অবধি। প্রথম দিন স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। প্রথমে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অধ্যক্ষের কথায়, 'কলেজে তো স্বাভাবিক পঠনপাঠন চলেই। এর পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে আরও বেশি বাস্তবমুখী বিষয় জানতে পারে সেজন্যই অ্যাড-অন কোর্স।' এই ক'দিন নিয়মিত এডুকেশন বিভাগের সব সিমেস্টারের পড়ুয়াদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ক্লাস নেবেন অধ্যাপক কর্মা শেরপা, অধ্যাপিকা ডঃ মধুপর্ণা ভট্টাচার্য, অঞ্জনা বর্মন, অধ্যাপক ডঃ পার্থ সাহা, রাজেশ বর্মন। কর্মা জানালেন, শুধু প্লাস্টিক নয়। যে কোনওধরনের বর্জ্য ফেলতে হয় কোথায়, সেসব বিস্তারিতভাবে পড়ুয়াদের বোঝানো হয়েছে।

ফালাকাটা শহরের মুক্তিপাড়ায় বাড়ি পড়ুয়া সুজয় সরকারের। তাঁর আক্ষেপ, 'ফালাকাটা পুরসভা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে ওঠেনি। তাই শহরের যেখানে-সেখানে পড়ে থাকে আবর্জনা। এদিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা পেলাম।' অন্যদিকে, গ্রামের ছবিও একফোঁটা আলাদা নয়। ডালিমপুরে বাড়ি পড়ুয়া স্নেহাশিস বর্মনের। তাঁর কথায়, 'গ্রামেও যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক পড়ে থাকে। এদিন যে বার্তা পেলাম, তা এখন থেকে আগে নিজে প্রয়োগ করব, তারপর পরিচিতদের সচেতন করব।'

ছোট্ট তারা

কোচবিহারের এপিক পাবলিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া নৈশম নাগের আবৃত্তি এবং যেমন খুশি সাজোতে পুরস্কার রয়েছে। ছবি আঁকতেও ভালোবাসে।

আনন্দময়ী ধর্মশালায় রথযাত্রা উপলক্ষ্যে কাঠপুজো। ছবি : জয়দেব দাস

শহরে কুকুর আতঙ্ক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ মার্চ : দিন সাতেক আগে রাত ৮টা নাগাদ কোচবিহারের বৈরাগীদিঘি বাইলেন এলাকায় এক আত্মীয়র বাড়ি থেকে মোটর সাইকেল করে বাড়িতে ফিরছিলেন শহরের নিউটাউনের রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা হরিশংকর সেন। হঠাৎ করেই তিন-চারটি কুকুর তাকে তাড়া করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটি কুকুর রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে তার পায়ে কামড় বসিয়ে দেয়। আতঙ্কে তিনি গাড়ি থেকে মাটিতে পড়ে যান। তাঁর জিনসের প্যান্ট ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করে। এখন তিনি নিয়মিত জলাতঙ্ক প্রতিরোধক ভ্যাকসিন নিচ্ছেন।

দু'দিন আগে সকালবেলায় বিএসএনএল অফিসের সামনে মোটর সাইকেল চালিয়ে দেবীবাড়ি এলাকায় নিজের বাড়িতে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। হঠাৎই তাঁর পেছনেও কুকুর তাড়া করে। এতে আতঙ্কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে তিনি পাকা রাস্তার উপরে পড়ে যান। এতে তাঁর কলারবোন সরে যায়। ডাক্তারি চিকিৎসার পর তিনি ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন। কাজকর্ম করতে বাইরে যেতে পারছেন না। কিছুদিন আগে শহর সংলগ্ন বাবুরহাট এলাকায় গোপালচন্দ্র চন্দ নামে এক ব্যক্তিকে কুকুরে তাড়া করে পায়ে কামড় দেয়। তিনিও জলাতঙ্কে র ভ্যাকসিন নিয়েছেন।

এগুলি দু'তিনটি উদাহরণ মাত্র। প্রায় প্রতিদিনই কোচবিহার শহর ও শহর লাগোয়া এলাকায় কুকুরের কামড় খাচ্ছেন কেউ না কেউ। না

হলে কুকুরের তাড়ায় সাইকেল বা মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছেন। দিনের বেলায় যেমন তেমন, রাত একটু বাড়লেই গোটা কোচবিহার শহর চলে যায় কার্যত সারমেয়দের দখলে। রাতের বেলায় কোচবিহার শহরের পাওয়ার হাউস চৌপথি, রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন পঞ্চরঙ্গি মোড়, মরাপোড়া চৌপথি, সুভাষপল্লি, গুঞ্জবাড়ি, কাছাড়ি মোড়, দেশবন্ধু মার্কেট, আমতলা, স্টেশন মোড়, নিউ কদমতলা সহ শহর ও শহরতলির প্রায় সমস্ত রাস্তাতে অসংখ্য সারমেয় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। সে সময় রাস্তা দিয়ে সাইকেল বা মোটর সাইকেল নিয়ে চলাচলকারী যাত্রীদের অনেকের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে বা তাড়া করে। এতে রাতের বেলায় প্রায়ই সারমেয়দের আক্রমণে কামড় খেয়ে বা পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছেন বহু মানুষ।

যেখানে বিপদ

- প্রতি রাতেই কোচবিহার শহরে কুকুরের তাড়া খেয়ে বা কামড়ে আহত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে
- রাতে শহরের পাওয়ার হাউস চৌপথি, রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন পঞ্চরঙ্গি মোড়ে উপদ্রব
- মরাপোড়া চৌপথি, সুভাষপল্লি, গুঞ্জবাড়ি, কাছারি মোড়, দেশবন্ধু মার্কেটে এমন ঘটনা ঘটছে
- রাত হলেই সাইকেল বা মোটর সাইকেল নিয়ে অনেকেই চলাচল করার সাহস পান না

পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে একটু বেশি রাত হলেই সাইকেল বা মোটর সাইকেল নিয়ে মানুষ এখন কোচবিহারের রাস্তা দিয়ে চলাচল করার সাহস পান না। নেহাত খুব দরকার না হলে একটু বেশি রাতে যাত্রীরা কেউ রাস্তা দিয়ে সাইকেল বা মোটর সাইকেল নিয়ে বের হতে চান না। এর ফলে কুকুরে কামড় খাওয়া রোগীর সংখ্যা এতটাই বাড়ছে যে বর্তমানে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে বর্তমানে ৫০ জন রোগী কুকুরের জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়।

আর রাতের বেলায় শহরের রাস্তায় কুকুরের এমন আতঙ্কে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রশ্ন উঠছে, পুরসভা বা প্রশাসন কেন এই নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না? পুরসভা কেন সারমেয়দের টিকা দিচ্ছে না। পাশাপাশি বাসিন্দাদের অনেকে দাবি তুলেছেন শহরে যেভাবে সারমেয়দের সংখ্যা বেড়েছে, তাতে পুরসভার উচিত বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন,'আমরা পশু হাসপাতালের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছিলাম। মাঝে ওরা রাস্তার কুকুরদের ইনজেকশন দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের কাছে তো কুকুর ধরা বা কুকুর রাখার কোনও পরিকাঠামো নেই।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ৩
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ১
এবি নেগেটিভ	- ২
ও পজিটিভ	- ২
ও নেগেটিভ	- ০

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ১
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ২
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ২
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ২
ও নেগেটিভ	- ০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ৭
এ নেগেটিভ	- ১
বি পজিটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৩
ও নেগেটিভ	- ০

আজ শহরে

- অনুভব নাট্য সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে কলকাতার নির্বাক অভিনয় অ্যাকাডেমি প্রযোজিত 'সওদাগরের নৌকা' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই পরিজন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ মার্চ : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ফুটেজে দেখা গিয়েছে দুজন রোগীর আত্মীয় হাসপাতালের ভিতরেই ধূমপান করছিলেন। সেখান থেকেই মঙ্গলবার রাতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় প্রদীপ বর্মন ও ব্রজেন্দ্রনাথ বর্মনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুধবার রাতে এমজেএন মেডিকেলের পুরুষ বিভাগের পিছনের দিকে ঝোপঝাড়ে আগুন লাগে। সেখানে শুকনো গাছপালা থাকায় মুহূর্তেই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। দমকলের একটি ইঞ্জিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওখানে সাধারণত কেউ যাতায়াত করেন না। ফলে সেখানে অগ্নিকাণ্ড কীভাবে হল তা নিয়ে তখনই প্রশ্ন ওঠে।

রাতেই সিসিটিভি খতিয়ে দেখে কর্তৃপক্ষ। দেখা যায় হাসপাতালের ভিতরে দুই ব্যক্তি ধূমপান করে একটি জানলা দিয়ে তা ছুড়ে ফেলেন। সেখান থেকেই আগুন লেগে যায় বলে অভিযোগ। এরপর ওই দুজনকে চিহ্নিত করা হয়। এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেছেন, 'রাতেই দুজন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানাতে নির্দিষ্ট অভিযোগও করেছি।'

হাসপাতাল চত্বর ধূমপানমুক্ত এলাকা। সেখানে যাতে কোনওরকম নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার করা না হয় তা নিয়েও প্রচার চলে। তারপরেও হাসপাতাল ভবনের ভিতরে ধূমপানের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেখানে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সেখানে নজরদারির অভাব ছিল বলে মনে করছেন অনেকেই।

আগুনের নেপথ্যে

- বুধবার রাতে পুরুষ বিভাগের পিছনে ঝোপঝাড়ে আগুন লাগে
- রাতেই সিসিটিভি খতিয়ে দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ
- দেখা যায় দুই ব্যক্তি ধূমপান করে জানলা দিয়ে তা ছুড়ে ফেলছেন
- ওই দুজনকে চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়

চৈত্র সেলের সুযোগে পোশাক বাছাই গৃহিণীর। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ওরাল হেলথ ডে

কোচবিহার, ২০ মার্চ : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ওরাল হেলথ ডে পালন করা হল। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ওই বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মুখাবয়বের স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। রোগীদেরও এবিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

বেতনের দাবি

কোচবিহার, ২০ মার্চ : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের (হিপ্পি) সঙ্গেও দেখা করলেন নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা। একই দাবিতে দু'দিন আগে সংস্থার চেয়ারম্যানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য পরিবহণমন্ত্রীর কাছেও তাঁদের দাবিপত্র পাঠিয়েছিলেন তাঁরা।

চাই বাতি

তুফানগঞ্জ, ২০ মার্চ : বৃহস্পতিবার মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির তরফে রানিরহাট বাজারে নিরাপত্তা বাড়াতে চারটি লাইট লাগানোর অনুরোধ করা হয়। সমিতির সঙ্গে বৈঠকের পর চেয়ারপার্সন সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির অশোক দে, জগবন্ধু সাহা, অশ্বিনী সরকার প্রমুখ।

সর্বদল বৈঠক

তুফানগঞ্জ, ২০ মার্চ : বৃহস্পতিবার মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে ভোটার তালিকা প্রকাশের বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী, তুফানগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জগদীশচন্দ্র বর্মা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। মহকুমা শাসক বলেন, 'ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন, নাম প্রকাশ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে।'

সচেতনতা শিবির

মাথাভাঙ্গা, ২০ মার্চ : মাথাভাঙ্গা শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে মহা ঔষধ আলকুশি গাছ না চেনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা এলাকায়। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তর। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও মাথাভাঙ্গা মহকুমার সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় একটি মেডিকেল টিম আসে। তারা লতানো গাছটি পর্যবেক্ষণ করেন।

নাট্যোৎসব

কোচবিহার, ২০ মার্চ : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে শুরু হল অনুভব রজত জয়ন্তী নাট্যোৎসব। ২৬ মার্চ পর্যন্ত ওই নাট্যোৎসব চলবে। এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর নাট্যব্যক্তিত্ব তথা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এবং চিকিৎসক সুভাষচন্দ্র সাহাকে অনুভব সম্মাননা দেওয়া হয়।

বিজেপির মিছিল

কোচবিহার, ২০ মার্চ : বারুইপুরে বিধায়কদের উপর হামলার প্রতিবাদে কোচবিহারে মিছিল করল বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক সুকুমার রায়।

কসমো বাজারের দ্বিতীয় শোরুম

দিনহাটায় সাংবাদিক সম্মেলনে কসমো বাজারের কর্মকর্তারা।

দিনহাটা, ২০ মার্চ : শুক্রবার দিনহাটা রংপুর রোড জৈন মন্দিরের কাছেই উদ্বোধন হতে চলেছে কসমো বাজারের দ্বিতীয় শোরুমের। প্রথম শোরুমের সাফল্যের পরই দিনহাটায় দ্বিতীয় শোরুম শুক্রবার সকাল দশটায় পথ চলা শুরু করবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ডিরেক্টর গণেশ পোদ্দার, ম্যানেজার প্রলয় দাস ও স্টোর ম্যানেজার রণজিৎ প্রসাদ জানান, গ্রাহকদের কাছে নিত্যনতুন কালেকশন আরও বেশি তুলে দিতেই দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন হতে চলেছে।

ডিরেক্টর গণেশ পোদ্দারের কথায়, 'মেয়েদের নিত্যনতুন কালেকশন যেমন থাকছে তেমনি ছেলেদের টি-শার্ট, জিনসের অনেক কালেকশন থাকছে।' ম্যানেজার প্রলয়ের কথায়, 'নানা রকম অফার ছাড়াও প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে গ্রাহকরা পাঁচ হাজার টাকার শপিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন।' তিনি জানান, ২৫০০ টাকার শপিং করলে ২০০ টাকার, ৫০০০ টাকার শপিং করলে ৫০০ টাকার এবং ১০ হাজার টাকার শপিং করলে ১১০০ টাকার গিফট ভাউচার মিলবে। এছাড়া ২২৫ টাকা থেকে শাড়ি, ১০৯ থেকে টপ, ৯৯ টাকা থেকেই বাচ্চাদের কালেকশন শুরু হচ্ছে।

স্টোর ম্যানেজার রণজিৎ জানান, মূলত সামনে ইদ ও পয়লা বৈশাখের কথা মাথায় রেখেই নিত্যনতুন কালেকশন রাখা হয়েছে। আশা করছি এবছর ইদ ও পয়লা বৈশাখে কসমো বাজার হতে চলেছে দিনহাটাবাসীর নতুন ডেস্টিনেশন। অফার চলবে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

পদ্মের হুঁশিয়ারি

মেখলিগঞ্জ, ২০ মার্চ : মেখলিগঞ্জ পুরসভার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিল বিজেপির মেখলিগঞ্জ শহর মণ্ডল কমিটি। বৃহস্পতিবার মণ্ডল কমিটির সভাপতি আশেকার রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'পুরসভা পাট, তামাক, টোল, গোরুর হাটের নিলাম নিজেদের মানুষকে পাইয়ে দিতে কারচুপি করেছে। অনিয়মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'এই নিলাম প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে না করলে আমরা আন্দোলনে নামব ও প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হব।'

সার্কাস উদ্বোধন

তুফানগঞ্জ, ২০ মার্চ : বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ দোলমেলার রয়েল সার্কাসের উদ্বোধন হল। সূচনা করেন চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন, পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অম্লান বর্মা প্রমুখ। মেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বর্মা বলেন, 'শতাব্দীর প্রাচীন দোলমেলার সঙ্গে সার্কাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ৩ এপ্রিল পর্যন্ত সার্কাস চালু থাকবে।'

পথসভা

তুফানগঞ্জ, ২০ মার্চ : সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে বৃহস্পতিবার শ্রমিক কৃষক যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডে বোথারা মোড়ে একটি পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষকসভা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক আকিক হাসান, সিটুর জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি দত্ত।

গল্প শোনার লোক আছে, বলার নেই

গল্প বলা বা গল্প শোনা বাঙালি জীবনের খুব সাধারণ ঘটনা। যদিও ধীরে ধীরে এই প্রজন্মের মধ্যে থেকে এই ব্যাপারটা প্রায় হারিয়েই গিয়েছে বলে অনেকের অভিযোগ। কিন্তু তারা যে গল্প শুনতে যথেষ্ট আগ্রহী তার প্রমাণ বিভিন্ন গল্প শোনানোর ইউটিউব চ্যানেলের ভিউজের সংখ্যা। কারণ খুঁজতে গিয়ে অনেকে মানছেন, এখন গল্প বলা বা গল্প পড়ে শোনানোর লোকের বড়ই অভাব। খোঁজ নিলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

কোচবিহার ২০ মার্চ : সে একটা সময় ছিল বটে। মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখে গল্প শুনতে শুনতে বাচ্চারা নিজেদের কল্পনার একটা জগৎ তৈরি করে ফেলত। সেখানে একসঙ্গে অনায়াসে বসবাস করত বুদ্ধু ভুতুম, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, লালকমল-নীলকমল, সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি, নাবিক সিন্দাবাদ থেকে শুরু করে গায়ে কাঁটা দেওয়া ভূত-ব্রহ্মদত্যিরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব গল্প বলা ঠাকুমা দিদিমাদের সংখ্যা যেমন কমে গেল তেমনই কমল আগ্রহী 'শ্রোতার' সংখ্যা।

বাচিক শিল্পী গৌতমী ভট্টাচার্যর কথায়, 'গল্প বলার সময় দেখা যেত বাচ্চারা তার মধ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত এবং পরবর্তীতে কী হচ্ছে জানার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠত। আমরা ছোটবেলায় ভাত খেতে খেতে মা ঠাকুমার মুখে গল্প শুনেছি, গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি।' কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ বাচ্চাই মোবাইলে বেশি আগ্রহী। আর এর জন্য তিনি বেশি দায়ী মনে করেন তাদের অভিভাবকদের।

বাচ্চাদের জন্য গল্প পাঠ তাদের কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করে। গল্প যতই এগোয় তাদের কল্পনাশক্তি ততই প্রবল হয়ে ওঠে। গল্প শোনার সময় তারা গল্পের বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনা কল্পনা করে নিতে পারে। সাধারণত মানুষের ডানদিকের ব্রেন তাদের কল্পনা করতে সাহায্য করে বলে জানালেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বিনায়ক রায়। তাঁর কথায়, 'সবচেয়ে মজার বিষয় হল একই গল্প ১০ জন বাচ্চা শুনলে ১০ রকমভাবে কল্পনা করে। কিন্তু কার্টুন বা কোনও মহাকাব্যিক সিরিয়ালে তারা যা দেখছে তার বাইরে আর কল্পনা করতে পারবে না। সেখানে সকলের কল্পনা একই রকম হবে।'

টাকাগাছ গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা কাকলি মুখোপাধ্যায় জানালেন, তিনি খুব চেষ্টা করেন বাচ্চাদেরকে গল্প বলার। কিন্তু লক্ষ করেছেন তাদের মধ্যে গল্প শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কোনও কিছু শোনার সঙ্গে তারা সেটা দেখতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে শুধু গল্প শুনতে আগ্রহী নয়।

কিন্তু যাদের নিয়ে এত কথা সেই 'নতুন প্রজন্মের' মধ্যে যে গল্প শোনার ইচ্ছা কখনও দমে যায়নি, তার প্রমাণ কিন্তু পাওয়া গিয়েছে শেষ কয়েক বছরে। যখন ইউটিউবে আসা একের পর এক গল্প বলার চ্যানেলে তাঁদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া স্বস্তিক দাসের কথায়, 'দিদার থেকে ছোটবেলায় রামায়ণ, মহাভারত শুনে শুনে ছোটবেলায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখনও সুযোগ পেলে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে নানান স্বাদের গল্প শুনি।' আর এসব দেখেই অনেকে মনে করছেন, নতুন প্রজন্মের গল্প না শোনার কারণ তাদের অনাগ্রহ নয়। বরং নিউক্লিয়ার পরিবারের বাড়বাড়ন্ত। যেমন-ভেনাস স্কোয়ারের মেরি নিয়োগীর কথায়, 'নিজের নাতনিকে কত গল্প শোনাতাম। কিন্তু এখন বাকিরা আর সেই সুযোগ কোথায় পায়, সবার নাতি-নাতনিরাই তো দূরে দূরে।' আর তাই গল্প বলার লোকের অভাবই এই প্রজন্মকে গল্প শোনা থেকে দূরে সরিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

স্থানীয় দাবি নিয়ে বিক্ষোভ

হলদিবাড়ি, ২০ মার্চ : বিভিন্ন দাবিতে হলদিবাড়ি হাসপাতালের বিওমওএইচকে স্মারকলিপি দিল এআইডিওয়াইও। উপস্থিত ছিলেন রুস্তম সরকার, জহিদুল হক, কপিল বর্মন প্রমুখ। বৃহস্পতিবার স্টেশন রোডে অবস্থিত দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়ে সংগঠনের সদস্যরা হলদিবাড়ি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে বিক্ষোভ দেখান। এরপর বিওমওএইচের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের সদস্যরা বলেন, 'হলদিবাড়ি হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করা, দ্রুত ব্লাড ব্যাংক চালু, ময়নাতদন্ত ও পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্সের দাবি সহ অন্যান্য বেশ কিছু দাবিতে এদিন স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

নেশার ঠেক

কোচবিহার, ২০ মার্চ : কোচবিহার শহরের তোর্ষার বাঁধের রাস্তায় অভিযান চালিয়ে একটি নেশার ঠেক ভেঙে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পালের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালায়। সেখানে রাস্তার ধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে ঠেক তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেটি ভেঙে দিয়ে একজনকে আটক করা হয়।

রাজবাড়ি পার্কে প্রাচীরের নকশা করা শিক উধাও

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ মার্চ : শহরের মিনিবাস স্ট্যান্ড লাগোয়া রাজবাড়ি পার্কের সামনের একাংশে এবং কোচবিহার স্টেডিয়ামের কিছু জায়গায় সীমানা প্রাচীরের সুদৃশ্য নকশা করা শিক উধাও হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন এই ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ব্যস্ততম রাস্তা থেকে রাজ আমলের লোহার শিকগুলি উধাও হয়ে যাওয়ায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজবাড়ির সীমানা প্রাচীরের জন্য একসময় বিদেশ থেকে সুদৃশ্য লোহার গ্রিল আনা হয়েছিল। যদিও বিষয়টি নিয়ে ইকো হেরিটেজ প্রিজার্ভেশন সোসাইটির সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। বিষয়টি নিয়ে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক বলেন, 'রাজবাড়ি চত্বর আমাদের দায়িত্বে থাকলেও বাইরের এলাকা দেখভালের দায়িত্ব আমাদের নয়। এটা জেলা প্রশাসনের দেখা উচিত।'

রাজবাড়ির সামনে লোহার শিকের উঁচু সীমানা প্রাচীর রয়েছে। লোহার শিকের সেই একই বাউন্ডারি ওয়াল রাজবাড়ি পার্ক এবং কোচবিহার স্টেডিয়ামের

রাজবাড়ি পার্কের সীমানা প্রাচীরের বেহাল অবস্থা। ছবি : জয়দেব দাস

সামনেও রয়েছে। বর্তমানে রাজবাড়ি পার্কটি ইকো হেরিটেজ প্রিজার্ভেশন সোসাইটির অধীনে রয়েছে। কী করে সেই সীমানা প্রাচীরে থাকা রাজ আমলের নকশা করা লোহার শিক উধাও হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

রাজবাড়ি পার্ক ও মূল রাজবাড়ির মাঝে শুধু একটি প্রাচীর রয়েছে। এতে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা নিরাপত্তাকর্মীদের চোখ এড়িয়ে খুব সহজেই রাজবাড়ির মূল ভবনে ঢুকে পড়তে পারে। এতে রাজবাড়িতে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য জিনিস চুরিও হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন শহরবাসীদের একাংশ। সম্প্রতি কোচবিহার স্টেডিয়ামে থাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার হলঘর থেকে একটি টিভি চুরি যায়। এই অবস্থায় পার্ক এবং স্টেডিয়ামের সামনে থাকা সীমানা প্রাচীরের একাধিক লোহার শিক উধাও হয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। এই ব্যাপারে অ্যাসোসিয়েশন অফ বেটার কোচবিহারের সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'সীমানা প্রাচীরের ওই লোহার শিকগুলির সঙ্গে কোচবিহারের রাজবাড়ির ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। এগুলি চুরি হওয়া আমাদের কাছে লজ্জার। এবিষয়ে রাজ্য সরকার এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিশেষ নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

গোধূলিবেলায়।। কোচবিহার ঘুঘুমারি তোর্ষা সেতু থেকে অর্পণ গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ভিড় বাড়তেই বেড়েছে ভাড়া

চিন্তায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : সুযোগের সদ্ব্যবহার বলা যেতেই পারে। বোর্ডের পরীক্ষাগুলো শেষ। সমতলে রোদের তেজ বাড়ছে। স্বস্তির খোঁজে উত্তরবঙ্গ সহ সারা রাজ্য, দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা পাড়ি দিচ্ছেন পাহাড়ে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে ভিড় আরও বাড়বে। বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে একাংশ গাড়িচালক ভাড়া হাঁকছেন মর্জিমতো।

এই পরিস্থিতিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কী কারণ? একাংশ ব্যবসায়ীর গলায় আশঙ্কার সুর, 'এভাবে লাগামছাড়া ভাড়া চাইলে তো বিপদ। মানুষ বাড়তি খরচের ভয় পেয়ে আর যদি আসতেই না চান। যদি বেছে নেন ভিনরাজ্যের কোনও গন্তব্যস্থল? তবে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটা মানুষের পেটে লাথি পড়বে।'

প্রশ্ন উঠছে, গাড়িভাড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই কেন প্রশাসনের? হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের মতে, 'সরকার যদি গাড়িভাড়া নির্ধারণ করে দেয়, তবে বোঝা যাবে চালকরা কত টাকা বেশি নিচ্ছেন। প্রশাসনের উচিত পর্যটন মরশুমের শুরুতে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া। সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

> সরকার যদি গাড়িভাড়া নির্ধারণ করে দেয়, তবে বোঝা যাবে চালকরা কত টাকা বেশি নিচ্ছেন। প্রশাসনের উচিত পর্যটন মরশুমের শুরুতে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।
>
> সম্রাট সান্যাল, সাধারণ সম্পাদক, হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম

ট্রেন বা প্লেনে করে এলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন কিংবা বাগডোগরায় নেমে গাড়িভাড়া করেন পর্যটকরা। শুধুমাত্র দার্জিলিংয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছোট গাড়িগুলো কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা নিত। এখন চাওয়া হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার টাকা। বড় গাড়ির ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ দেড় থেকে দুই হাজার টাকা।

গাড়িচালকদের কাছে এই সময়টা পৌষমাস হলেও, ভাড়ার অঙ্ক শুনে চোখ ছানাবড়া অবস্থা পর্যটকদের। চালকরা অবশ্য যুক্তি দিচ্ছেন, সারাবছর এখানে পর্যটক আসেন না। ট্যাক্সি নম্বরের গাড়ি চালাতে অনেক খরচ। তাই পর্যটন মরশুমে সামান্য বেশি ভাড়া না নিলে বাকি মাস তাঁরা চলবেন কীভাবে।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা চন্দন ঝা-এর একটি বড় গাড়ি রয়েছে। তিনি নিজেই চালক। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বৃহস্পতিবার কয়েকজন পর্যটককে নিয়ে সকাল সকাল রওনা হন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দু'দিন আগে ওই গাড়ির জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা ভাড়া নিয়েছেন চন্দন। এদিন পর্যটকদের খরচ করতে হল ৫ হাজার টাকা।

একাংশ চালকের কীর্তিতে ক্ষুব্ধ পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এপ্রসঙ্গে ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া নিয়ে পরিবহণ কর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছি। স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বেআইনিভাবে ভাড়াবৃদ্ধিকে আমরা সমর্থন করি না।' সম্রাটের মতো তিনিও মনে করেন, সরকারের উচিত ভাড়া নির্ধারণ করে দেওয়া। নয়তো এই সমস্যার সমাধান হবে না। পর্যটকদের সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন বাগডোগরা ট্যাক্সি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিলন সরকার। তাঁর কথায়, 'পর্যটন মরশুমে প্রচুর বাইরের গাড়ি বিমানবন্দরে আসে। পর্যটকরা সেই চালকদের ফাঁদে পা দিয়ে সমস্যায় পড়েন। আমাদের অনুরোধ, নিউ জলপাইগুড়ি কিংবা বাগডোগরায় নেমে পর্যটকরা যেন যাত্রীসাথী অ্যাপ বা প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ থেকে গাড়ি ভাড়ায় নেন।' শুধু যাত্রীসাথী বা প্রিপেড ট্যাক্সি দিয়ে কি পর্যটকদের ভিড় সামাল দেওয়া যাবে, সেই নিশ্চয়তা অবশ্য দিতে পারেননি মিলন।

১ এপ্রিল থেকে জলাভূমি সমীক্ষা

কোচবিহার, ২০ মার্চ : কোচবিহারে কোথায় কোথায় জলাভূমি রয়েছে, বর্তমানে সেগুলোর কী পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে সমীক্ষা শুরু করবে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বুধবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। বৈঠকে অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত, জেলা সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বদিরুদ্দিন শেখ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সৌমেন বলেন, 'আগামী ১ এপ্রিল থেকে সমীক্ষা শুরু করবে জেলা প্রশাসন।'

ঘাড়ে কোপ, দেহ বাগানে

প্রথম পাতার পর

করানোই নীলাঞ্জনের কাল হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আদতে আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা নীলাঞ্জন তরাই অঞ্চলে বিধাননগরের কাছে জয়ন্তিকা চা বাগানে প্রায় ৪ বছর কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই বাগানের বাঁশলাইনে ১২ এবং ১৪ নম্বর সেকশনে রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে দুপুর ২টো নাগাদ।

চা বাগানের ১২ নম্বর সেকশনে তখন মহিলা শ্রমিকরা চা পাতা তুলছিলেন। যেখান থেকে ঘটনাস্থল ২০০ মিটারের বেশি দূরে নয়। তাছাড়া ৫০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে ১৪ নম্বর সেকশনে কীটনাশক স্প্রে করা চলছিল। বাগানের কাঁচা রাস্তা দিয়ে লাল রংয়ের মোটরবাইকে সেখানে তদারকি করতে যাচ্ছিলেন সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। চা বাগান কর্তৃপক্ষ হঠাৎই খবর পায়, নীলাঞ্জনের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

কাছাকাছি শ্রমিকরা কাজ করতে থাকলেও কেন কোনও চিৎকার বা অন্য আওয়াজ কেউ পেলেন না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বাগান থেকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন, সার্কেল ইনস্পেক্টর সৈকত ভদ্র এবং ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কাঁচা রাস্তার উপর চিত হয়ে পড়ে ছিল দেহটি। ঘাড়ের কাছে প্রায় তিন ইঞ্চি গভীর ক্ষত। ওই ক্ষত ধারালো কিছুর আঘাতে হয়েছে বলে পুলিশ মনে করছে।

নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন শুধু বলেন, 'একজনকে আটক করা হয়েছে। তাকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।' চা বাগানের কোয়ার্টারে থাকেন নিহতের স্ত্রী ও ছেলে শুভাশিস। তাঁরা কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথাও বলতে চাননি তাঁরা। তবে পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি থেকে ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। গোটা জয়ন্তিকা চা বাগানে আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে।

আবাসের নামে টাকা আদায়

দিনহাটা পুরসভাকে শোকজ

কলকাতা, ২০ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার নামে অনৈতিকভাবে টাকা তোলার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় কোচবিহারের দিনহাটা পুরসভাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এভাবে পুরসভা টাকা তুলতে পারে না। এটা বেআইনি।' বেআইনিভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য কেন তৎকালীন ও বর্তমান পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে না এবং কেন পদক্ষেপ না করার জন্য বর্তমান পুরপ্রধানকে অপসারণ করা হবে না, তা তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে।

কোথায় বেনিয়ম

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তালিকাভুক্তদের থেকে ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের নামে ২০ হাজার টাকা করে নিচ্ছে পুরসভা
- সেই টাকা না দিলে তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে
- তিন বছরে কাজ না হলেও টাকা ফেরত চাইলে তা দেওয়া হয়নি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তালিকাভুক্তদের থেকে ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের নামে ২০ হাজার টাকা করে নিচ্ছে পুরসভা। সেই টাকা না দিলে তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগে দিনহাটার সাতপুরা গ্রামের এক বাসিন্দা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আবেদনকারীর আইনজীবী এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, উপভোক্তাদের থেকে ২০ হাজার টাকা করে চাওয়া হয়। কেউ কেউ টাকা দিয়ে দেন।

তিন বছরে কাজ না হলেও টাকা ফেরত চাইলে তা দেওয়া হয়নি। ২০২২ সালে নভেম্বর মাসে এই ঘটনায় অডিট করা হয়। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী জানানো হয়, এই টাকা সংগ্রহ বেআইনি। ৪৩৯.৪২ লাখ টাকা পুরসভা জমা রেখেছে। ১৮৭ জনের নাম বাদ পড়েছে। পুরসভাকে ওই টাকা ফেরতও দিতে বলা হয়। আরটিআই করা হলে এই বিষয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের দপ্তর থেকে জানানো হয়, টাকা ফেরত দেওয়ার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যদিও স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বলেছিল। অতিরিক্ত সচিব এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

একজনও তপশিলি জাতির মানুষ সুবিধা পাননি। তবে পুরসভার যুক্তি, এই প্রকল্প গোটা দেশের জন্য চালু করা হয়। সেক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যেও চালু হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের অনেক পুরসভারই প্রকল্প চালু করতে পারেনি। অধিকাংশ পুরসভার ওই টাকা দেওয়ার ফান্ড নেই। নিকটবর্তী রাস্তা, খাল এগুলি তৈরির জন্য ওই টাকা চাওয়া হয়েছে। পুরসভা অবস্থান জানানোর জন্য হলফনামা দেওয়ার জন্য সময় চায়। তবে কেন্দ্রের আইনজীবী জানান, আবাস যোজনার টাকা রাস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত হবে কীভাবে। এই টাকা নিম্নবিত্ত মানুষকে বাড়ি তৈরির জন্য কেন্দ্র দেয়। তবে প্রধান বিচারপতি পুরসভার উদ্দেশে বলেন, 'এই টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হলেও বেআইনিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।' পুরসভাকে হলফনামা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভুয়ো ভোটার তথ্য খারিজ

প্রথম পাতার পর

চেষ্টা করছে যাতে নির্বাচনে ওরা নিজেরা ভুয়ো ভোটার ঢোকাতে পারে।'

এদিনের বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে তৃণমূলের তরফে দলের শিক্ষক নেতা মানস ভট্টাচার্য, বিজেপির জেলা কমিটির নেতা দিব্যনাথ বর্মন, ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার, সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জেলা শাসক জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা তৈরির সময় এপিক নম্বরের যে সিরিজ ব্যবহার করে, সেই সিরিজগুলো একেকটি বিধানসভা বা এলাকার জন্য একেকরকমের থাকে। আর এই সিরিজ ব্যবহার করতে গিয়েই ভুলটা হয়েছে। কোচবিহার বিশেষ করে মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য এক্ষেত্রে যে সিরিজটা ব্যবহার করার কথা, সেই একই সিরিজ ভুলবশত উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সহ ভিনরাজ্যের কিছু কিছু জায়গাতেও ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে একই এপিক নম্বরে দুটো, তিনটে বা একাধিক ভোটারের নাম থেকে গিয়েছে। জেলা শাসক বলেন, 'এই ভুলগুলি হয়েছে অন্য রাজ্যের প্রশাসনের তরফে। এই রাজ্যের বা এই জেলা প্রশাসনের এটা কোনও ভুল বা গাফিলতি নয়।'

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'আমাদের দাবি একটি এপিক নম্বরে একজন ভোটার থাকবে। কিন্তু এখন যেহেতু একটি এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম রয়েছে। তাই ফাইনাল ভোটার তালিকা না পাওয়া পর্যন্ত প্রশাসনের এসব ব্যাখ্যা আমরা এখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না।'

সুবর্ণকে বদলি দার্জিলিংয়ে

নির্মল ঘোষ ও রণজিৎ ঘোষ

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ২০ মার্চ : ফের বদলির কোপে পড়লেন অভয়া আন্দোলনের অন্যতম মুখ সিনিয়ার চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী। পূর্ব বর্ধমানের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে সুবর্ণকে বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দার্জিলিংয়ের টিবি হাসপাতালের সুপার পদে দ্রুত যোগ দিতে বলেছে। এই বদলির পিছনে সরকারের 'প্রতিহিংসামূলক মনোভাব' দেখছেন তিনি। ইতিমধ্যেই অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস সহ চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবকে চিঠি দিয়ে এই বদলির প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, এটা রুটিন বদলি। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই।

২০ বছরের চাকরি জীবনে এই নিয়ে ১৪ বার বদলি হলেন সুবর্ণ। তিনি বলেন, 'আমাদের চাকরিতে বদলি স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে, আমি যে পদে আছি তার থেকে নীচু পদে বদলি করা যায় না। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই আমাকে তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ সুপারের পদে বদলি করেছে।'আরজি কর কাণ্ডের পর সরকার বিরোধী আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন এই চিকিৎসক। এদিন তিনি বলেছেন, 'অভয়ার মৃত্যুর বিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। এজন্য সরকার আমার মুখ বন্ধ করতে চাইছে। যাঁরা অভয়া আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সবাইকেই মাঝে মাঝে লালবাজারে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্তা করা হচ্ছে। এছাড়া দার্জিলিংয়ের যে হাসপাতালে আমাকে বদলি করা হয়েছে, সেখানে খুব কম রোগী যান। কাজ করার সুযোগ খুবই কম।'

অভয়া আন্দোলনের মুখ

আরজি করের প্রাক্তনী সুবর্ণ চাকরি জীবনের শুরুতে ২০০৪ সালে বীরভূমের মেডিকেল অফিসার ছিলেন। সেই সময়ে সিউড়ি-২ ব্লকের তৎকালীন বিএমওএইচ-এর বিরুদ্ধে ওষুধ কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন তিনি। ফলস্বরূপ বদলির কোপে পড়েন। বাম জমানায় একাধিকবার তাঁর বদলি হয়। তৃণমূল জমানাতেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ তোলায় আটবার বদলির কোপে পড়েন সুবর্ণ। ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) থাকাকালীন করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা না হওয়া নিয়ে অভিযোগ তোলায় তাঁকে এখান থেকে পূর্ব বর্ধমানের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিসাবে বদলি করা হয়েছিল। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সরকার বিরোধী চিকিৎসক আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন সুবর্ণ। তার জেরেই তাঁকে এবার শাস্তিমূলক বদলি হিসাবে দার্জিলিংয়ের টিবি হাসপাতালে পাঠানো হল বলে চিকিৎসক সংগঠনগুলি মনে করছে।

এরই মধ্যে তাঁর বদলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা বলেছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্নীতি ও 'হুমকি সংস্কৃতি'-র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই সুবর্ণকে বদলি করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের প্রধান সচিবকেও চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। চিকিৎসকদের অপর সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিসেস ডক্টরস'-এর তরফেও প্রধান সচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের তরফে ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সাতবার সুবর্ণকে উত্তরবঙ্গে বদলি করা হল। এভাবে কণ্ঠরোধ করা যাবে না। এই বদলি রদ না করা হলে আমরা আইনি পদক্ষেপের কথা চিন্তা করব।'

অসন্তোষ

> আমাদের চাকরিতে বদলি স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে আমি যে পদে আছি তার থেকে নীচু পদে বদলি করা যায় না। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই আমাকে তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ সুপারের পদে বদলি করেছে।
>
> -সুবর্ণ গোস্বামী

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট পড়ুয়াকে মারধর

শীতলকুচি, ২০ মার্চ : বসন্ত উৎসব চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া পড়ুয়াকে মারধর করা হয়েছে বলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার শীতলকুচি কলেজে এই ঘটনাটি ঘটে। কলেজের টিএমসিপির এক ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে।

এদিন শীতলকুচি কলেজে টিএমসিপির ছাত্র নেতারা বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। জখম পড়ুয়া সুদামা রায় বলেন, 'এদিন আমি মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ছাত্র নেতা রানা রায় সিংহ বাইক নিয়ে কলেজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর বাইকে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে আমার গায়ে লাগে। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দীর্ঘক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলাম।' সুদামার অভিযোগ, জ্ঞান ফিরতেই রানা তাঁকে ডেকে মারধর করেন। রানা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি বাইক নিয়ে যাওয়ায় সময় অজান্তেই বাইকের তার ছিঁড়ে ওই পড়ুয়ার গায়ে লাগে। কিন্তু তাঁকে মারধরের অভিযোগ মিথ্যা।'

পড়ুয়ার অসুস্থতার বিষয়টি তিনি শুনেছেন বলে শীতলকুচি কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য তপনকুমার গুহ জানান। বাকি ঘটনাটি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানানো হয়েছে।

প্রয়াত নেত্রী ফিরোজা

কোচবিহার, ২০ মার্চ : প্রয়াত হলেন এসইউসিআইয়ের (কমিউনিস্ট) কোচবিহার জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্যা ফিরোজা আহমেদ।

বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ির কার্যালয়ে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর মৃত্যুতে জেলার রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বাড়ে। এরপর দেলর হয়ে তিনি কাজ করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে কোচবিহারে পরিচারিকাদের নিয়ে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি গড়ে তোলেন। ফিরোজা সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির জেলা সম্পাদিকার পদে ছিলেন।

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ।

বিক্ষোভ গ্রেটারের

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ মার্চ : ভোগমারা এলাকায় এক ব্যক্তির প্রায় এক বিঘা জমি অন্যজনের নামে করে দেওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙা-২ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) মাথাভাঙা-২ ব্লক কমিটি। এদিন তারা মিছিল করে দপ্তরে আসে। রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। এরপর সংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী বিএলএলআরও নির্ঝর বিশ্বাসকে স্মারকলিপি দেন। সংগঠনের মাথাভাঙা-২ ব্লক সভাপতি পরিমল বর্মনের কথায়, 'আমাদের সংগঠনের কর্মী ভবেন ডাকুয়ার প্রায় এক বিঘা জমি আগের বিএলএলআরও অন্য ব্যক্তির নামে করে দিয়েছেন। আমরা চাই সেই জমি পুনরায় প্রকৃত মালিকের নামে করে দেওয়া হোক। আধিকারিকের তরফে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' বিএলএলআরও বলেন, 'আমার আগের আধিকারিকের সময় একটা সমস্যা হয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আবেদন জানাতে বলেছি। সবরকম সহযোগিতা করব।'

সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা হরিহরের

কোচবিহার, ২০ মার্চ : রাজনৈতিক বিতর্ক এড়িয়ে চলতে চাইছেন রাজবংশী ভাষা আকাদেমির নয়া চেয়ারম্যান হরিহর দাস। ওই পদে মনোনীত হওয়ার পেছনে নগেন রায়ের হাত নেই বলে দাবি হরিহরের। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমার রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হওয়ার সঙ্গে নগেন রায়ের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে, এটা ঠিক। আমি সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করি।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর গুণগান শোনা গিয়েছে হরিহরের গলায়। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামীদিনে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁদের পরামর্শ নিয়ে কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন।

জেলে গিয়েও

প্রথম পাতার পর

আমরা আতঙ্কে দিনহাটায় কোনও পুলিশের কাছে না গিয়ে সরাসরি পুলিশ সুপারের দপ্তরে এসেছি।'

দিনহাটা ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে দু'দিন ধরে গোটা জেলা সরগরম রয়েছে। সোমবার রাতে এক মহিলা দিনহাটা মহিলা থানায় আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত মান্নান তৃণমূলের বড় আটিয়াবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ধর্ষণের অভিযোগ উঠতেই দল তাঁকে বহিষ্কার করে। মান্নান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ফলে এলাকায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রভাবশালী হওয়ায় এলাকায় মান্নানের অনেক অনুগামী রয়েছে। তাদেরই কেউ কেউ নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও এবিষয়ে উদয়ন বলেছেন, 'এটি পুলিশের বিষয়। তারা নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখছে।'

ভুল নামের মণিমুক্তোয় শিলিগুড়ির

প্রথম পাতার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পও স্বামী বিবেকানন্দের নাম বলেছিলেন, বিবেকমুন্ডন। মোদি একবার লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ভুল বলে গিয়েছেন পরের পর। রাহুল গান্ধি বিহার, কর্ণাটকে গিয়ে যাঁদের স্মরণে অনুষ্ঠান, তাঁদের নামই ভুল বলেন। অমিত শা যেমন অনেকবার নাম গুলিয়েছেন। হম কিসিসে কম নেহি।

মমতার এ ধরনের ভুল আকছার। সত্যজিৎ সরণিকে ধরণী বলা, সিধো-কানহোর সঙ্গে ডহরকেও লোক বানিয়ে ফেলা, নেহরুর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' বইকে সটান 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' বলা, রাকেশ শর্মাকে রাকেশ রোশন বলা--কত কী শুনেছি! মোদিরও 'মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধি' আমরা শুনেছি। শুভেন্দু একদা 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' এর মানেই পালটে দেন 'যো হামারে সাথ হাম উনকা সাথ' বলে।

এই তালিকা অনিঃশেষ। মুলায়ম সিং যাদব একবার সুভাষচন্দ্র বসুকে বললেন সুভাষচন্দ্র ভার্মা। নীতীশ কুমারের কীর্তি অজস্র? সেরা, জওহরলাল নেহরুকে জওহরলাল কুমার বানানো।

এই যে এত ভুলের মণিমুক্তোর মালা গাঁথা, নেতারা মোটেই অস্বস্তিতে পড়েন না। ভুল করলেও ভুল স্বীকারে নেই। ওইভাবেই যোগী আদিত্যনাথ কবীরকে বানিয়েছেন কবীর সিং। চন্দ্রবাবু নাইডু সিভি রমণকে বলেছেন সিভি রাও। স্ট্যালিনের কথায় চিদম্বরম পিল্লাই হয়ে গিয়েছেন চিদম্বরনাথ। বিজয়ন আবার নিজের পার্টির কৃষ্ণ পিল্লাইকে বলেছেন কৃষ্ণন।

বিদেশেও পাবেন এরকম ভুলভাল বলার প্রবণতা। ট্রাম্প, শি জিনপিং, পুতিন, এর্দোগান, নেতানিয়াহু, ম্যাক্রোঁ, ট্রুডো, জেলেনস্কি, শেহবাজ শরিফ, আলি খামেনেই--সবারই আছে এমন সম্পদ।

নেতারা অবশ্য জানেন, জনতা এতে অভ্যস্ত এখন। তারা বড়জোর ফেসবুকে দু'দিন খিল্লি করবে। সমমনোভাবাপন্ন লোকদের সঙ্গে কথোপকথনে মজা পাবে। তারপর চলে যাবে অন্য বিষয়ে। সাম্প্রতিক বাঙালির কূটকচালি বেশি রাজনীতি ও ধর্ম নিয়ে। ভিনরাজ্য বা বিদেশের খবরে মাথা ঘামায় না। ভাবনার ডালপালা বেশি ছড়ায় না নিরপেক্ষতা বা প্রতিবাদমনস্কতার অভাবে।

যা মনে করায় শিলিগুড়িকে।

এই যে ইদানীং প্রতি রাতে শিলিগুড়ির অনেকটা ঢেকে যাচ্ছে ধোঁয়ার আস্তরণে, প্রশাসনের মাথাব্যথা দেখছেন কোনও? প্রচুর প্রবীণ বা শিশু শ্বাসকষ্টে অস্থির, কুকুর-বিড়াল অসহায়, মেয়র গৌতম দেব ও তাঁর সঙ্গীরা কিছু স্থায়ী সমাধান ভেবেছেন? না। বিধায়ক শংকর ঘোষ রাজপথে লাগাতার প্রতিবাদে নেমেছেন? না। কোথায় সিপিএম-কংগ্রেস? ব্যাপারটা প্রসেনজিতের লিপে 'জ্যোতি' ছবিতে কিশোরকুমারের বিখ্যাত গানের মতো--ধোঁয়া, ধোঁয়া, ধোঁয়া।

বনের আগুন সামলানোয় এমনিতে বাংলা ভালো জায়গায়। উত্তরাখণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ। বাংলা ভালো জায়গায় থাকলে শিলিগুড়ির দুর্দশা কেন? তিন বছর ধরে গোটা তিন ছেঁদো এক যুক্তি শুনে চলেছি। প্রশ্ন হল, এটা যখন নিয়মই, তবে চৈত্র-বৈশাখে শিলিগুড়ির প্রশাসকরা আগাম সতর্কতা নেন না কেন? দিন দুই আগে শুনলাম, ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরে ৬৮৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা খরচের এবং ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেন মেয়র গৌতম দেব। গতবার মার্টিন লুথার কিংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে বাজেট বক্তৃতা ছিল গৌতমের। 'Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.'

আলো-আঁধার, ঘৃণা-ভালোবাসার ধাঁধার মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়া। ২০২৪-'২৫-এ ৬১৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ পেশ হয়। ২০২৩-'২৪ এ বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৯১ কোটি ৭৭ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ বছরে প্রস্তাবিত খরচ দেখছি ২৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ, ঘাটতি ২.২২ কোটি টাকার। মানে সাত বছরে শহরের বরাদ্দ টাকা প্রায় তিনগুণ। উত্তরবঙ্গ উপেক্ষিত, তা তো এখানে বলা যাবে না! শিলিগুড়ির রাজপথে ঘোরার ফাঁকে ভাবি, শহরে বাজেট বৃদ্ধির প্রতিফলন কোথায়? এখনও খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয়, কী সুদূরপ্রসারী উন্নতি হল শিলিগুড়ির। যা নিয়ে কুড়ি বছর পরেও সশ্রদ্ধ বলাবলি করবে জনতা। তবু নেতাদের কথা কমে না। সেনাদের ট্রেন নিঃশব্দে সবার অজান্তেই লক্ষ্যের স্টেশনে পৌঁছে যায়। নেতাদের উচ্চকিত ট্রেন মাঝে মাঝেই মুখ থুবড়ে পড়ে, স্টেশন অধরা থেকে যায়।

গাড়িতে হামলা

প্রথম পাতার পর

আদালত চত্বর থেকে বেরিয়ে হেঁটে গাড়িতে ওঠার সময় নিখিলকে কার্যত তাড়া করা হয়। সেই সময়ই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও ইট ছোড়া হয়। এছাড়াও তার গাড়ির টায়ার পাংচার করে গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অন্যান্য বিজেপি নেতা ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে পুলিশের সহায়তায় বিধায়ক বিক্ষোভের মুখ থেকে বেরিয়ে যান। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক সুকুমার রায় সহ নেতারা কোচবিহার শহরের মরাপোড়া চৌপথিতে অবরোধে বসেন। দিনহাটা থেকে ফিরে নিখিলও সেখানে শামিল হন। সবাই মিলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

ঘাসফুল শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি। তৃণমূল নেতা সাবির সাহা চৌধুরীর বক্তব্য, 'বিজেপি বিধায়করা যেখানেই যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন।' বিজেপি অভিযোগ মানতে চায়নি। তাদের দাবি, এদিন ঘটনাস্থলে উদয়ন গুহর ঘনিষ্ঠ রানা বণিক, মনোজ দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সিপিএম এই ঘটনাকে কটাক্ষ করেছে। দলের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের কথা, 'আদালত চত্বরে যদি এরকম ঘটনা হয় তাহলে গণতন্ত্র কোথায়? দিনহাটাতে বাহুবলী মন্ত্রী রয়েছেন। ফলে সেখানে তো এধরনের ঘটনা ঘটবেই।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

আইপিএলের অন্যতম সফল দল। কিন্তু গতবার রোহিত শর্মা বনাম হার্দিক পান্ডিয়া বিতর্কে সবার শেষে থামতে হয়েছিল। পরিস্থিতি বদল অনেকটাই হয়েছে। প্রশ্ন হল, ষষ্ঠ আইপিএল ট্রফি কি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে আসবে?

হাফডজনের হাতছানি

শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। রঙিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে পারদ চড়ছে। লিগের দ্বিতীয় দিনে চিপক স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এক ম্যাচ নির্বাসনের কারণে হার্দিক পান্ডিয়া নেই। নেই রিহ্যাবে থাকা জসপ্রীত বুমরাহ। জোড়া ডামাডোল নিয়েই হাফডজন আইপিএল খেতাবের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করতে চলা টিম মুম্বইয়ের অন্দরমহলে ঢুঁ মারলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৪-এ দশম স্থান

অধিনায়ক : হার্দিক পান্ডিয়া

হেড কোচ : মাহেলা জয়বর্ধনে **মেন্টর :** শচীন তেন্ডুলকার
বোলিং কোচ : লাসিথ মালিঙ্গা, পরস মামব্রে **ব্যাটিং কোচ :** কায়রন পোলার্ড
ঘরের মাঠ : ওয়াংখেড়ে ক্রিকেট স্টেডিয়াম
প্রথম ম্যাচ : ২৩ মার্চ, চেন্নাই সুপার কিংস
দামি ক্রিকেটার : জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি)
সেরা পারফরমেন্স : ৫ বার চ্যাম্পিয়ন (২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০)

স্কোয়াড

রিটেইন
জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬.৩৫ কোটি), হার্দিক পান্ডিয়া (১৬.৩৫ কোটি), রোহিত শর্মা (১৬.৩০ কোটি), তিলক ভার্মা (৮ কোটি)

নিলাম থেকে
ট্রেন্ট বোল্ট (১২.৫০ কোটি), নমন ধীর (৫.২৫ কোটি), দীপক চাহার (৯.২৫ কোটি), উইল জ্যাকস (৫.২৫ কোটি), মিচেল স্যান্টনার (২ কোটি)।

শক্তি

ব্যাটিং : রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, উইল জ্যাকস-ব্যাটিং অত্যন্ত শক্তিশালী। হার্দিক পান্ডিয়া, নমন ধীররাও ব্যাট হাতে বোলারদের রক্তচাপ বাড়াতে সক্ষম।

পেস ব্রিগেড : ট্রেন্ট বোল্ট-জসপ্রীত বুমরাহ জুটিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে মুম্বই শিবির। আছেন টি২০ স্পেশালিস্ট দীপক চাহার। আছেন হার্দিকও। চোটের জন্য শুরুতে কয়েকটা ম্যাচ বুমরাহকে না পাওয়াটুকু সরিয়ে রাখলে পেস অন্যতম অস্ত্র।

দুর্বলতা

স্পিন ব্রিগেড : মিচেল স্যান্টনার-মুজিব উর রহমান আছেন। কিন্তু দেশি-বিদেশি কম্বিনেশনে দুইজনকে একসঙ্গে খেলানো মুশকিল। বিকল্প বলতে ভারতীয় স্পিনার করণ শর্মা।

টিম বন্ডিং : হার্দিক বনাম রোহিত বিতর্কের ধাক্কায় গতবার লিগের লাস্টবয়। গত ১ বছরে পরিস্থিতি বদলালেও, টিমের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলায় মূল চ্যালেঞ্জ হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনের।

এক্স ফ্যাক্টর

ট্রেন্ট বোল্ট : পুরোনো দলে প্রত্যাবর্তন। ২০২০, ২০২১, টানা দুই মরশুমে বুমরাহ-বোল্ট পেস জুটি সাফল্য এনে দিয়েছে মুম্বইকে। বিশেষত, বোল্টের পাওয়ার প্লে-তে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা যে কোনও অধিনায়কের সম্পদ।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৪৭/৯, দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৪
সর্বনিম্ন স্কোর : ৮৭ কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব (২০১১) ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (২০১৮)
সর্বোচ্চ জয় : ১৪৬ রান, দিল্লিস ডেয়ারডেভিলস, ২০১৭

বর্তমান দলের সর্বাধিক উইকেট : ১৬৫, জসপ্রীত বুমরাহ
সর্বাধিক রান : ৫৪৫৮, রোহিত শর্মা

টিম অ্যানথেম : খেলেঙ্গে দিল খোলকে

সম্ভাব্য একাদশ : রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন/উইল জ্যাকস, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, নমন ধীর, মিচেল স্যান্টনার, দীপক চাহার, মুজিব উর রহমান, ট্রেন্ট বোল্ট ও জসপ্রীত বুমরাহ।

চমক এবার দ্বিতীয় নতুন বল

উঠল থুতু-নিষেধাজ্ঞা ■ পরিধি বাড়ছে ডিআরএসের

মুম্বই, ২০ মার্চ : প্রত্যাশামতোই আইপিএল থেকে উঠে গেল বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে দশ দলের অধিনায়কদের নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে।

উঠল থুতু-নিষেধাজ্ঞা

এবার সুইং পেতে বলে থুতু ব্যবহার করত পারবেন বোলাররা। করোনাকালে সংক্রমণের আশঙ্কায় বলে থুতু ব্যবহারের কৌশলে নিষেধাজ্ঞ জারি হয়েছিল। এদিন বৈঠকে বেশিরভাগ অধিনায়কই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পক্ষে মত দেন।

দ্বিতীয় নতুন বল

রাতের ম্যাচে শিশিরের প্রভাব কমাতে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় নতুন বল ব্যবহারের সুযোগ পাবে বোলিং শিবির। ১১ ওভারের পর নেওয়া যাবে এই নতুন বল। পরিস্থিতি বুঝে বল পরিবর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আম্পায়াররা।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। আগেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড জানিয়েছিল ২০২৭ পর্যন্ত প্রতিটি দল একজন ক্রিকেটার পরিবর্তন করতে পারবে।

ডিআরএস

আসন্ন আইপিএলে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেমের (ডিআরএস) পরিধি আরও বাড়ল। এবার উচ্চতার জন্য ওয়াইড এবং অফ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইডের ক্ষেত্রে ডিআরএস নেওয়া যাবে।

আইপিএলের ক্যাপ্টেনস মিটে ট্রফির সঙ্গে দশ দলের অধিনায়ক। মুম্বইয়ে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পুরস্কার ৫৮ কোটি

মুম্বই, ২০ মার্চ : বিসিসিআই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের জন্য মোট ৫৮ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল বৃহস্পতিবার। দলের ১৫ ক্রিকেটার এবং হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ৩ কোটি টাকা পাবেন। অন্য সাপোর্ট স্টাফরা পাবেন ৫০ লক্ষ টাকা। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার পাবেন ৩০ লক্ষ এবং সহনির্বাচকদের জন্য থাকছে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাইজ মানির পুরোটাই (২০ কোটি) ভাগ করে দেওয়া হবে ক্রিকেটারদের মধ্যে।

প্রথম তিন ম্যাচে রাজস্থানের নেতৃত্বে রিয়ান

পাওয়ার প্লে-কে গুরুত্ব শুভমানের

জয়পুর, ২০ মার্চ : আঙুলে অস্ত্রোপচার হয়েছিল গত মাসে। সেই ধাক্কা সামলে আসন্ন আইপিএলের জন্য সোমবার রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে যোগ দিয়েছেন অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু আঙুল পুরোপুরি ঠিক না হওয়ায় অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম তিন ম্যাচে উইকেটকিপিং করতে পারবেন না তিনি।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে মূলত ব্যাটার সঞ্জুকে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে রাজস্থান শিবিরের। যার ফলে প্রথম তিন ম্যাচে গোলাপি ব্রিগেডকে নেতৃত্বে দেবেন উঠতি তারকা রিয়ান পরাগ। বৃহস্পতিবার রাজস্থান শিবিরের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে।

মুম্বইয়ে এদিন ১০ দলের 'ক্যাপ্টেনস মিট'-এ ঋষভ পন্থ, রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের সঙ্গে খোশমেজাজে পাওয়া গিয়েছে সঞ্জুকে। তবে রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'সঞ্জু নন, প্রথম তিন ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন রিয়ান পরাগ। ২৩ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথমবার রিয়ানকে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে টস করতে দেখা যাবে।' এর ফলে ২৩ বছরের অসমের অলরাউন্ডার রিয়ান আইপিএলে কনিষ্ঠতম অধিনায়কদের তালিকায় ঢুকে পড়লেন। যে তালিকায় সবার আগে রয়েছেন বিরাট কোহলি (২২ বছর, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)।

অধিনায়ক রিয়ান প্রসঙ্গে সঞ্জু বলেছেন, 'আমার আঙুল এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। প্রথম তিন ম্যাচ রিয়ান দলকে নেতৃত্ব দেবে। অধিনায়ক হওয়ার সমস্ত গুণ ওর মধ্যে রয়েছে। আশা করি, দলের প্রত্যেকে রিয়ানকে সাহায্য করবে।'

সঞ্জু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হলে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন ধ্রুব জুরেল। রাজস্থান শিবিরের যা কম্বিনেশন সেক্ষেত্রে অন্তত তিন ম্যাচে ১৩ বছরের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীকে প্রথম একাদশে দেখতে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

দলে টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল থাকলেও রিয়ানকে অধিনায়ক বাছার কারণ হিসেবে রাজস্থান শিবির জানিয়েছে, 'রিয়ান অতীতে ঘরোয়া ক্রিকেটে অসমকে নেতৃত্ব দিয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে রাজস্থান রয়্যালসেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রিয়ান। সবদিক বিবেচনা করেই রিয়ানকে অধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, আসন্ন আইপিলে পাওয়ার প্লে-কে গুরুত্ব দিচ্ছেন গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল। গত বছর শুভমান-বি সাই সুদর্শনের ওপেনিং জুটির ইনিংসের প্রথম ছয় ওভারে গড় রানরেট ছিল ৭.৭২। যা প্রভাব ফেলেছিল দলের পারফরমেন্সেও। দশ দলের লিগে আট নম্বরে শেষ করেছিল গুজরাট শিবির। এবার শুভমানের সঙ্গে ওপেনিংয়ে নামবেন ইংল্যান্ডের তারকা জস বাটলার। ফলে আসন্ন আইপিএলে পাওয়ার প্লে-র পরিসংখ্যানে উন্নতি চাইছেন শুভমান।

> আমার আঙুল এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। প্রথম তিন ম্যাচ রিয়ান দলকে নেতৃত্ব দেবে। অধিনায়ক হওয়ার সমস্ত গুণ ওর মধ্যে রয়েছে। আশা করি, দলের প্রত্যেকে রিয়ানকে সাহায্য করবে।
>
> **সঞ্জু স্যামসন**

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ দিয়ে এবারের আইপিএল শুরু করবে টাইটান্স শিবির। প্রস্তুতির ফাঁকে সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমান বলেছেন, 'পাওয়ার প্লে-তে উইকেট হাতে রেখে যত বেশি সম্ভব রান তোলাই লক্ষ্য থাকবে আমাদের। গতবার পাওয়ার প্লে ও মাঝের ওভারে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাটিং করতে পারিনি আমরা। নিটফল, প্লে-অফে পৌঁছাতে ব্যর্থ হই। ওপেনার হিসেবে আমার দায়িত্ব দলকে ভালো শুরু দেওয়া। পাওয়ার প্লে-র ফায়দা তোলা। গতবার যা করতে পারিনি। আশা করি, এবার ভুল সংশোধন করতে পারব।'

বুধবার প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা এবি ডিভিলিয়ার্স জানিয়েছিলেন, এবারের আইপিলে তিনশোর স্কোর দেখা যাবে। একই সুর শুভমানের গলায়ও শোনা গিয়েছিল। যদিন শুভমান জানিয়েছেন, দল হিসেবে তারা তিনশো রান তোলার লক্ষ্য নিয়ে নামবেন না। গিলের কথায়, 'তিনশো তোলা আমাদের টার্গেট নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে চাই। ব্যাটিং সহায়ক পিচ হলে ২৫০-২৬০ রানও উঠতে পারে। আবার অনেক উইকেটে ১৫০ রানও জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়।'

ক্যাপ্টেনস মিটে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে খুনশুটি ঋষভ পন্থের। বৃহস্পতিবার।

আইপিএলে থাকছে রোবট ডগ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : অতীতে কখনও শোনা যায়নি, দেখা যায়নি। বিশ্ব ক্রিকেট তো বটেই এমনকি অন্য খেলাতেও ঘটেছে কিনা, মনে করা যাচ্ছে না। কিন্তু আসন্ন অষ্টাদশ আইপিএলেই অভিনব দৃশ্য দেখতে চলেছে ক্রিকেট সমাজ। এহেন চমকের নাম 'রোবট ডগ।'

কী এই 'রোবট ডগ'? মোদ্দা কথায়, রোবটের মতো দেখতে একটি কুকুর। যার মাথায় বসানো থাকবে ক্যামেরা। এই রোবট ডগ শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তো বটেই কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচেও থাকবে বলে বৃহস্পতিবার রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইডেনে শনিবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা ম্যাচেই শুধু নয়, এবারের আইপিএলের প্রতিটি ভেনুতেই রাখা হবে বিশেষ প্রযুক্তিতে বানানো এই রোবট ডগকে। জানা গিয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন এই অভিনব রোবট ডগ বাউন্ডারি লাইনের ধার দিয়ে ঘোরাঘুরি করবে। এছাড়া ম্যাচের শুরুর আগে, ইনিংস বিরতিতে এবং খেলা শেষে ক্রিকেটারদের কাছেও চলে আসবে রোবট ডগ। পোষ্য কুকুরের মতো এই রোবট ডগকে ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে বা বিভিন্ন আওয়াজের মাধ্যমে কথা বলতে দেখলেও অবাক হওয়ার থাকবে না। এমনকি খেলা শুরুর আগে ম্যাচ বলও হয়তো এই রোবট ডগ আম্পায়ারদের হাতে তুলে দিতে পারে। সবমিলিয়ে এবারের মেগা লিগে এই অভিনব রোবট ডগ দর্শকদের যে আনন্দ দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বোলিং করতে পারবেন সাকিব

লন্ডন, ২০ মার্চ : বোলিংয়ের জন্য ছাড়পত্র পেলেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। গত বছর সারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সময় তাঁর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ফলে লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বোলিং অ্যাকশন নিয়ে পরীক্ষা দেন। তবে পাশ করতে পারেননি।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে চেন্নাইতে আবারও পরীক্ষা দিয়েছিলেন সাকিব। সেবারও পাশ করতে পারেননি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ দলে জায়গা হয়নি এই তারকার। কয়েকদিন আগে তৃতীয়বারের জন্য লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন সাকিব। এবার তিনি পাশ করেছেন। ফলে বোলিং করতে কোনও অসুবিধা নেই সাকিবের।

ড্র ডায়মন্ডের

বাম্বোলিম, ২০ মার্চ : দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে স্পোর্টিং গোয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ম্যাচের ১১ মিনিটে গোয়ার দলটির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড। স্পোর্টিং গোয়া গোল শোধ করে ২৮ মিনিটে। ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালেও লিগ শীর্ষেই রইল কিবু ভিকুনার দল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চানমারির সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান দুই।

সুনীলকে বল বাড়াতে পেরে গর্বিত লিস্টন

দেশের জার্সিতে প্রথম গোল করার পর লিস্টন কোলাসো।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : তিন বছরের উপর জাতীয় দলে। কিন্তু কোথাও একটা খামতি ছিলই। অবশেষে এল প্রথম গোল!

ম্যাচ শেষে তাই সবথেকে বেশি উচ্ছ্বসিত লাগে লিস্টন কোলাসোকেই। বারবার চেষ্টা করেও নীল জার্সিতে গোল আসছিল না। অবশেষে বুধবার শুধু নিজে গোল করলেন না, অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর ফিরে আসা স্মরণীয় করতে তাঁর গোলের বলও বাড়ালেন। ম্যাচ শেষে তাই খুশি উপচে পড়ে লিস্টনের বক্তব্যে, 'গত তিন বছর ধরে দেশের জার্সিতে একটা গোল পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে দল যেমন লম্বা ১৭ মাস বাদে জয়ে ফিরল তেমনি আমিও নিজের প্রথম গোলটা পেলাম। দেশের হয়ে গোল করার অনুভূতিই আলাদা।' এবার যে নিজের উপর আস্থা ছিল, সেকথাও বলছেন মোহনবাগানের এই উইঙ্গার, 'এই মরশুমে ক্লাবের হয়েও ভালো খেলেছি। তাই নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। তাছাড়া মানোলোও আমাদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। অনেকটা সময় পাওয়া গেছে একসঙ্গে প্রস্তুতির। কোচ একটা বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছেন। জয়ে ফিরতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে। আমার পরিবার সবসময় আমার পাশে থেকেছে। তাই এই গোলটা আমি পরিবারকে উৎসর্গ করছি।' সুনীলের জন্য গোলের বল বাড়াতে পারায় তৃপ্তি বেড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। হাসিখুশি লিস্টনের মন্তব্য, 'সুনীল ভাইয়ের ফিরে আসাটা দলের জন্য আশীর্বাদ। কারণ উনি প্রকৃতি অধিনায়ক। প্রত্যেককে আলাদা করে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। ওঁকে গোলের বল বাড়াতে পেরে গর্বিত বোধ করছি।' ম্যাচ সেরার আশা, এই জয় বাংলাদেশ ম্যাচে কাজে লাগবে।

এই ম্যাচে দলের ৩-০ গোলে জয়ে খুশি হলেও ম্যাচে চোট পেলেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ। যা নিয়ে চিন্তায় মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। এত চোট-আঘাতে যে দলের ক্ষতি হচ্ছে সেই কথা গোপন করেননি তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে যে ব্র্যান্ডনকে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, সেই কথাও জানান মানোলো। আগেই ছিটকে গিয়েছেন আনোয়ার আলি, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, আশিস রাই ও মনবীর সিং। পোলো গ্রাউন্ডের মাঠকে ঘুরিয়ে খানিকটা দায়ী করেন মানোলো। বলেছেন 'বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্র্যান্ডনকে পাওয়া যাবে না, এটা প্রায় নিশ্চিত। নতুন করে কাউকে ডাকতে হবে দলে। মাঠ এদিন ঠিকই ছিল। কিন্তু আপনারা মনে করে দেখুন, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে বেঙ্গালুরু এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে বহু ফুটবলার পা পিছলে পড়ে গিয়েছে। এদিনও ম্যাচে ব্র্যান্ডনের চোটটা হল, নিজে থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে। এটাই বিপজ্জনক।'

> গত তিন বছর ধরে দেশের জার্সিতে একটা গোল পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে দল যেমন লম্বা ১৭ মাস বাদে জয়ে ফিরলো তেমনি আমিও নিজের প্রথম গোলটা পেলাম। দেশের হয়ে গোল করার অনুভূতিই আলাদা।
>
> **লিস্টন কোলাসো**

সুনীলকে দলে ডাকা নিয়ে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই খুশি মানোলো। তবে তাঁর থেকেও সুনীল নিজে বেশি খুশি হয়েছেন বলে জানান এই স্প্যানিশ কোচ, 'আমি তো খুশিই। তবে সুনীল আমার থেকেও বেশি খুশি। ওর কারও কাছে আর কিছুই প্রমাণ করার নেই।' মালদ্বীপ ম্যাচের এই উজ্জীবিত পারফরমেন্স এশিয়ান কাপ যোগ্যতার্জন পর্বে সুনীলরা ধরে রাখুন, এই প্রার্থনায় এখন ভারতের সব ফুটবলপ্রেমী।

চাহাল-ধনশ্রী বিচ্ছেদে সিলমোহর

মুম্বই, ২০ মার্চ : যুযবেন্দ্র চাহাল ও ধনশ্রী ভার্মার দাম্পত্যে ইতি। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের পারিবারিক আদালত তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদে সিলমোহর দিয়ে দিল।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে সাতপাকে বাঁধা পড়েন যুজবেন্দ্র ও ধনশ্রী। তার ১৮ মাস পর থেকেই আলাদা থাকা শুরু। গত ফেব্রুয়ারিতে বিচ্ছেদের আবেদন দাখিল করেন দুইজনে। আইন অনুযায়ী বিচ্ছেদের আগে ৬ মাস কুলিং অফ বাধ্যতামূলক। তবে দুজনের কেউই ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি হননি। বিশেষত চাহাল আইপিএল খেলতে চলে গিয়েছেন। তাঁর ব্যস্ততাকে গুরুত্ব দিয়েই তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদের অনুমতি দেয় আদালত। খোরপোশ বাবদ ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন ধনশ্রী। আদালতের নির্দেশে চাহাল তার অর্ধেকেরও বেশি অর্থ দিয়ে দিয়েছেন। সময় মতো বাকিটাও ধনশ্রীর কাছে পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন তারকা স্পিনার।

ডিভোর্সের শুনানির জন্য মুম্বইয়ে বান্দ্রা কোর্টে চলেছেন যুযবেন্দ্র চাহাল। বৃহস্পতিবার।

ইংল্যান্ডে টুচেল জমানা শুরু আজ

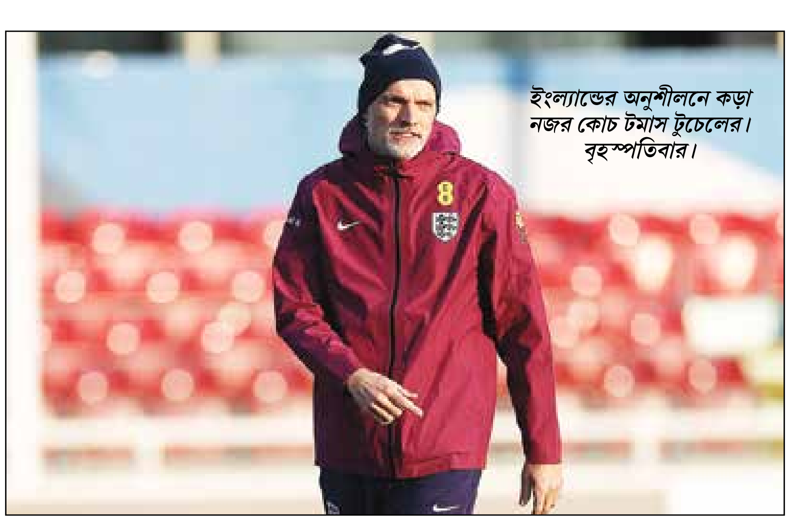

ইংল্যান্ডের অনুশীলনে কড়া নজর কোচ টমাস টুচেলের। বৃহস্পতিবার।

লন্ডন, ২০ মার্চ : ইংল্যান্ড ফুটবলের ইতিহাসে এমনটা যে আগে হয়নি, তা নয়। স্বেন গোরান এরিকসন ও ফ্যাবিও কাপেলো, একজন ২০০১ থেকে ২০০৬, আরেকজন ২০০৭ থেকে ২০১২ ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন। দুজনের কেউই সেই অর্থে সাফল্য এনে দিতে পারেননি। তাঁদের পর টমাস টুচেল ইংল্যান্ডের তৃতীয় বিদেশি হেডকোচ। শুক্রবার ওয়েম্বলিতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই টুচেল জমানা শুরু হচ্ছে ইংলিশ ফুটবলে।

২০২৪ ইউরো ফাইনালে হারের পরই গ্যারেথ সাউথগেটের ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে গিয়েছিল। পরের ম্যাচগুলিতে হ্যারি কেন, বুকায়ো সাকাদের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে কাজ করেছেন লি কার্সলে। এদিকে, অক্টোবরে ঘোষণার পর জানুয়ারিতে সরকারিভাবে দায়িত্ব পান জার্মান কোচ। খরা কাটিয়ে খেতাব ঘরে আনাই তাঁর প্রথম এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ। ফিফা বিশ্বকাপের আগে তাঁর হাতে সময় বছরখানেকের অল্প বেশি। এই সময়ের মধ্যে দলটাকে গড়েপিটে নিজের মতো তৈরি করে নিতে চান ৫১ বছরের জার্মান কোচ। তার প্রথম ধাপ হিসাবেই ফুটবলারদের আরও একাত্ম হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন টুচেল। তিনি চান, খেলার সময় ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা নিজেদের মধ্যে আরও বেশি করে কথা বলুক। কঠিন পরিস্থিতিগুলোও মোকাবিলা করুক নিজেরাই। জার্মান কোচ নিজেও খুব তাড়াতাড়ি দলটার একজন হয়ে উঠতে চান।

কেনদের একাত্ম হওয়ার পরামর্শ

> ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ডাগআউটে থাকতে পারাটাই আমার কাছে গর্বের। জাতীয় সংগীত গাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হবে।
>
> **টমাস টুচেল**

এদিকে, আলবেনিয়া ম্যাচে ডাগআউটে থাকলেও ইংল্যান্ডের জাতীয় সংগীতে গলা মেলাবেন না বলে জানিয়েছেন টুচেল। বলেছেন, 'ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ডাগআউটে থাকতে পারাটাই আমার কাছে গর্বের। জাতীয় সংগীত গাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হবে।'

কাল-পরশু বৃষ্টির পূর্বাভাস

‘বিরাট’ ঘোরে ডুব দেওয়া ইডেনে রাসেল তাণ্ডব

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : ইডেন গার্ডেন্স নাকি এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম?

কলকাতা নাকি বেঙ্গালুরু?

সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে ঢুকলে এমন বিভ্রম ঘটতে বাধ্য। মনে হতে পারে, চোখের ভুল। কিন্তু একেবারেই কোনও ভুল নেই। নেই কোনও মায়াও। থুড়ি, একটু ভুল বলা হল। মায়া রয়েছে। সেই মায়ার নাম বিরাট কোহলি। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে পুনর্জন্ম হয়েছে বিরাটের। কিং কোহলি ফিরে পেয়েছেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছন্দ। সেই ছন্দ নিয়েই তিনি হাজির কলকাতায়। গতকাল সন্ধ্যায় কলকাতায় নেমেছিলেন। বিমানবন্দরে বিরাটকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল বাঁধনহারা। আজ সন্ধ্যায় নাইটদের ঘরের মাঠে কোহলি দর্শনের আবেগ ছিল লাগামছাড়া। বিরাটের উপস্থিতির প্রভাব এতটাই ছিল যে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার পর রাতের ইডেনে নাইটদের অনুশীলন দর্শনের দিকে কারওর কোনও আগ্রহই ছিল না। কিন্তু তার জন্য শনিবারের অষ্টাদশ আইপিএল বোধনের আগে আজিঙ্কা রাহানেরা (ক্যাপ্টেনস মিটের জন্য রাহানে আজ অনুশীলনে ছিলেন না) পিছিয়ে পড়েছেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং ফিল সল্টদের দেখার পর সন্ধ্যার ইডেনে রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়াররা যেন একটু বেশিই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। সবচেয়ে বেশি চনমনে দেখাল দ্রে রাসকে। আগামীকাল ও পরশু কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই ঝড় শুরুর আগেই রাতের ইডেনে কোহলিদের উলটো দিকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের নেটে ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন দ্রে রাস। সতীর্থ বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানা, স্পেনসার জনসনদের বিরুদ্ধে তাঁর কুড়ির ক্রিকেটের রকমারি শটের জায়গা হল ইডেনের গ্যালারিতে।

প্রস্তুতি শুরুর আগে স্ট্রেচিংয়ে আন্দ্রে রাসেল। - ডি মণ্ডল

অন্তত আধ ঘণ্টা ধরে নেটে ব্যাটিং তাণ্ডব চালিয়ে রাসেল যখন থামলেন, তখন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু শিবিরের কেউ কেউ মুগ্ধের মতো দেখছিলেন তাঁর দিকে।

শনিবার থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলের আসরে প্রতিবারের মতো রাসেল যদি কেকেআরের ভরসা হয়ে থাকেন, তাহলে নাইট সংসারে সাফল্যের নিউক্লিয়াস হলেন সুনীল নারায়ণ। নাইটদের অনুশীলন শুরুর অন্তত চল্লিশ মিনিট আগে ইডেনে হাজির হয়েছিলেন নারায়ণ। সঙ্গে দলের বোলিং পরামর্শদাতা কার্ল ক্রো। তাঁর সঙ্গে নেটে অন্তত আধ ঘণ্টার বোলিং সেশন আলাদাভাবে করে নিজের স্কিল একটু ঝালিয়ে নিলেন তিনি। হয়তো কোহলি, ফিল সল্ট, রজত পাতিদারদের আগাম হুঁশিয়ারি দেওয়ার কাজটাও করে রাখলেন তিনি। পাশাপাশি নাইট বোলারদের নিয়ে বোলিং কোচ ভরত অরুণ স্পট বোলিংয়ের মাধ্যমে ইয়র্কার দেওয়ার অনুশীলন করালেন। বেশিরভাগেরই ডেলিভারি ইয়র্কার লেংথে পড়ছিল না। জনসনদের লেংথ নিয়ে বারবার বোঝাচ্ছিলেন কেকেআরের বোলিং কোচ। হয়তো কোহলিকে শুরুতেই আউট করার মহড়াও দিয়ে রাখলেন আনরিচ নর্তজেরা। কোহলি শেষ পর্যন্ত ইয়র্কারে ঘায়েল হবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু নাইট বোলাররা কোহলি বধের নীল নাকশা প্রায় করে ফেলেছেন।

সল্ট শেষ aমরশুমে ছিলেন কেকেআরের ওপেনার। এবার তিনি আরসিবি-তে। কোহলির দলের ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিকও প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক। ফলে দুই শিবিরেই রয়েছে বন্ধুত্বের একাধিক ছবি। রাতের ইডেনে এমন অনেক ছবির কোলাজও দেখা গিয়েছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে রয়েছে বন্ধুত্বের আবহে শত্রুতার পরিবেশও। যার মূলে সাফল্য। অতীত ভুলে ভালো শুরুর মাধ্যমে নয়া দৌড় চাইছে দুই দলই।

অনুশীলনে সংহারমূর্তিতে বিরাট কোহলি। ছবি : ডি মণ্ডল

তিন ব্যাটে মহড়া কোহলির

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ মার্চ : প্রতীক্ষায় ছিল সিটি অফ জয়।

তিনি এলেন, দেখলেন, প্রত্যাশামাফিক মাতিয়েও রাখলেন। বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে পা রাখতেই শব্দদ্রুম। কোহলিয়ানার মৌতাতে ঊর্ধ্বমুখী পারদ। লক্ষ্মীবারে যতক্ষণ থাকলেন তাঁরই দখলে নন্দনকানন। হোমটিম কলকাতা নাইট রাইডার্স আগেই প্র্যাকটিসে চলে এসেছে। গতানুগতিক অনুশীলন।

যদিও বরুণ চক্রবর্তী, আন্দ্রে রাসেলরা নয়, সবাই বিরাট কোহলির অপেক্ষায়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর মাঠে ফিরছেন। সাক্ষী থাকার উন্মাদনা শনিবাসরীয় দ্বৈরথ ঘিরে। এদিন যার বহিঃপ্রকাশ। ম্যাচে বিরাটকে ঘিরে গ্যালারি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পূর্বাভাস।

বিরাটের প্রতিটি পদক্ষেপকে মন ক্যামেরায় তুলে রাখার সুযোগ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন ভক্তেরা। ক্যামেরার ফোকাসও যথারীতি বিরাটে। অথচ, কিছুটা দূরেই কেকেআরের নেটে আন্দ্রে রাসেল বিগহিটে আগুন ঝরাচ্ছেন, সুনীল নারায়ণের ব্যাটে শটের ফুলঝুরি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। নিজভূমে পরবাসে!

নির্ভেজাল বিরাট-ম্যানিয়া। সতীর্থরা মাঠে ঢোকার কিছুক্ষণ পর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিরাটের প্রবেশ। হাতে গোটা তিন-চারেক ব্যাট। আরও একবার শব্দব্রহ্ম। সমস্বরে কখনও ‘বিরাট বিরাট’, কখনও ‘ভিকে ভিকে’। বাদ গেল না ‘চিকু’-ও (বিরাটের ডাকনাম)।

মেরেকেটে আধঘণ্টার মতো নিবিড় ব্যাটিং অনুশীলন। প্রথমে স্পিনারদের নেটে। ক্রুণাল পান্ডিয়া, লিয়াম লিভিংস্টোন, সুযশ শর্মাদের স্পিনে ব্যাট ঘোরালেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রান পেলেও অফস্টাম্প নিয়ে খচখচানি এখনও মাথা থেকে যায়নি, প্র্যাকটিসে পরিষ্কার। অফস্টাম্পের বাইরে বলে পা বাড়িয়ে ড্রাইভে তাই বাড়তি মনোযোগ।

জোশ হ্যাজেলউডের বিরুদ্ধে অবশ্য অন্য মেজাজে। বিগহিটে আইপিএল সতীর্থ জোশের হোঁশ ওড়ালেন। কেকেআরের বোলারদের জন্য দিয়ে রাখলেন বিরাট-বার্তা। তবে বিরাটের সামনে এদিন কিছুটা এলোমেলো লাগলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জন্য স্বস্তি ম্যাচ ফিট অজি পেসার। ফুল রানআপে বোলিং করলেন যেভাবে, শনিবার রাসেল-আজিঙ্কা রাহানে-সুনীল নারায়ণদের রক্তচাপ বাড়তে পারে।

সঙ্গী ভুবনেশ্বর কুমার। নিজের সেরা সময় পেরিয়ে এলেও টি২০ ফরম্যাটে এখনও অনেক অঙ্ক বদলানোর ক্ষমতা রাখেন। নবাগত টিম ডেভিড, জেকব বেথেলরাও অনুশীলনে মনোযোগী ছাত্র। দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি তাগিদ। নতুন অধিনায়ক রজত পাতিদারও প্রত্যাশামাফিক বাড়তি সক্রিয়।

ঘুরেফিরে উন্মাদনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজনই। নাম বলার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। বিরাটও বিন্দাস মেজাজে। তিন ব্যাটেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যাটিং সারলেন। কখনও নেটের বাইরে শ্যাডো প্র্যাকটিস। কখনও বা থ্রো ডাউনে প্র্যাকটিস। বিরাটের স্পেশাল এনার্জির স্পর্শে প্রায় ফাঁকা ইডেনও চনমনে। যতক্ষণ মাঠে থাকলেন, ঠায় দাঁড়িয়ে বিরাট-ভক্তের দলও।

বেশ কয়েকবছর হল আরসিবি-র নেতৃত্ব ছেড়েছেন। যদিও দলের মূল মুখ বিরাটই। অষ্টাদশতম প্রচেষ্টা প্রথম ট্রফির স্বাদ পেতেও মূল ভরসা। দলের সিনিয়ার সদস্য হিসেবে বিরাটও জানেন নিজের দায়িত্ব। প্রস্তুতির মাঝেই নিলেন সতীর্থের ক্লাস। কখনও কোহলির ক্লাসে রজত পাতিদার তো, কখনও ক্রুণাল, ফিল সল্ট। শুধু টিপস নয়, শ্যাডো করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের সঙ্গে ছোটখাটো বৈঠকও বাদ গেল না। কী বিষয়ে, দূর থেকে বোঝা মুশকিল। তবে লক্ষ্য যে শনিবার দ্বৈরথ, বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরাটের ওপেনিং পার্টনার সল্টও লম্বা শটে ঝড় তোলার আভাস দিয়ে রাখলেন তাঁর প্রাক্তন আইপিএল হোম ইডেনে। আরসিবি-র জার্সিতে শনিবার নামবেন, নাইটদের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে।

দুই দলের প্র্যাকটিসের মাঝে ‘টিম ইংল্যান্ডের’ অন্যরকম ছবি। নাইট মইন আলির সঙ্গে মাঠের পাশেই চুটিয়ে আড্ডা সল্ট, লিভিংস্টোন, বেথেলদের। শনিবার ‘বন্ধুত্ব’ ভুলে পরস্পরকে নিশানা করা। বাইশ গজের যে টক্করে ইডেন বিরাটের নাকি রাসেলদের হয়, তারই প্রতীক্ষা।

জোকারদের বিদ্রোহে নেই আলকারাজ

মায়ামি, ২০ মার্চ : চার আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নোভাক জকোভিচের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক টেনিস খেলোয়াড়দের সংগঠন। তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

টেনিস সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে স্বার্থবিরোধিতার অভিযোগ এনেছেন জকোভিচরা। এদিকে মিয়ামি ওপেনে অভিযান শুরুর আগে আলকারাজ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, ‘আমি সমাজমাধ্যম মারফত বিষয়টি জানতে পেরেছি। দেখে কিছুটা অবাকই হয়েছি। বিষয়টা যেহেতু আমার অজানা তাই এতে আমি সমর্থন জানাতে পারছি না। এটাও ঠিক, ওই চিঠিতে যা বলা হয়েছে তার কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমি যেমন একমত, তেমন কিছু ক্ষেত্রে সহমত হতে পারছি না।’

কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া

মিয়ামি ওপেনে নেমে প্রায় আড়াই বছর পর জয়ের মুখ দেখলেন নিক কিরগিয়স। দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরলেন। হারালেন ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডকে। ম্যাচের পর কিরগিয়স বলেছেন, ‘চিকিৎসকরা একটা সময় বলেছিলেন আমি কখনও খেলতে পারব না। তাই ম্যাচটা জেতার পর চোখে জল চলে আসে।’

জেপিএল শুরু কাল

জামালদহ, ২০ মার্চ : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের সহযোগিতায় ৬ দলীয় জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ (জেপিএল) ক্রিকেট শনিবার শুরু হবে। জেপিএল কমিটির সভাপতি প্রকাশ বর্মন জানিয়েছেন, জামালদহ তুলসী দেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও অপরটি উছলপুকুরি কালীরহাট ফুটবল মাঠে খেলাগুলি হবে। প্রতিযোগিতায় মোট ম্যাচের সংখ্যা ৩৪। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে সানরাইজ ইলেভেন ও জামালদহ সুপারস্টার। বাকি দলগুলি হল জামালদহ রাইজিং স্টার, কালীরহাট নাইট রাইডার্স, জামালদহ সুপার কিংস ও জামালদহ ৯৮ লায়ন্স। ফাইনাল ৪ মে।

কলকাতা-লখনউ ম্যাচ গুয়াহাটিতে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মার্চ : দফায় দফায় বৈঠক। শেষ পর্যন্ত সব বৈঠকই নিষ্ফলা!

চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ৬ এপ্রিল ক্রিকেটের নন্দনকাননে নির্ধারিত রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ। রামনবমী পড়ে যাওয়ার কারণে সেই ম্যাচ নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। বলা হয়েছিল, ৬ এপ্রিলের ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতা পুলিশের অনড় মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর বাংলার ক্রিকেট কর্তারা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বিসিসিআইও কলকাতায় ওই দিনই ম্যাচ আয়োজনে অনড় ছিল। কেকেআরের শীর্ষ কর্তারাও আজ বিকেলে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। তারপরও সমাধান পাওয়া যায়নি। রাতের দিকে বোর্ডের তরফে সিএবি-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৬ এপ্রিলের ম্যাচ সরছে, এমন তথ্য সামনে এসেছে। কলকাতা থেকে সেই ম্যাচ সরে যাচ্ছে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে। এমন খবরে নাইট সমর্থকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে হতাশা। ঘরের মাঠে আজিঙ্কা রাহানেদের দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণা।

বাস্তবে কারও কিছুই করার নেই। ম্যাচ সরছেই কার্যত নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর গুয়াহাটিতে কেকেআর বনাম এলএসজি ম্যাচের আয়োজনের প্রাথমিক পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে রাত পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

চোট দ্রুত সারবে, আশাবাদী মনবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মার্চ : চোট পেয়ে জাতীয় দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন মনবীর সিং। বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে এদিনই তাঁর চোট পরীক্ষা করা হয়েছে।

এদিকে টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, মাঠে ফিরতে দিন দশেক হয়তো সময় লাগবে। যদিও মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট আসেনি। সেটা এলেই পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনবীর নিজেও আশা করছেন, দ্রুত মাঠে ফিরবেন। তবে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে তিনি খেলবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে এলেও সারাক্ষণ মাঠের বাইরে বসে রইলেন মনবীর।

এদিন বল পায়ে অনুশীলন শুরু করলেন সাহাল আবদুল সামাদ। চোটের কারণে তিনি শেষ কয়েকটি ম্যাচে খেলেননি। তবে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে তাঁর খেলতে কোনও অসুবিধা নেই বলেই ধারণা বাগান ম্যানেজমেন্টের। দলের আরেক তারকা আশিস রাই অবশ্য সাইডলাইনে অনুশীলন করলেন। বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেনকেও দেখা গেল সাইডলাইনে ফিজিওর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করতে। এই অজি তারকাকে নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। গত দুইদিনের মতো এদিনও ফুটবলারদের ঘণ্টাদুয়েক কড়া অনুশীলন করিয়েছেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ। প্রথমে ফিজিকাল ট্রেনিং, তারপর নিজেদের মধ্যে পাসিং ফুটবল এবং সব শেষে ম্যাচ প্রাকটিস করেছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা।

৪ উইকেট দীপের

কোচবিহার, ২০ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) কোচিং ক্যাম্প ৬০ রানে ভারতমাতা ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ডিএসএ ৩৯.৩ ওভারে ১২৮ রানে অল আউট হয়। সুব্রত বর্মন ৪০ রান করেন। পার্থ বর্মন ৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ভারতমাতা ১৭.৩ ওভারে ৬৮ রানে গুটিয়ে যায়। দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী ২১ রান করেন। দীপ ডাকুয়া ১২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ম্যাচের সেরা ডিএসএ-র গোবিন্দ রায়। শুক্রবার খেলবে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব ও বয়েজ ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে গোবিন্দ রায়। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

মোহনবাগানে নির্বাচনি কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মার্চ : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনি কমিটি গঠিত হল। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে এই কমিটির বাকিরা হলেন কলকাতা হাইকোর্টের তিনজন আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক, সৌভিক মিটার ও অভিষেক সিনহা এবং এছাড়াও আছেন অনুপকুমার কুণ্ডু। কমিটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাবে নির্বাচনি দামামাও বেজে উঠল। কার্যকরী কমিটির সভায় কমিটির সদস্যরা ছাড়াও সৃঞ্জয় বসুর নেতৃত্বাধীন বিরোধী গোষ্ঠীর উপস্থিতিও ছিল নজরে পড়ার মতো। মনে করা হচ্ছে, মে মাস নাগাদ হতে পারে মোহনবাগানের এই নির্বাচন।

জয়ী কিংস রাইডার্স

ক্রান্তি, ২০ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ধলাবাড়ি কিংস রাইডার্স ১২ রানে ভৌকাল ব্রিগেডকে হারিয়েছে। প্রথমে কিংস রাইডার্স ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শামিম শা আলম ৪৫ রান করেন। বিজয় ওরাওঁ ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ভৌকাল ১১ ওভারে ১০৬ রানে অল আউট হয়। পাপ্পু রায় ৪৬ রান করেন। রৌশন আলি ২ রানে ২ উইকেট নেন। শনিবার খেলবে যুব শান্তি ক্লাব পুলিশ ফাঁড়ি-ইউনিভার্সালি একাদশ ও নিউ ক্রান্তি টাইগার্স-ধলাবাড়ি কিংস রাইডার্স।

বৃহস্পতিবার রাতের বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে ঢেকে রাখা হয়েছে ইডেন গার্ডেন্সকে।

ঋষভের মানসিকতায় আস্থা জাহিরদের

লখনউ, ২০ মার্চ : আইপিএলে বল গড়ানোর আগেই চোট সমস্যা ঘিরে ধরেছে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে। তবুও নেতিবাচক দিকগুলোকে এড়িয়ে চলতে চাইছেন দলের মেন্টর জাহির খান। বরং ঋষভ পন্থের ইতিবাচক মানসিকতাকেই বড় করে দেখছে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি।

পন্থের নেতৃত্বে এবার আইপিএলে ভয়ডরহীন ও আগ্রাসী ক্রিকেট খেলবে লখনউ। এমনই আশা প্রকাশ করেছেন জাহির খান। বিশেষত নতুন অধিনায়কের মানসিকতা যে থিংকট্যাংকের আস্থা বাড়াচ্ছে, তাও স্বীকার করে নেন। বৃহস্পতিবার দলের সাংবাদিক বৈঠকে জাহির বলেছেন, ‘চোট-আঘাত নিয়ে আমরা কোনও কথাই বলছি না। আমাদের অধিনায়ক নিজেও অতীতে এই চ্যালেঞ্জ সামলেছেন। যে কোনও ব্যাপারে ওর চিন্তাধারা খুবই ইতিবাচক। জানে, কীভাবে বোলারদের চাপে রাখতে হয়। ক্যাপ্টেন নিজে দলটাকে একটা সুরে বেঁধে দিয়েছে।’ এখানেই থামেননি, লখনউ সুপার জায়েন্টসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অধিনায়ক ঋষভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আশাবাদী জাহির। বলেছেন, ‘আমরা দুর্দান্ত একজন অধিনায়ক পেয়েছি। সকলের ওর থেকে অনেক প্রত্যাশা।’

জোড়া জয় টাউনের

আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ : রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও স্বামীজী ক্লাব বেলতলার যৌথ উদ্যোগে কিডস কাপ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে ১৬ রানে হারাল রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি-২। অরবিন্দনগর মাঠে টসে জিতে রেইনবো ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীলঙ্কর ১২ রান করে। ওয়াঙ্গেল তামাং ২১ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বিজয় ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১২০ রানে থামে। আয়ুষ আমির ৩৪ রান করে। প্রিয়ম ১৯ রানে নেয় ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৪৭ রানে রেইনবো-২ এর বিরুদ্ধে জয় পায়। টাউন টসে জিতে ১৫ ওভারে ১৪৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রেয়ান্স রায় ৫৭ রান করে। রুদ্রদ্বীপ দাস ২৭ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে রেইনবো ১৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১০১ রানে আটকে যায়। অনীক সাহা ১৫ রান করে। সায়ন দাস ১৬ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট।

টাউন পরে ৯৬ রানে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টাউন টসে জিতে ১৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। জ্যোতিপ্রিয় দত্ত ৬৬ রান করে। তুষার তালুকদার ১৪ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বিজয় ১৫ ওভারে ৯ উইকেচে ৮৩ রানে আটকায়। কুণাল বর্মন ২৫ রান করে। দেবজ্যোতি সিংহ ৯ রানে ২ উইকেট নেয়।

সেরা বেলাকোবা

জলপাইগুড়ি, ২০ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বেলাকোবা হাই স্কুল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে ধূপগুড়ি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে প্রথমে ধূপগুড়ি ৪৫ রানে গুটিয়ে যায়। রাজদীপ রায় ১৪ রান করে। শুভ দাস ৯ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে বেলাকোবা ১ উইকেটে ৪৬ রান তুলে নেয়। প্রণিত দাস ২১ রান করে।

হেরে র‍্যাকেট ছুঁড়লেন সিন্ধু

বাসেল, ২০ মার্চ : সময়টা ভালো যাচ্ছে না পিভি সিন্ধুর। কয়েকদিন আগে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। এবার সুইস ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন এই তারকা।

প্রথম রাউন্ডে সিন্ধু হারলেন ডেনমার্কের জুলিয়ে ডাওয়াল জ্যাকবসেনের কাছে ১৭-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে। হেরে যাওয়ার পর হতাশায় শূন্যে র‍্যাকেট ছোড়েন এই তারকা শাটলার। সিন্ধু ছাড়াও বিদায় নিয়েছেন অনুপমা উপ্যাধায়। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় তিনি হারেন ইন্দোনেশিয়ার পুরতি কুসুমা ওয়ার্দানির কাছে ১৭-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে। ঈশানি বড়ুয়া চিনের হান কিয়ানেস্কির কাছে ১৯-২১, ২১-১৮, ১৮-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রিয়াংশু রাজাওয়াত ২১-১৫, ২১-১৭ পয়েন্টে ফ্রান্সের তোমা জুনিয়ার পোপোভের কাছে হারেন।

রুপো পঙ্কজ, আবিজুলের

ফালাকাটা, ২০ মার্চ : আন্তঃ কলেজ রাজ্য গেমসে রুপো জিতলেন ফালাকাটা কলেজের পঙ্কজ বর্মন ও আবিজুল ইসলাম। পঙ্কজ হাই জাম্পে ও আবিজুল ইসলাম শট পাটে দ্বিতীয় হন। ১৭ মার্চ কলকাতায় প্রতিযোগিতাটি হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সার্টিফিকেট ও পদক নিয়ে দুই পড়ুয়া কলেজে আসেন। তাদেরকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

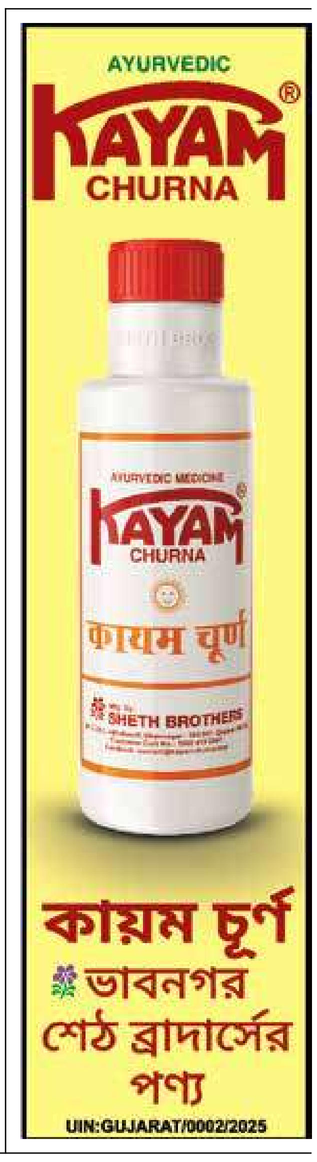

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা মহাবির মুন্ডা - কে 10.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57J 51219 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আপনি আপনার চারপাশের মানুষজনকে কোটিপতি হওয়ার মাধ্যমে জীবনে বেড়ে উঠতে দেখবেন তখনই আপনিও আশা করবেন একই ঘটনা যেন আপনার সাথে ঘটে। যখন আমি আমার নিজের জন্য আশা করেছিলাম তখনই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এটি বাস্তবায়ন করে এবং আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।